NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ মুখে সেলোটেপ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার বৃদ্ধার দেহ

দিল্লির স্কুলে ফের বোমাতঙ্ক ৭

কলকাতা ২৩ অগস্ট ২০২৫ ৬ ভাদ্র ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.08.2025, Vol.19, Issue No. 74, 8 Pages, Price 3.00

‘বাঁচতে চাই, তাই বিজেপি চাই’

মোদীর গ্যারান্টি বিকশিত বাংলা

মেট্রোপথে জুড়ল ৩ প্রাণকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কলকাতার পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার তিনি নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত নতুন মেট্রো রুটে যাত্রা করেন এবং বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবার উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি ছ'লেন বিশিষ্ট কোনা এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন তিনি। হাজার হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পগুলির জন্য বাংলার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২১শ শতকের ভারতের জন্য ২১শ শতকের পরিবহণ ব্যবস্থা দরকার। তাই রেল, রাস্তা, মেট্রো ও বিমান, সব কিছুকে আধুনিক করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করার কাজ চলছে।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, কলকাতার মেট্রো নেটওয়ার্কে প্রায় ১৪ কিলোমিটার নতুন রুট এবং ৭টি নতুন স্টেশন যোগ হচ্ছে। এতে শহরের যাতায়াত সহজ হবে এবং 'ইজ অফ লিভিং'-এ এক নতুন মাত্রা যুক্ত হবে। তিনি আরও জানান, ২০১৪ সালে সারা দেশে মেট্রো রুটের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২৫০ কিলোমিটার, যা আজ বেড়ে হয়েছে এক হাজার কিলোমিটারের বেশি। কলকাতাও সেই অগ্রগতির অংশীদার।

গত জুলাই মাসে দুর্গাপুরের সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বঙ্গীয়করণে সিলমোহর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একেবারে খাঁটি বাংলা ভাষায় বক্তব্য রেখেছিলেন। দমদমের সভাতেও তার অন্যথা হল না। এবারও কালীচরণে প্রণাম করেই বক্তব্য শুরু করলেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে তাঁর মুখে শোনা গেল দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, করুণাময়ী কালী মন্দিরের নামও। তবে এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোদীর বক্তব্যে উঠে আসে ভক্ত হনুমানের নামও।

শুক্রবার বিকেলে কলকাতা মেট্রোর নতুন তিনটি রুটের উদ্বোধনে এসে দমদম জনসভা থেকে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্গাপুজোর আবহে রাজ্যের উন্নয়ন প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'বড়বাজার থেকে পার্ক স্ট্রিট উৎসবের সাজে সেজে উঠছে। কিন্তু উৎসব তখনই দ্বিগুণ আনন্দ দেয়, যখন বিকাশ যুক্ত হয়।' জনসভা মঞ্চ থেকেই তিনি একাধিক নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করেন এবং দাবি করেন, 'বাংলার উদয় ছাড়া বিকশিত ভারতের জয় অসম্ভব।'

■ এরপর ২-এর পাতায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোর ৩টি সম্প্রসারিত লাইনের উদ্বোধন করতে শুক্রবার রাজ্যে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর আগমনে শহর জুড়ে ছিল এদিন সাজো সাজো রব। বিকেল ৪টে নাগাদ, কলকাতা এয়ারপোর্টে নামেন প্রধানমন্ত্রীর বিমান। সেখান থেকে সড়কপথে যশোর রোড মেট্রো স্টেশনে পৌঁছে তিন সম্প্রসারিত লাইনের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। ১ দিনে মেট্রোয় জুড়ে গেল ১৪ কিলোমিটার রাস্তা।

মেট্রোপথে জুড়ে গেল হাওড়া-এসপ্ল্যানেড-শিয়ালদা। শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা এবার মাত্র ৩ মিনিটে। অরেঞ্জ লাইনে রুবির সঙ্গে যুক্ত হল বেলেঘাটা। নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত মেট্রো চলছিল। সেটাই তা চলবে বেলেঘাটা পর্যন্ত। ফলে নিউ গড়িয়া থেকে সোজা যাওয়া যাবে সেক্টর ফাইভ। ইয়েলো লাইনে বিমানবন্দরের সঙ্গে জুড়ল নোয়াপাড়া। নোয়াপাড়া থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড হয়ে, সোজা পৌঁছে যাওয়া যাবে দমদম বিমানবন্দরে। সব মিলিয়ে মেট্রো নেটওয়ার্কে একদিকে যেমন হাওড়ার সঙ্গে যুক্ত হল কলকাতা বিমানবন্দর, তেমনই এবার হাওড়া ময়দান থেকে গঙ্গার নীচ দিয়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে সেক্টর ফাইভে।

জানা গিয়েছে, হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ রুটে ৮ মিনিট ব্যবধানে মেট্রো চলবে। শুক্রবার, সন্ধে থেকেই চালু হয়ে গিয়েছে পরিষেবা। সকাল ৬.৩০ থেকে রাত ১০টা ১৯ পর্যন্ত এই রুটে মেট্রো চলাচল করবে। অন্যদিকে, এতদিন নিউ গড়িয়া থেকে রুবি পর্যন্ত মেট্রো চলছিল। সেটাই এবার চলবে বেলেঘাটা পর্যন্ত। সোমবার থেকে, নোয়াপাড়া-দমদম বিমানবন্দর এবং রুবি-বেলেঘাটা রুটে মেট্রো পরিষেবা চালু হবে। সকাল ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা মিলবে পরিষেবা। শনি এবং রবিবার এই দুই রুটে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকবে।

একসঙ্গে তিনটি নতুন রুট চালু হওয়ায় যাত্রীদের স্বস্তি যেমন বাড়বে, তেমনই শহরের পরিবহণ মানচিত্রে শুরু হবে এক নতুন অধ্যায়।

মেট্রোর ৩টি সম্প্রসারিত লাইনের উদ্বোধন করতে শুক্রবার দমদমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি: অদিতি সাহা

দমদমে প্রধানমন্ত্রীর সভায় মঞ্চে অর্জুন সিং, তাপস রায়-সহ বিজেপির অন্যান্য নেতারা। ছবি: অদিতি সাহা

জটিলতা কাটতেই ফলপ্রকাশ জয়েন্টের

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সে অংশ নেওয়া পড়ুয়ারা। সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি জট কাটতেই প্রকাশিত হল জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলাফল। এদিকে বেশ কিছুদিন ধরে ওবিসি জটে বারবার আটকে যাচ্ছিল ফল প্রকাশ। কারণ, রাজ্যের তৈরি করা ওবিসি তালিকায় সম্মতি ছিল না কলকাতা হাইকোর্টের। পরে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টে যায়। এরপর সেই মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে শীর্ষ আদালত স্থগিতাদেশ দিতেই প্রকাশ করা হল ফল।

প্রসঙ্গত, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলপ্রকাশের জটিলতা কাটল। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের উপরে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি বিআর গভাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই স্থগিতাদেশ দেয়। এর ফলে রাজ্যের জয়েন্টের ফলপ্রকাশে আইনি বাধা আর থাকেনি।

২০২৫ সালে জয়েন্টের ফল যেমন প্রকাশিত হয়নি, তেমনই উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের প্রায় সাড়ে ৩ মাস পরেও স্নাতকস্তরে ভর্তি শুরু হয়নি। ৭ মে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছিল। তার আগে আইএসসি এবং পরে সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির ফলপ্রকাশ হয়। এর পরে কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও রাজ্যের ১৭ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ৪৬০টি কলেজে থমকে থাকে ভর্তি প্রক্রিয়া। এ রাজ্যের সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে সিট রয়েছে ৯ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭৩৭টি। এর মধ্যে ভর্তির আবেদন করেছেন মাত্র ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ১৪১ জন।

এদিকে পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতেই জানা যায় প্রথম হয়েছে কলকাতার ডন বসকো পার্ক সার্কাসের অনিরুদ্ধ চক্রবর্তী। দ্বিতীয় সাম্যজ্যোতি বিশ্বাস, কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুল। তৃতীয় দিসান্ত বসু, ডিপিএস রুবি পার্ক। চতুর্থ অরিত্র রায় ডিপিএস, রুবি পার্ক। পঞ্চম তৃষাণজিত দলুই, পার্ভ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল দুর্গাপুর। ষষ্ঠ সাগ্নিক পাত্র, মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল। সপ্তম সম্বিত মুখোপাধ্যায়, পূর্ব বর্ধমান। অষ্টমঅর্চিস্মান নন্দী, ডিএভি মডেল স্কুল খড়গপুর। নবম প্রতীধ ধানুকা, ডিপিএস রাজারহাট। দশম অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ধমান।

আইনি জটে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল এতটা পিছিয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে পারেন পড়ুয়ারা। দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি আটকে থাকায় অনেকেই কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। অনেকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর-সহ সব জায়গায় ভর্তি প্রক্রিয়া আটকে ছিল। এখনও কাউন্সেলিং-এর সময় জানানো হয়নি, তবে শীঘ্রই তা প্রকাশ করবে বোর্ড।

‘পরিকল্পনা থেকে ফান্ড, সবই আমার’

দাবি নসাৎ শুভেন্দুর

■ **শহরে তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধন ঘিরে রাজনৈতিক তরজা চরমে। শুক্রবার এক্স-এ পোস্ট করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি সরাসরি খারিজ করেছেন। তিনি লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কিছু ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হলেও ইউপিএ আমলে দুর্নীতি ও বিলম্বে প্রকল্পের অগ্রগতি হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর অ-সহযোগিতা, জমি অধিগ্রহণ ব্যর্থতা ও ইচ্ছাকৃত জটিলতার কারণে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদহ, ধর্মতলা অংশ এক দশক আটকে ছিল। তাঁর বক্তব্য, 'নিউ গড়িয়া, এয়ারপোর্ট করিডরের চিংড়িঘাটা অংশে ভায়াডাক্ট বসানোর জন্য কলকাতা পুলিশ সবুজ সংকেত দিলেও রাজ্য সরকারের এনওসি মাসের পর মাস ঝুলছে।'**

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বাংলার উন্নয়নে একাধিক মেট্রো রুটের পরিকল্পনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই পরিকল্পনাই শুক্রবার বাস্তবায়ন হয়েছে। মেট্রোর ৩ রুটের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই স্মৃতিমেদুর হয়ে পরেন মুখ্যমন্ত্রী।

স্মৃতি উস্কে এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লেখেন, 'আজ একটু স্মৃতি-তাড়িত হতে দিন। ভারতের রেলমন্ত্রী হিসেবে কলকাতায় অনেকগুলি মেট্রো রেল করিডরের পরিকল্পনা করা ও অনুমোদন দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এটা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই যে, এই শহরের বিভিন্ন প্রান্তকে (যেমন , জোকা, বেহালা, তারাতলা, গড়িয়া, নোয়াপাড়া, দক্ষিণেশ্বর, বিমানবন্দর, দমদম, সেক্টর ফাইভ, ইত্যাদি) একটি মহানাগরিক মেট্রো গ্রিড-এ সংযুক্ত করার জন্য যাবতীয় কাজ, তার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করা,

প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা, সময়ে কাজ শুরু করা , সব কিছুই করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। টালিগঞ্জ, দমদম, গড়িয়া, দক্ষিণেশ্বর, দমদম, সল্টলেক, হাওড়া , এই সব সংযোগেরই সূচনা আমার হাত দিয়ে। ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো রেলপথের রুটও বাস্তবসম্মতভাবে পরিবর্তন করে তার রূপায়ণের পথ আমি প্রশস্ত করি। এই সব কাজের জন্য মেট্রো রেলওয়ের একটি পৃথক জোনও আমি কলকাতায় করি। সারা ভারতে ২০টি জোন ছিল, এটি অধিকন্তু নতুন হয়। ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেশন তৈরির ঘোষণাও ছিল আমার।'

তিনি আরও লেখেন, 'এটা আমার গর্ব, পরে,পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও এই প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। রাজ্যের তরফ থেকে বিনামূল্যে জমি দেওয়া, রাস্তা তৈরি করে দেওয়া, বাস্তুচ্যুত মানুষের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সহ যাবতীয় বাধা-বিঘ্ন সরিয়ে যাতে দ্রুতগতিতে কাজ সম্পন্ন হতে পারে তার বন্দোবস্ত আমরাই করেছিলাম। রাজ্যের মুখ্যসচিবরা ধারাবাহিকভাবে একাধিক কো-অর্ডিনেশন মিটিং করেছেন যাতে নির্বাহী বিভিন্ন এজেন্সির মধ্যে সমন্বয় বজায় থাকে, কাজে সুবিধা হয়। এককথায়, রেলমন্ত্রী হিসেবে যে পরিকল্পনাগুলো করেছিলাম, সেগুলো ফিল্ডে যাতে সঠিকভাবে শেষ হয় তার ব্যবস্থাও আমরাই করেছিলাম- এই সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। মেট্রো পরিকাঠামো সম্প্রসারণ আমার একটি দীর্ঘ সফরের অন্যতম অংশ। আজ আমাকে কিছুটা নস্টালজিক হতে দিন।'

‘দড়ি ধরে মারো টান, রানি হবে খানখান’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জনসভার মঞ্চ থেকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে তুলনা করলেন 'হিরক রানি'-র সঙ্গে। তাঁর অভিযোগ, 'এই অত্যাচারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই। আমার পাড়া তৃণমূল তাড়া, এই ডাক আজ বাংলার মানুষের কণ্ঠস্বর।'

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় জোর দিয়ে শুভেন্দু বলেন, '২০১৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত কলকাতার মেট্রোর জন্য তিনি ১,৮৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। আজ হাওড়া- শিয়ালদহকে বিমানবন্দরের সঙ্গে যুক্ত করার ঐতিহাসিক কাজ সম্পন্ন হল। আলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুর ও কলকাতায় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, বিকশিত ভারতের পথে পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিতে।'

একই সঙ্গে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে তুষ্টিকরণ ও অনুপ্রবেশকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগ তুলে শুভেন্দু বলেন, '৫৪০ কিলোমিটার সীমান্ত জমি ভারতকে না দিয়ে, অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাকে অনুপ্রবেশমুক্ত করার দায়িত্ব একমাত্র মোদীর হাতেই।'

শুভেন্দু আরও স্মরণ করিয়ে দেন, '৩৭০ ধারা, তিন তালাক বিলোপ, ওয়াকফ বিল সংশোধন, রামমন্দির নির্মাণ, সবই সম্ভব করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এবার বাংলার রক্ষা করতেও তাঁকেই এগোতে হবে।' শেষে সমবেত জনতাকে আহ্বান করে বিরোধী দলনেতার স্লোগান, 'আমার পাড়া তৃণমূল তাড়া।' বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, 'দড়ি ধরে মারো টান, রানি হবে খান খান।'

‘দিল্লিতে হাত ধরাধরি, আর বাংলায় নাটক’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দমদম সেন্ট্রাল জেলের মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে রাজ্যের শাসকদল ও বামফ্রন্টকে একসঙ্গে আক্রমণ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর তীব্র কটাক্ষ, 'দিল্লির মাটিতে আমরা এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখলাম, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যরা দেখছেন এম এ বেবি আর ডেরেক ও'ব্রায়েন হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সিপিএম আর তৃণমূল একযোগে ভোট দিচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে। দিল্লিতে নাটক করছেন, পার্লামেন্ট অচল করে দিচ্ছেন, আর বাংলায় নতুন ন্যারেটিভ তৈরির ভান করছেন!'

শমীকের চ্যালেঞ্জ, 'যদি সত্যিই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চান, তাহলে রাস্তায় নামুন। হাতে হাত ধরে বলুন, নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লড়ব। প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা? এখানে যারা বামপন্থী, তাঁদেরও প্রশ্ন করুন, সেলিম, বিমান বসুরা বাংলার মাটিতে কী রাজনীতি উপহার দিয়েছেন? ভারী শিল্প ছাড়া এই রাজ্যের কোনও ভবিষ্যৎ নেই।'

বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্যে ছিল সোজাসাপ্টা বার্তা, 'আজকের গণতন্ত্র মানে ধর্ম, আর রাজনীতি মানে উন্নয়ন। যতদিন বিজেপি থাকবে, কোনও হিন্দু শরণার্থীর কেশাগ্র ছোঁয়া যাবে না, কোনও ভারতীয় মুসলিমকে হেনস্থা হতে দেওয়া হবে না। কিন্তু ভারত ধর্মশালা নয়, রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জায়গা এখানে নেই।'

তৃণমূলের পতন নিশ্চিত বলে দাবি করেন শমীক। তাঁর ভাষায়, 'যারা একদিন পাকিস্তানের দাবি তুলেছিল, সেই উন্মাদনার আঁচ আজও বাংলাদেশ থেকে বাংলার দিকে ছড়াচ্ছে। তাই তৃণমূলের দিন ফুরিয়েছে। দিঘার জগন্নাথ দেবই আশীর্বাদ করছেন, তৃণমূলের নিশ্চিত বিসর্জন আসছে।'

সুপ্রিম প্রশ্নে বিদ্ধ নেতারা

বিহারে এসআইআর

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: বিহারের এসআইআর মামলায় সুপ্রিম-প্রশ্নের মুখে রাজনৈতিক দলগুলি। তাদের নিস্ক্রিয়তা নিয়ে শুক্রবার প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় আদালতকে। আদালত সূত্রে খবর, এদিন বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চে চলছিল এই মামলার শুনানি। সেখানেই রাজনৈতিক দলগুলির দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দেয় আদালত। বিচারপতি জানতে চান, রাজনৈতিক দল ও তাদের বুথ লেভেল এজেন্ট বা বিএলএ-রা কেন নিষ্ক্রিয় তা নিয়েও। এরই রেশ ধরে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বিশাল। এরপরই বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে দুই বিচারপতির বেঞ্চ ১২টি রাজনৈতিক দলকে নির্দেশ দেয় বিহারের ১২টি রাজনৈতিক দল দলীয় কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশ জারি করে যাতে তারা ফর্ম ৬ বা আধার কার্ডের যে কোনও ১১টি নথির সঙ্গে প্রয়োজনীয় ফর্ম জমা দিতে মানুষকে সহায়তা করে।

এদিকে শুক্রবার শুনানি চলাকালীন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী একটি পরিসংখ্যান তুলে বলেন, 'বিহারে আঞ্চলিক ও জাতীয় দলগুলিকে মিলিয়ে মোট ১ লক্ষ ৬০ হাজার বিএলএ বা বুথ লেভেল এজেন্ট রয়েছেন। যাদের প্রায় ৯০ হাজার বুথে নিযুক্ত করা রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হননি।'

শুক্রবার আদালতে বিহারের প্রধান বিরোধী দল আরজেডির হয়ে সওয়াল করছেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। অন্যদিকে আরও সাতটি রাজনৈতিক দল, যাদের মধ্যে তৃণমূলও রয়েছে,তাদের হয়ে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি। বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে দাবি করা হয়, এসআইআর প্রক্রিয়া লক্ষ লক্ষ ভোটারকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। ১ অগস্ট নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি বিরোধী দলগুলি বড় ধরনের অনিয়মের দাবিও করেছে। তাদের দাবি, যারা জীবিত আছেন, তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জনকে খসড়া তালিকায় মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে কমিশনের আইনজীবীর দাবি এদিন আইনজীবীরা প্রত্যেকে 'সাংসদদের হয়ে এসেছেন', কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে নয় বলেই। দাবি করেন কমিশনের আইনজীবী। কমিশনের আরও দাবি, 'সব থানা, পঞ্চায়েত এলাকা এবং এজেন্টদের বাদ পড়াদের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে কেউ সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ জমা দেননি। আসলে কোনও বৈধ ভোটারেরই নাম বাদ পড়েনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৭/০৫/২০১৪, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৯৩ নং এফিডেভিট বলে Tapas Kumar Dey ও Tapas Dey S/o. Sunil Kumar Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২২০০ নং এফিডেভিট বলে Rabindra Nath Bhattacharya ও R. N. Bhattacharya S/o. J. C. Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি তরুন দাস স্কুল লিভিং সার্টিফিকেটে (উত্তরচন্দ্রপুর প্রাইমারী স্কুল) আমার জন্ম তাং ১০/০৫/১৯৯৭ আছে। ১৯/০৮/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে ২০/০৩/১৯৯৮ করা হল।

CHANGE OF NAME

I, Subham Kumar Seal, son of Shyamal Seal, resident of 77/7, Roy Lane, Kantapukur, Khamarpara, Bansberia, Hooghly-712502, do hereby declare that my name has been written as "Subham Kumar Sil" in some documents (Birth Certificate & Educational documents), do hereby declare that both "Subham Kumar Seal" and "Subham Kumar Sil" refer to the same person, i.e., myself through 1st class Judicial Magistrat 3rd Court, Hoogly (Sadar) dt. 06.08.2025.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সাধারণ জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল জাহিদা বেগম খাতুন স্বামী- আলি হোসেন মোল্লা, সাং- বৈকুণ্ঠপুর, পোষ্ট- সিজবেড়িয়া, থানা- উলুবেড়িয়া, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩১৬, হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া থানার অধীনে ১০৮ নং জে. এল. [illegible] মৌজায় (L.R KH) এল . আর ৪০১০ নং খতিয়ান লিখিত (RS DAG) আর.এস- ৩০৩৩ নং দাগ ও (L.R DAG) এল .আর ৩৩৩৪ নং দাগে ০.৩০ শতক শালি সম্পত্তি যাহা শ্রী গোপীকৃষ্ণ পাণ্ডুই উক্ত বিক্রেতার পক্ষে আমমোক্তার শ্রী প্রণব ঘোষ (আমমোক্তার নামা নং- ৭৪২৬ যাহা D.S.R HOWRAH অফিসে গত ইংরাজী ০৪/০৭/২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রী হইয়াছিল) ঐ আমমোক্তার মূলে শ্রী প্রণব ঘোষ মহাশয় ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উপরি উল্লেখিত সম্পত্তি আমার মক্কেল জাহিদা বেগম খাতুন মহাশয়াকে ৫১১৫ নং রেজিষ্ট্রিকৃত বিক্রয় কোবালা দ্বারা পূর্ণ বিক্রয় করিয়া দেন যাহা উলুবেড়িয়া A.D.S.R অফিসে গত ইংরাজী ০৫/০৮/২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রি হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তি জাহিদা বেগম খাতুন মহাশয়া পূর্বতন মালিকের পরিবর্তে খারিজ করিয়া নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য B. L. & L. R. O ULUBERIA - I অফিসে আবেদন করিয়াছেন । এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে B. L & L. R.O ULUBERIA- I অফিসে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে অবহিত করিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

অনাদ্রী শেখর মণ্ডল
আইনজীবি, উলুবেড়িয়া কোর্ট

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল বিজয় কুমার পাল পিতা শ্রী বিজয় পাল সাং- চালতা বেড়িয়া সারদাপল্লী, পোঃ- দত্তপুকুর, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা পিন- ৭৪৩২৪৮, বারাসাত-১ নং B.L.R.O. অফিসে ১৮/১১/২০২১ তাং A.D.S.R. বারাসাত এর ১ নম্বর বহিতে ০৪৪৪৬ নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার দলীল মূলে ১. ভোলানাথ ঘোষ, পিতা- স্বঃ মানিক লাল ঘোষ ২. বাসুদেব ঘোষ পিতা- রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয়। মৌজা- চালতাবেড়িয়া, জে.এল.নং- ১২৪ রো নং ১৭৭ নং আর.এস. খতিয়ান- ৯৮ নং বর্তমান এল.আর. খতিয়ান ১২৫১, ১২০৩, ১০২৪, ১০৩৮, আর.এস.ও এল.আর.দাগ নং ৩২৫ এর মোট ৩৬ কাঠা ০৪ ছটাক জমি ক্রয় করেন, উক্ত দাগের সম্পত্তিতে কারোর কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন, পরবর্তীতে আপত্তি করলে সর্বত্র অগ্রাহ্য হবে।

নাম-পদবী

প্রকাশ থাকে যে আমার নাম জেলা নদীয়া, থানা- কোতয়ালীর অন্তর্গত ৪১ নং ভাণ্ডারখোলা মৌজায় এল.আর ৩৬৮৮ নং খতিয়ানে সৌমিত্র পাল রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে এবং অন্য সকল কাগজপত্রে আমার নাম সৌমিত্র পাল আমার ভোটার কার্ডে ও আধার কার্ডে সমিত পাল হইতেছে। এই মর্মে গত ইংরাজী ১৭/১০/২০২৩ তারিখে Executive Magistrarte (1st Class), Krishnagar, Nadia কোর্টের নিকট Affidavit করিয়াছি। অতএব সৌমিত্র পাল সমিত পাল সৌমিত পাল একই ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

CHANGE OF NAME

I, Afroja Khatun, (W/O. Mustafa Kamal) resident of Vill- Sahanagar, Lalbagh, P.O.+P.S.+ Dist.- Murshidabad, 742149 do hereby declare that I have changed my name from Afroja Khatun to Afroja Khatun Bibi and henceforth I shall be known as Afroja Khatun Bibi in all purpose, vide affidavit no 62/25 sworn before the Notary Public at Lalbagh, Murshidabad on 19/08/25. Afroja Khatun Bibi and Afroja Khatun both are same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ২২/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৮৭৪ নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Paswan S/o. Ram Khelawan Paswan ও Ramchandra Pashoyan S/o. Ram Khelaoban Pashoyan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

PUBLIC NOTICE

I, Sarmistha Paul, wife of Ashis Kishore Paul, residing at FL-G904, Rail Vihar, AF Block, Street No. 64, Kolkata, North 24 Parganas, West Bengal – 700156 have changed my name and shall henceforth be known as Sharmistha Paul as declared before the Notary Public Bidhannagar Court (24 Pgs. North/W.B.) vide Affidavit No. 01/2025 Dated 22.08.2025. Sarmistha Paul & Sharmistha Paul both are the same and identical person.

নাম-পদবী

আমি Absos Ali Biswas, S/o- Late- Bimal Biswas গত ইং ১৯/০৮/২৫ তাং প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নবদ্বীপ, নদীয়া এর এফিডেভিটে আমি Absos Ali Biswas ও Abses SK একই ব্যক্তি হলাম।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩শে আগস্ট। কৌশিকী অমাবস্যা তিথি, সকাল ১১/২৪ পর্যন্ত। শনিবার, ৬ই ভাদ্র। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গলর মহাদশা, বিংশোত্তরী কেতুর মহাদশা। কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সুযোগ অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মেকানিক্যাল কর্মে যারা আছেন তাদের শুভ। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের ভালো। বিদ্যার্থীদের শুভ, সুযোগ আসবে বিশেষত যারা কর্মের অনুসন্ধানে রয়েছেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আজ শ্রী শিবের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোন একজন পুরাতন বান্ধব দ্বারা উপকৃত হবেন। মাসি সম্পর্কিত কোন প্রবীণ মহিলা দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সন্তানের সাফল্যে আনন্দবৃদ্ধি। ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে, অর্থ লাভের সম্ভাবনা। যারা ঔষধের ব্যবসা করেন তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা বাড়ি তে আমপাতা টাঙান শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। মনের মধ্যে নৈরাশ্য হতাশা কেটে যাবে। এক বান্ধবীর সহযোগিতায় মনের জোর বাড়বে। ব্যাংকে এবং ইন্সুরেন্সের খোঁজখবর নিন, কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কোন প্রয়োজন হতে পারে। আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বিষয়ে সচেতন থাকুন। কোন প্রয়োজন হতে পারে। যারা পাসপোর্ট করে বিদেশে রওনা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাদের জন্য শুভ যোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

কর্কট রাশি : সুন্দর বাতাবরণ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সকালে চায়ের টেবিলে কোন পজিটিভ চিন্তাধারার বাস্তবায়িত হতে পারে। প্রবীন মহিলা মাতৃ সম্পর্কিত মাসি সম্পর্কিত তার দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি, তবে জল ভ্রমণে বাধা। শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো যারা কর্মের আবেদন করেছেন তাদের জন্য কোন নতুন পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভগবান দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র দিন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। মানসিক অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসবেন। নার্ভের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সুস্থতার দিকে আসবেন। দুশ্চিন্তা নাশ হয়ে কোন স্বজনের দ্বারা বিশেষ উপকার পাবেন। পরিবারের সহানুভূতি পাবেন, সম্মান পাবেন, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। আঞ্চলিক মানুষের সহযোগিতায় কোন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। ব্যবসায়িক একটি বড় চুক্তির সম্ভাবনা ছিল তা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : যারা বস্ত্রের ব্যবসা করেন তাদের শুভ। যারা খাদ্যদ্রব্য বা হোটেল ব্যবসায় আছেন তাদের জন্য শুভ। স্বজনের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। শিক্ষক বা অধ্যাপক দের এক নতুন সম্মান প্রাপ্তির দিন। এন জি ও তে যারা চাকরি করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বেল পাতা দিন শুভ হবে।

তুলা রাশি : ব্যবসায়িক কোনো ঋণ বিষয় দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সন্তানের কারনে, সকালবেলায় চায়ের টেবিলে বিতর্ক তৈরি হবে। রান্না করা বাজার করা, বিষয় নিয়ে পরিবারে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ। যাকে বিশ্বাস করেছিলেন তিনি সহযোগিতা নাও করতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাধা আছে, তাদের বিদ্যা ভাগ্যে ধৈর্য ধরলে, অতীব শুভ দিন আগত। ভগবান গনেশজি চরণে ১০৮ দূর্বা প্রদান করুন অতীব শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তির বাতাবরণ। সকাল বেলায় ভুল বোঝাবুঝি। কাউকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কাজটি না করে দেওয়ার জন্য, দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি এবং পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। ছবি আঁকা লেখালেখিতে যারা করেন তাদের কিছু বাধা আজকের দিন পড়বে। কর্মপ্রার্থী যারা তারা চেষ্টা করুন, হাল ছাড়বেন না। দেব দেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্ব পত্র দিয়ে দিন শুভ হবে অতীব শুভ হবে।

ধনু রাশি : বান্ধবীর সহযোগিতায় কাজটি হয়ে পড়বে। নতুন যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন, তা দেখে নেওয়া ভালো। ধৈর্য ধরলে, অপেক্ষা করলে জিনিসটি ভালো হবে। স্ত্রী বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। নারায়ণ শ্রীবিষ্ণুর চরণে, তুলসীপত্র দিলে অতীব শুভ ফল পাবেন।

মকর রাশি : দুশ্চিন্তার কালো মেঘ কেটে যাবে সন্তানের জন্য যে দুশ্চিন্তা করছিলেন, যে খবর শুধুমাত্র প্রতিবেশী জানে, আজ শুভ হবে। আইন বা মামলা তার শুভ ফল পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ভাগ্য। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আলস্য এবং নৈরাশ্য জন্য যোগাযোগে বাধা পড়বে। ব্যাংকি বা ইন্সুরেন্স এর দৌড়াদৌড়ি হবে কিন্তু তা কাজে রূপান্তরিত হবে না। আজ যেখানে যাবেন মনে করেছিলেন কিছুতেই সেখানে যাওয়া গেল না। গ্রহ বাধা রয়েছে, ধৈর্য রাখলে আগামীতে অবশ্যই শুভ দিন হবে। তামার পয়সা বট বৃক্ষের তলায় রাখুন দিনের বেলায়, শুভ হবে।

মীন রাশি : অযথা বিতর্কের মধ্যে না যাওয়া ভালো। সকাল থেকেই তর্ক বিতর্কের একটা পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি, গৃহবধূরা একটু ধৈর্য রাখলে আগামীতে শুভ সময় আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য কোন বাধা [illegible], স্কুল কলেজের ফি নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এই অশান্তি থেকে বেরিয়ে আসতে [illegible] পারবেন শুধু ধৈর্যের বলে। ওম নমঃ শিবায় এই নামে বাবা বিশ্বনাথের চরণে শুভ হবে।

(কৌশিকী অমাবস্যা তিথি সকাল, ১১/২৪ পর্যন্ত, মঘা নক্ষত্র। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবস।)

CHANGE OF NAME

I, Riya Biswas Paul D/o Parimal Biswas W/o Biswajit Paul residing at Vill- 10/35, Natun Colony, Ward no 7, Gayeshpur, P.O- Gayeshpur, P.S-Kalyani, Dist- Nadia, Pin- 741234 W.B. declare that Riya Biswas Paul D/o Parimal Biswas W/o Biswajit Paul and Riya Biswas D/o Parimal Biswas W/o Biswajit Paul is the same and one identical person vide an affidavit (Sl. no 7) of Notary Public at Kalyani, Nadia dated 21/08/25.

আমি সালেহা মন্ডল, স্বামী- রবিয়াল ওরফে রবিউল, সাং- সরাটী, পোস্ট- আলাইপুর থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১২৪৫, গত ১৯/০৭/২০২৫ তাং Before The Notary Public Kalyani Nadia কোর্টের Affidavit বলে আমি সালেহা মন্ডল ও সালেমা খাতুন এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি শ্রী সুশীল কুমার সরকার, পিতা মৃত কুমুদ রঞ্জন সরকার, ঠিকানা-কলেজপাড়া, গুপ্ত বহরমপুর রোড নোটারি পাবলিক রানাঘাট কোর্ট, নদিয়া পশ্চিমবঙ্গ এর এফিডেভিট দ্বারা সুশীল সরকার নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নং 35AA 193771 তারিখ 21st August 2025 সুশীল কুমার সরকার ও সুশীল সরকার একই ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, MOHAMMAD SAKIB S/O Late Iftekhar Ahmad residing at Flat No. 4B, Block-II, Shyam Residency, New Chord Road, Near Power House, P.O. - Shyamnagar, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743127 do hereby declare vide affidavit serial no. 190 dated 18.08.2025 in the court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Barrackpore that my actual and correct name is MOHAMMAD SAKIB and it is recorded in my Aadhar Card but in my passport no. U4862955, my name has been wrongly recorded as MOHAMMAD SAKIB LARI. MOHAMMAD SAKIB and MOHAMMAD SAKIB LARI is the same and one identical person.

CHANGE OF SURNAME

I, Rinki Choudhury presently, inspast I was Rinki Ghosh, daughter of Budhadev Choudhury, residing at Vill+P.O.- Jhorehat, P.S. Sankrail, Dist-Howrah-711302. Due to some issues I divorced my husband Sanjib Ghosh and I have changed my husband's title. For now on I will be known by Rinki Choudhury declared the Notary 1st Court at Executive Magistrate Sadar Howrah Affidavit No. 12087/25 dated 31st July, 2025. Now Rinki Ghosh (Old Name) and Rinki Choudhury (New Name) both are same and identical person.

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল বিশ্বনাথ নন্দী, পিতা- মৃত হরিপদ নন্দী, ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজায় গত ইংরাজি ১০.০৫.২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৩০ নং আমমোক্তার বলে মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জী ও মধুশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের পক্ষে এবং গত ইংরাজি ০৪.০৪.২০১১ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৭ নং আমমোক্তার বলে দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জীর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার গুরুপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৫৩ নং শিমুলতলা মৌজায় আর.এস. ৮৪ ও এল.আর. ৯০, ৬৬৬, ৬৯৮, ৭০৫, ৮৭১ নং খতিয়ান হইতে এল.আর. ২৪৬ নং দাগে ৩৩ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি। উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার আভিযোগ থাকলে অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Bidesh Pramanik, Advocate
KRISHNANAGAR JUDGE'S COURT

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা যথাক্রমে শুভময় কোলে, পিতা- নিমাই চন্দ্র কোলে, আকাশ কোলে, পিতা- পরেশ চন্দ্র কোলে এবং ঋজু কোলে ও শুভঙ্কর কোলে, উভয়ের পিতা- শ্রী রমেশ চন্দ্র কোলে, সর্ব সাং- লক্ষ্মীপাড়া, পোঃ+থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান। আমরা নিম্ন তপশিলভুক্ত লক্ষ্মীপাড়া 3 নং গহক মৌজায় Deed No. 3589/2005 এবং 3590 নং দলিলের বিনিময়ে সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকি। উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়দাতা যথাক্রমে গৌতম কুন্ডু, পিতা- শ্যামসুন্দর কুন্ডু এবং ব্রজ গোপাল কুন্ডু, পিতা- শ্যামসুন্দর কুন্ডু Book No. IV 56/1985 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলবৎ করিয়া উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের 30 দিনের মধ্যে B.L.&L.R.O. পূর্বস্থলী-১ অফিসে যোগাযোগ করিবেন; অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

তপশিল

মৌজা- লক্ষীপাড়া 170, গহক 168, দাগ নং- 335, 1584, পরিমাণ- 66 শতক, 69 শতক।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **ভাস্কর ডেভিড ওঃ ভাস্কর দেব ডেভিড** পিতা জর্জ আলফ্রেড ডেভিড, সাকিম আখনবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয় বিগত ইংরাজী ০৩/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-00125/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী দিলীপ রাম কাহার**, পিতা যখন রাম কাহার, সাকিম রবীন্দ্রনগর কালীতলা, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল, দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)বিগত ইংরাজী [illegible] তারিখে সম্পাদিত ও [illegible] তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-05278/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী টুম্পা ঢালি**, স্বামী স্বপন ঢালি, সাকিম [illegible], রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি ও ২)I-05242/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী মৌসুমী মন্ডল**, স্বামী শ্রী সুভাষ মন্ডল, সাকিম [illegible], হুগলী-[illegible], মহাশয়াকে ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ১৭ বর্গফুট সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, জে.এল. নং ১৬, হাল এল.আর. ৬০৮২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৯০ তথা হাল এল.আর. ৩৩৬ নং দাগে বাস্তু জমি ১)I-05278/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ০১ কাঠা ০২ ছটাক ০৯ বর্গফুট সম্পত্তি ও ২)I-05242/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ০১ কাঠা ১৪ ছটাক ১৭ বর্গফুট বা ৩.১৩ শতক সম্পত্তি উক্ত দুইটি বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রীমতী টুম্পা ঢালি**, স্বামী স্বপন ঢালি ও **২)শ্রীমতী মৌসুমী মন্ডল**, স্বামী শ্রী সুভাষ মন্ডল তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি **শ্রী উৎপল খোরট**, পিতা অজিত খোরট, সাকিম বাদিষ্টা, পোড়াবাজার, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ নিবাসী, বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১)I-09136/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **হাসেম মল্লিক ওরফে হাসেম আলি মল্লিক** পিতা আহম্মদ মল্লিক ওরফে আহম্মদ আলি মল্লিক সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, ও ২)I-09134/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **জেন্নেতারা সরকার ওরফে জিন্নাত আরা বেগম**, স্বামী সেখ নাসির, পিতা মরহুম ইদ্রিশ আলি সাকিম পদুয়া, কারিচা, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় আমাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২০/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6595/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ফরজানা খাতুন** স্বামী মহঃ আসলাম, সাকিম ৪ আফতাব উদ্দিন মুন্সি লেন, হাওড়া-৭১১১০১, মহাশয়াকে ৭.৪২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঘটমপুর, ৪২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১৭১ ও ২৯৭ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৪৭৩ তথা হাল এল.আর. ২০৮৬ নং দাগে, শালি জমি, ষোল আনায় ৪৪ শতকের মধ্যে ০.৬২৫০ অংশে ২৭ শতক তন্মধ্যে ৭.৪২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **ফরজানা খাতুন** স্বামী মহঃ আসলাম, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী উৎপল খোরট (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **হাসেম মল্লিক ওরফে হাসেম আলি মল্লিক** পিতা আহম্মদ মল্লিক ওরফে আহম্মদ আলি মল্লিক সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয় বিগত ইং ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-09136/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**শ্রী উৎপল খোরট**, পিতা অজিত খোরট, সাকিম বাদিষ্টা, পোড়াবাজার, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 20/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6596/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী অনিতা সাউ** স্বামী শ্রী মানিক সাউ, সাকিম ২/৫ বৈরাগীপাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ২২, কদমতলা, হাওড়া-৭১১১০১ মহাশয়াকে ৬.৬০ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ঘটমপুর, ৪২ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১৭১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৪৭৩ তথা হাল এল.আর. ২০৮৬ নং দাগে, শালি জমি, ষোল আনায় ৪৪ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ২২ শতক তন্মধ্যে ৬.৬০ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী অনিতা সাউ** স্বামী শ্রী মানিক সাউ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি-**শ্রী উৎপল খোরট (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা পম্পা রায় চৌধুরী দীং এর আমমোক্তার (আমমোক্তার দলিল নং- 2168/2025, A.D.S.R নবদ্বীপ অফিস) সৌম্য ব্যানার্জীর হইতে নিম্নলিখিত দলিল নং মূলে খরিদ করিয়া নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিতে দিয়াছি। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামে নাম পত্তন হইলে কোন আপত্তি কার্যকর হইবে না। (১) তনুশ্রী নাথ, পিতা- ৺সুধীরকুমার নাথ, বুড়ো শিবতলা রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া, তপশীল ১৬ নং এম এম চন্ডীদাস রোড, ২ নং ওয়ার্ড, নবদ্বীপ মৌজা, ২০ নং নবদ্বীপ খতিয়ান এল.আর. ১৩৮৪০ দাগ নং এল. আর. ৫৯৩৪, পরিমাণ ৩.১৬ শতক, দলিল নং- ২৪৯৩/২০২৪ (২) তনুশ্রী নাথ, পিতা- ৺সুধীর নাথ এবং শ্রুতি দেবনাথ, মাতা- তনুশ্রী নাথ উভয়ের সাং- এম এম চন্ডীদাস রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া, তপশীল ১৬ নং এম এম চন্ডীদাস রোড, ২ নং ওয়ার্ড, নবদ্বীপ, মৌজা ২০ নং এল.আর. খতিয়ান ১৩৮৪০ এল.আর. দাগ নং- ৫৯৩৪. জমির পরিমাণ- ০.৭৯ শতক ও এল.আর. ৫৯৩৫ দাগে ২.৫৭ শতক দলিল নং ৪৩৫/২০২৫ (৩) রাজীব হালদার, পিতা- অসীম হালদার এবং প্রিয়াঙ্কা দেবনাথ, পিতা- সুধীর দেবনাথ উভয়ের সং বুড়ো শিবতলা রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া, তপশীল ১৬ নং এম এম চন্ডিদাস রোড ২ নং ওয়ার্ড, নবদ্বীপ, মৌজা- ২০ নং নবদ্বীপ এল.আর. খতিয়ান ১৩৮৪০ এল.আর. দাগ নং ৫৯৩৪, পরিমান- ১.০৫ শতক ও এল.আর. দাগ ৫৯৩৫, পরিমাণ ২.৩১ শতক, দলিল নং ৩৭৬২/২০২৪

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলগণ ১। লক্ষ্মী দাস স্বামী- কুশীনাথ দাস ও ২। চৈতালী দাস স্বামী শ্রী বাপ্পা দাস, উভয়ের সাং শ্রীপতিপুর, পোঃ-ইলাহিপুর, থানা-হরিপাল, জেলা- হুগলী। উক্ত লক্ষ্মী দাস ও চৈতালী দাস উভয়েই গত ইং ২৬/০৪/২০২৪ তারিখে হরিপাল এ.ডি.সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের রেজিষ্ট্রীকৃত ১৫৫৪ নং দলিলমূলে দীপ্তি ঘোষের স্বত্বীয় শ্রীপতিপুর মৌজায় ১৫৫৮ নং দাগের অন্দরে ৪ শতক জমি ওনার পক্ষে গত ইং ২০১৬ সালের রেজিষ্ট্রীকৃত ৬৪ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দীপক ঘোষ মন্ডলের স্বাক্ষরিত দলিলমূলে খরিদ করিয়াছেন।

এমতাবস্থায়, উক্ত পাওয়ারনামার উপর ভিত্তি করিয়া আমার মক্কেলের নাম বরাবর কোনো মিউটেশান হইলে তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় এক তরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
Lakshman Pal
Advocate
Reg No- WB-1593/2015

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ২১/এ বাগবাজার রোড নিবাসী **শ্রী শেখর জীতেন চক্রবর্ত্তী ওরফে শেখর চক্রবর্ত্তী**, পিতা মৃত জীতেন রজনিকান্ত চক্রবর্ত্তী ওরফে জীতেন চক্রবর্ত্তী,২৫ কে.জি.আর. পথ নর্থ,কাঁচরাপাড়া নিবাসী **শ্রী সুব্রত দাস** পিতা শান্তিরঞ্জন দাস, লেলিন সরনী, কাঁচরাপাড়া নিবাসী **শ্রী সৌমেন পাল**, পিতা – রথীন পাল ও রুদ্দাল সিং রোড **নিবাসী শ্রী অরুণ কুমার গুপ্ত**, পিতা - রাম চন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত মহাশয়গণ বিগত ইং ২৩/১২/২০২১ তারিখে হুগলী ডি.এস.আর.১ নং অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১২২৬২/২১ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী স্বপন ভৌমিক**, পিতা মৃত দীনেশ ভৌমিক, সাকিম - মগরা স্টেশন রোড, মগরা, হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮, মহাশয়কে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। <u>তপশীল:</u> জেলা - হুগলী, থানা – মগরা, মৌজা - নাকসা, জে. এল. নং - ১৬, হাল এল.আর. ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ও হাল এল.আর ৯৯৪ নং দাগে শালি জমির পরিমান ১২৩.৫৬ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে বড়পাড়া ১০৩১/এ/৩ কালীতলা, ত্রিবেণী, হুগলী নিবাসী **শ্রীমতী শীলা বর্মন**, স্বামী - মিহির বর্মন মহাশয়াকে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ১২৩.৫৬ শতক সম্পত্তি মধ্যে ২ কাঠা সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন, আমার মক্কেল (A.D.S.R. CHINSURAH)অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- ৫৩৪৯/২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে **শীলা বর্মন** মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। তৎপরে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ১২৩.৫৬ শতক সম্পত্তি মধ্যে ২ কাঠা সম্পত্তি শিবপুর মেন রোড,ত্রিবেণী, হুগলী নিবাসী **১)শ্রী রাজদ্বীপ ঘোষ**, পিতা - অমিত বরন ঘোষ, **২)শ্রীমতী তৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী**, স্বামী - রাজদ্বীপ ঘোষ মহাশয়া ও মহাশয়াকে (A.D.S.R. CHINSURAH) অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-১৩৮৯২/২০২৪ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়া বিক্রয় করিয়া দেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শীলা বর্মন, রাজদ্বীপ ঘোষ ও তৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী**, উক্ত তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী তুলসী দাস দাস** পিতা ৺ফকির চন্দ্র দাস, সাকিম ভোদো, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয় বিগত ইংরাজী ১২/০৭/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-03469/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী মনজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি, সাকিম কানাগড়, চুঁচুড়া, দক্ষিণ নলডাঙ্গা, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল, দুইটি পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)বিগত ইংরাজী ১৯/০৬/২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ও ০৮/০৭/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-07494/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী মহাদেব মালাকার** পিতা মনোরঞ্জন মালাকার, সাকিম ১নং কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ০১ কাঠা ১১ ছটাক ৩০ বর্গফুট সম্পত্তি এবং ২)বিগত ইংরাজী ১৭/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-10137/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রী দিলীপ দাস** পিতা ৺নিতাই দাস, সাকিম চক নতুনপাড়া, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২ মহাশয়কে ০১ কাঠা ১০ ছটাক ৩২ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **শ্রী দিলীপ দাস** মহাশয় তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইংরাজী ২৭/০৯/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-11584/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে **শ্রীমতী শ্যামলী বিশ্বাস** স্বামী ভবরঞ্জন বিশ্বাস, সাকিম কানাগড় অরবিন্দ পল্লী, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াকে উক্ত ০১ কাঠা ১০ ছটাক ৩২ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা আকনা, জে.এল. নং ১৪, হাল এল.আর. ২৩০ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৩২২ তথা হাল এল.আর. ৩৭৪ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ৩৬ শতকের মধ্যে ১)I-07494/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ০১ কাঠা ১১ ছটাক ৩০ বর্গফুট ও ২)I-10137/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিলমূলে ০১ কাঠা ১০ ছটাক ৩২ বর্গফুট, একুনে দুইটি বিক্রয় কোবাল দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১) শ্রী মহাদেব মালাকার** পিতা মনোরঞ্জন মালাকার, ও **২) শ্রীমতী শ্যামলী বিশ্বাস** স্বামী ভবরঞ্জন বিশ্বাস, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল **শ্রী রাজু গুপ্তা**, পিতা - মতি চাঁদ গুপ্তা, সাকিম - শিবপুর হাজরাপাড়া, পোস্ট – ত্রিবেণী, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন – ৭১২৫০৩, মহাশয় বিগত ইং ৩০/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–০১২৩০/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলে বাঁশবেড়িয়া মহাকালীতলা লেন নিবাসী **১)রীনা মাইতি ২) কুমারী শ্রীজিতা মাইতি**, ১এর স্বামী ২এর পিতা - মৃত সরোজ কুমার মাইতি, মহাশয়াগনের থেকে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ১নং দফা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হন ও তৎপরে বিগত ইং ২২/০৪/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I–০৪৭৫৬/২০২৫ নং আমমোক্তারনামা দলিলে বাঁশবেড়িয়া মহাকালীতলা লেন নিবাসী **১)শিখা মাইতি ২) শুভজিৎ মাইতি** ১এর স্বামী ২এর পিতা - মৃত মনোজ কুমার মাইতি, মহাশয়াগনের থেকে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ২নং দফা ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হন। <u>তপশীল:</u> জেলা - হুগলী, থানা - মগরা, মৌজা - বাঁশবেড়িয়া, জে.এল. নং –৫৩, ১নং দফা II- আর.এস. ১২৯০ ও হাল এল.আর. ৩৫১৯ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ১৩৯১ ও হাল এল.আর ১৭০২ নং দাগে বাস্তু জমির পরিমান ০.০১২৫ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। ২ নং দফা II -আর.এস. ১২৯০ ও হাল এল.আর. ১২৮/১ নং খতিয়ানভুক্ত, আর.এস. ১৩৯১ ও হাল এল.আর ১৭০২ নং দাগে বাস্তু জমির পরিমান ০.০১৩ একর সম্পত্তি আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিটি বিক্রয় করিবার ঘোষণা করিলে গ্যাঞ্জেস জুটমিল কলোনী ওল্ড লাইন রুম নং ৬৪৪ নিবাসী **শ্রী রাহুল কাহার**, পিতা - শ্রী রবিচাঁদ কাহার মহাশয়কে আমার মক্কেলের প্রাপ্ত ০.০২৫ একর সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-০৭৭৯৬/২০২৫ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিলে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা রাহুল কাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

রবিবার সাঁতরাগাছি ও বিদ্যাসাগর সেতু এলাকায় ট্রাফিক বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী রবিবার, ২৪ অগস্ট সকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাঁতরাগাছি ও বিদ্যাসাগর সেতু সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচলে বড়সড় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্স সাঁতরাগাছি বাস টার্মিনাসের কাছে কোনা এক্সপ্রেসওয়েতে স্টিল পোর্টাল বিম বসানো এবং বিদ্যাসাগর সেতুতে কেবল বদলানোর কাজ হবে। সেই কারণে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে জনস্বার্থে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কোলাঘাটমুখী গাড়ি (পণ্যবাহী ছাড়া) কাজীপাড়া, জিটি রোড, আন্দুল রোড হয়ে ধুলাগড়, রানিহাটি হয়ে জাতীয় সড়ক ১৬ ধরতে পারবে। অন্যদিকে, কোলাঘাট থেকে কলকাতাগামী যানবাহন কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ও দ্বিতীয় হুগলি সেতু ব্যবহার না করে ধুলাগড়, সালাপ, পাকুরিয়া হয়ে বিবিসিআর ব্রিজ পেরিয়ে নিবেদিতা সেতু ব্যবহার করতে পারবে।

ডানকুনি থেকে কলকাতাগামী গাড়িগুলোকেও বিকল্প হিসেবে নিবেদিতা সেতুর দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। কলকাতা থেকে হাওড়ামুখী যানবাহনের জন্য দ্বিতীয় হুগলি সেতুর বদলে হাওড়া ব্রিজ বা নিবেদিতা সেতু ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ছোট গাড়ি সাঁতরাগাছি স্টেশনমুখী হলে নির্দিষ্ট রাস্তায় আংশিক ছাড় দেওয়া হবে।

ট্রাফিক দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ জারি থাকবে। যাত্রীদের আগেভাগে রওনা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে খুলল ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র'র ৬৩ তম শাখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র'র ৬৩ তম শাখা ও কলকাতায় ৬৫ তম শাখা খুলল। ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের এই শাখাটি অত্যাধুনিক ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করবে এবং স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নেও অবদান রাখবে।

ব্যাংকের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রাহকদের অর্থনৈতিক দিক জোরালো করা। নতুন শাখাটি উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়া কোটরুং পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, এছাড়া ছিলেন কলকাতা জোনের জোনাল ম্যানেজার মহম্মদ শাহজীব এবং উত্তরপাড়া কোটরুং শাখার ম্যানেজার অরিজিৎ চক্রবর্তী।

এপ্রসঙ্গে কলকাতা জোনের জোনাল ম্যানেজার মহম্মদ শাহজীব জানান, আমাদের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং পরিষেবাকে পৌঁছে দেওয়া এবং সহজতর করে তোলা। কলকাতা জোনে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে লাভের খতিয়ান প্রায় ৬৬০০ কোটি, আমাদের লক্ষ্য ৭৫০০ কোটি।

গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রথম রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রথম রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়ন এর প্রথম রাজ্য সম্মেলন হয় মহাজাতি সদনে। যেখানে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও বজবজ বিধানসভার বিধায়ক, অল বেঙ্গল বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অশোক দেব উদ্বোধন করেন। এছাড়াও ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, সুজিত বোস, মানস রঞ্জন ভুঁইয়া, শশী পাঁজা, দিলীপ মণ্ডল, রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, আইএনটিইউসি সহ-সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল সহ অন্যরা। সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুকদেব নস্কর জানান, রাজ্য সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন আইএনটিইউসি -র সভাপতি ঋতব্রত বন্দোপাধ্যায়, আইএনটিইউসি সহ-সভাপতি শক্তিপদ মণ্ডল।

মোদীর গ্যারান্টি বিকশিত বাংলা

■ প্রথম পাতার পর

তিনি অভিযোগ করেন, বিগত ১১ বছরে কেন্দ্র থেকে বাংলার জন্য তিন গুণ বাজেট বরাদ্দ হলেও তার সিংহভাগ রাজ্যের শাসক দল লুট করেছে। 'যে টাকা বাংলার মানুষের জন্য পাঠানো হয়, তা তৃণমূল ক্যাডারদের জন্য খরচ হয়,' বলে ক্ষোভ উগরে দেন মোদী। তাঁর বক্তব্য, অসম ও ত্রিপুরায় বিজেপি সরকার আসার পর গরিবকল্যাণে প্রকৃত সুবিধা পৌঁছেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূলের জন্য পিছিয়ে পড়েছে।

মোদীর সাফ হুঁশিয়ারি, 'তৃণমূল গেলে তবে আসল পরিবর্তন আসবে।' স্বাধীনতার পর কংগ্রেস ও বামপন্থী শাসনের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, মানুষ পরিবর্তনের জন্য তৃণমূলকে সুযোগ দিয়েছিল, কিন্তু দুর্নীতি ও অপরাধে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী প্রসঙ্গে মোদী কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বলেন, 'দেশের প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি করেছিলেন তিনি। যদি তাঁর ভাবনায় দেশ চলত, আজ ভারত অন্য জায়গায় পৌঁছে যেত।' বাংলার গৌরবময় অতীতের পুনর্জাগরণের ডাক দিয়ে তিনি বলেন, 'আমাদের আওয়াজ তুলতে হবে, তৃণমূলকে সরাও, বাংলাকে বাঁচাও।'

অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি গর্বের সঙ্গে জানান, সীমা পেরিয়ে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানকে শিক্ষা দিয়েছে। আত্মনির্ভর ভারতের সাফল্যে বাংলার অবদানও উল্লেখ করেন। ইছাপুরের অস্ত্র কারখানার নবজাগরণকে তুলে ধরে বলেন, 'আপনারা বিজেপিকে একবার সুযোগ দিন, দমদম ফের শিল্পে উন্নত হবে। বিকশিত বাংলা, মোদীর গ্যারান্টি।'

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৩ অগস্ট ২০২৫, ৬ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার

এসএসসি পরীক্ষার দিন বদল হচ্ছে না, জানাল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৫-এর স্কুল সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষা কবে হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরই। এরপর শুক্রবার জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয় রাজ্যে ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বরই এসএসসি লিখিত পরীক্ষা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো জেলাশাসকদের বৈঠকে এমনই স্পষ্ট বার্তা দিতে দেখা যায় মুখ্য সচিবকে। পাশাপাশি নবান্ন সূত্রে এও জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো দশ দিন সময় বাড়ানো হচ্ছে ফর্ম ফিলাপের। এই দশ দিনের মধ্যে যাঁরা আবেদন করবেন তাঁদের একদিনের মধ্যেই অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে। শনিবার থেকে আগামী ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো আবেদন পত্র নেওয়া হবে অনলাইনে। তারপর যাঁরা আবেদন করবেন তাঁদের একদিনের মধ্যেই অ্যাডমিট কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা নিয়ে শুক্রবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্য সচিব। এই বৈঠকেই জানানো হয়, ৭ ও ১৪ই সেপ্টেম্বরের পর আর কোনও দিন পাওয়া যাচ্ছে না পরীক্ষা নেওয়ার। কারণ, তারপর পুজোর ছুটি পড়ে যাবে। এদিকে আবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। তাই লিখিত পরীক্ষার দিন বদল সম্ভব নয়। কমিশনকে সেই মনোভাব স্পষ্ট করে দিল রাজ্য।

পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে, রাজ্য জুড়ে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন এসএসসি শিক্ষক নিয়োগের জন্য। দুই পরীক্ষার দিনেই পর্যাপ্ত পরিবহণ ব্যবস্থা রাখতে হবে বলেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য সচিব। এই বিষয়ে রেলকেও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে।

ভাতা বৃদ্ধি, বকেয়া ইনসেন্টিভের দাবিতে কালীঘাট অভিযান আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভাতা বৃদ্ধি, বকেয়া ইনসেন্টিভের দাবিতে দীর্ঘদিন থেকেই রাস্তায় আশাকর্মীরা। এবার এই আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে কালীঘাট অভিযানে তাঁরা। আর এই অভিযান ঘিরে রাসবিহারীতে শুরু হয় জমায়েত। ওঠে স্লোগান। শুধু কলকাতা নয়, রাজ্যের নানা জায়গা থেকে ভিড় জমে আশা কর্মীদের। দুপুরের মধ্যেই সংখ্যাটা কয়েক হাজারে পৌঁছে যায়। যার জেরে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা রাসবিহারী চত্বর। বর্তমানে আশা কর্মীরা মাসে ৫ হাজার ২৫০ টাকা করে পেয়ে থাকেন। তা বাড়ানোর জন্য দীর্ঘদিন থেকেই দাবি জানিয়ে আসছেন আশা কর্মীরা। শুক্রবার এই ইস্যুতে ফের একবার সোচ্চার হতে দেখা গেল আশা কর্মীদের। রাস্তার একাংশ অবরুদ্ধ করে চলে প্রতিবাদ। ফের একবার সামনে আনা হল ১০ দফা দাবি। আশা কর্মীদের অভিযোগ, গত চারমাস ধরে তাঁদের ইনসেন্টিভ বকেয়া রয়েছে। তাই তা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ারও দাবিতে সরব হন তাঁরা। তাঁদের আরও দাবি, তাঁদের চাকরির নিশ্চয়তা পাকা করতে হবে।

ভাঙল শতাব্দী প্রাচীন গাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাতভর প্রবল বৃষ্টির জেরে শুক্রবার সকালে ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অন্তর্গত পার্ক রোডে ভেঙে পড়ল সুবিশাল শতাব্দী প্রাচীন একটি গাছ। রাস্তার ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় পার্ক রোডে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। গাছ ভাঙার খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছয় ব্যারাকপুর থানার পুলিশ, ব্যারাকপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের আধিকারিকরা, বিপর্যয় মোকাবিলা দলের সদস্যরা, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কর্মীরা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় রাস্তার ওপর পড়ে থাকা গাছটি কেটে পরিষ্কার করা হয়। তারপরই পার্ক রোড দিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

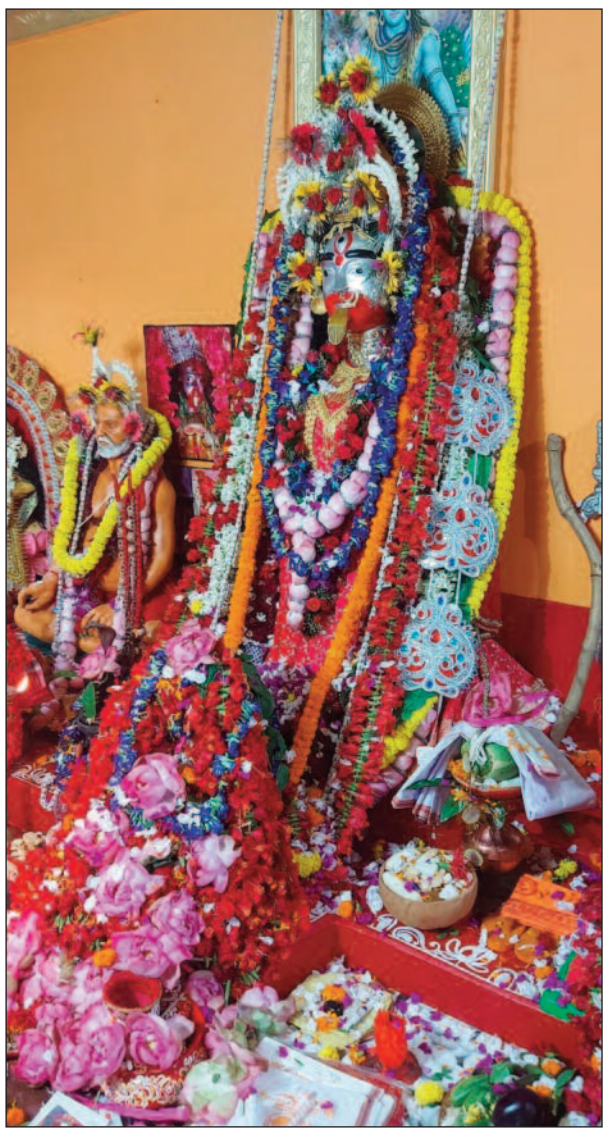

কৌশিকী অমাব্যসা উপলক্ষে মা তারার পুজো।

ফের শহরে প্রশ্নের মুখে প্রবীণ দম্পতিদের নিরাপত্তা!

পঞ্চসায়রে মুখে সেলোটেপ বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিউ গড়িয়া সুপার মার্কেটের পঞ্চসায়র থানা থেকে ৫০০ মিটার দূরের একটি আবাসন থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার দেহ। মৃতের নাম বিজয়া দাস (৭৪)। পুলিশ জানায়, শুক্রবার সকালে ঘরের ভিতরে হাত-পা বাঁধা রক্তাক্ত অবস্থায় বিজয়া দেবী দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর মুখে সেলোটেপ লাগানো ছিল। তাঁর গয়নাও গায়েব। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পঞ্চসায়র থানার পুলিশ।

পুলিশ জানায়, নিউ গড়িয়ার ওই আবাসনে বৃদ্ধ দম্পতি বিজয়া দাস ও প্রশান্ত কুমার দাস থাকতেন। ৮০ বছরের প্রশান্তবাবু খুব অসুস্থ। তিনি শয্যাশায়ীও। বৃহস্পতিবার রাতে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। পুলিশ তাঁকে সুস্থ অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে বাড়ির পরিচারিকা এসে অনেকবার ডাকাডাকি করেন। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় তাঁর সন্দেহ হয়। এর পরে তিনি স্থানীয়দের ডেকে আনেন। স্থানীয়রা দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে ঢুকতেই দেখেন হাত-পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধার দেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, স্থানীয় বাসিন্দারা বৃদ্ধাকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বাড়ির

আলো ও দরজার বাইরে সিসিটিভির তার কাটা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। পঞ্চসায়র থানার পুলিশ সূত্রের খবর, কে বা কারা বৃদ্ধাকে খুন করল বা কেন খুন করল তার কারণ জানার চেষ্টা করতেই বেশ কিছু তথ্য হাতে আসে পুলিশের।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, দম্পতির ছেলে থাকেন মুম্বইয়ে, মেয়ে জার্মানিতে। আর নিউ গড়িয়ার বাড়িটির একতলায় থাকতেন তাঁরা। সঙ্গে এও জানতে পারে, বাড়ির পিছনের দরজা খোলা ছিল। খুনিরা সেই পথেই ঢুকেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি বৃদ্ধ দম্পতির দেখাশোনার জন্য এক আয়াকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, সম্পত্তির লোভে বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে হামলা চালিয়েছে দুষ্কৃতীরা। কিন্তু কে বা কারা এই কাজের সঙ্গে জড়িত সেটা স্পষ্ট নয় এখনও। হামলা দু'জনের ওপর হয়েছে সেটা অবশ্য পরিষ্কার। বৃদ্ধার মৃত্যু হলেও বৃদ্ধ কোনও রকমে বেঁচে গেছেন। এখন তিনিই ঘটনার তদন্তে সবথেকে বেশি সাহায্য করতে পারেন তদন্তকারীদের।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে প্রতি দিনের মতো পরিচারিকা বাড়ির কলিং বেল বাজালেও কোনও সাড়া পাননি। বারবার ডাকাডাকি করেও বাড়ির ভেতর থেকে সাড়া না মেলায় খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা এও জানান, কিছুদিন আগে হাসপাতাল থেকে ফেরার পর থেকেই অসুস্থ দম্পতি ঘরবন্দি ছিলেন। তাঁদের অসহায়তার সুযোগই নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি পুলিশ এও মনে করছে, বৃদ্ধ যদি সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর বয়ান নথিভুক্ত করা যায়, তবে রহস্যের জট অনেকটাই খুলতে পারে।

স্নাতক স্তরে ভর্তি শুরু, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ৭ মে। তারপর কেটে গিয়েছে সাড়ে তিন মাস। এদিকে কলেজে ভর্তি শুরু হয়নি কেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সর্ব স্তরেই। রাজ্যের শাসকদলকে বিঁধেছে বিরোধীরা। অবশেষে শুক্রবার ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট স্থগিতাদেশ দিতেই স্নাতকস্তরেও কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তির পোর্টালে মেধাতালিকা প্রকাশিত হল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তা জানান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সঙ্গে এও জানান, শুক্রবার থেকেই অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্রাত্য বসু লেখেন, 'স্নাতকস্তরে কেন্দ্রীয় অনলাইন ভর্তির পোর্টালে শুক্রবার প্রথম মেধাতালিকা প্রকাশিত হল। আইনি জটিলতায় মেধাতালিক প্রকাশ আটকে থাকায় ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মতো আমরাও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলাম। মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৬৬৭ জন বৈধ আবেদনকারীকে আমরা ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৪৬০টি কলেজের ৭ হাজার ২৩২টি বিষয়ের ৪ লক্ষ ২ হাজার ৫৫৭টি আসন আমরা প্রাথমিক তালিকায় বণ্টন করেছি তাদের পছন্দের ভিত্তিতে।' এরপরই তিনি বলেন, 'শুক্রবার থেকেই কলেজগুলিতে অনলাইনে ভর্তি চালু হয়ে গিয়েছে এই মেধাতালিকার ভিত্তিতে। প্রথম দফায় যা ২৫ অগস্ট পর্যন্ত চলবে। স্নাতকস্তরে নতুন পথচলা শুরুর সন্ধিক্ষণে সকল ছাত্রছাত্রীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।'

এদিকে সূত্রে খবর, এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ২৮৬ জন। পাশের হার ৯০.৭৯ শতাংশ। সাড়ে তিনমাস পরও স্নাতকস্তরে ভর্তি শুরু না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিভাবকরা। পাশাপাশি বিরোধীরাও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে।

ঘূর্ণাবর্ত ও মৌসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলায় প্লাবনের সম্ভাবনা দক্ষিণে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণাবর্তর দোসর মৌসুমি অক্ষরেখা। এদিন দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর উপকূল ও পশ্চিমের ৮ জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতার পাশাপাশি কলকাতা-সহ ৪ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। পাশাপাশি মঙ্গলবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির ইঙ্গিত। ফলে বহু এলাকা নতুন করে জলমগ্ন হতে পারে। বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে আবার নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। সোমবারের মধ্যে এটি নিম্নচাপে পরিণত হবে। এদিকে আলিপুর আবহাওয় দপ্তর সূত্রে খবর, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া রাজ্য জুড়ে। গত ২৪ ঘণ্টায় সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে বীরভূম ও পুরুলিয়া জেলায়। তার মধ্যে পুরুলিয়া জেলায় ৩১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। বীরভূমের নানুর ও কিন্নাহারের ২০৭ ও ২১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে গত ২৪ ঘণ্টায়। আগামী ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ শুক্র থেকে শনিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার কয়েকটি অঞ্চলে। এদিকে এই একটানা ভারী বৃষ্টির জেরে ক্রমশ বদলাচ্ছে জেলার বন্যা পরিস্থিতি। আর তা নিয়ে জেলাগুলিকে সতর্ক করল নবান্ন। সতর্ক করা হয়েছে বীরভূম, বাঁকুড়া হুগলির জেলাশাসকদের। অন্যদিকে বোঝার ওপর শাকে আঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিহারের দক্ষিণ ও পূর্বদিকের জেলাগুলিতে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস। শনিবার ঝাড়খণ্ডেরও একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। এর জেরে দামোদর, অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদীর জলস্তর বাড়বে বলেই আশঙ্কা ও সেক্ষেত্রে নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। উঁচু এলাকাগুলিও প্লাবিত হতে পারে।

আলিপুর আবাহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, ঘূর্ণাবর্ত ও মোসুমি অক্ষরেখার জোড়া ফলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে কলকাতা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়ায়। অন্যদিকে এদিন উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে

৮ জেলায় কমলা সতর্কতা জারি

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে। রবিবার দক্ষিণে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। উত্তরে রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পংয়ে।

এর পাশাপাশি বৃহস্পতি থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা গোটা দক্ষিণবঙ্গ প্রবল বর্ষণের সাক্ষী থেকেছে। এই তালিকা থেকে বাদ পড়েনি কলকাতাও। শুধু পানাগড়েই বৃষ্টি হয়েছে ১৮৮ মিলিমিটার। বর্ধমানে ১১২ মিলিমিটার। সাগরদ্বীপে ১০৬ মিলিমিটার। বহরমপুরে ১০২ মিমি। ক্যানিংয়ে ৮০ মিমি। বাঁকুড়ায় ৭৬ মিলিমিটার। আসানসোলে ৬৮ মিলিমিটার।

অন্যদিকে সমুদ্র উত্তাল থাকার কারণে ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দপ্তর। ২৩ অগস্ট পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা থাকছে। এদিন সকালে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃহস্পতিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ থেকে ৯৮ শতাংশের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ৩১.৪ মিলিমিটার।

মেট্রো প্রকল্পে তৃণমূলের দাবিকে নস্যাৎ, কৃতিত্ব মোদী সরকারের: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে তিনটি নতুন মেট্রো রুটের উদ্বোধন ঘিরে রাজনৈতিক তরজা চরমে। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের কৃতিত্ব দাবি সরাসরি খারিজ করেছেন।

তিনি লেখেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন কিছু ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করলেও ইউপিএ আমলে দুর্নীতি ও বিলম্বে প্রকল্পের অগ্রগতি হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর রাজ্য প্রশাসনের অ-সহযোগিতা, জমি অধিগ্রহণ ব্যর্থতা ও ইচ্ছাকৃত জটিলতার কারণে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর শিয়ালদহ, ধর্মতলা অংশ এক দশক আটকে ছিল। তাঁর বক্তব্য, নিউ গড়িয়া, এয়ারপোর্ট করিডরের চিংড়িঘাটা অংশে ভায়াডাক্ট বসানোর জন্য কলকাতা পুলিশ সবুজ সংকেত দিলেও রাজ্য সরকারের এনওসি মাসের পর মাস ঝুলছে। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের ব্যক্তিগত চিঠিও কার্যকর হয়নি।

অধিকারীর দাবি, মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরই প্রকল্পে গতি ফেরে। তাঁর হিসেব, ইউপিএ আমলে যেখানে গড়ে ৪,৩৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ হত, মোদী সরকারের আমলে তা বেড়ে হয়েছে ১৩,৯৫৫ কোটি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ৮৩,৭৬৫ কোটির প্রকল্প চলমান। তাঁর কথায়, এখন থেকে কলকাতা বিশ্বমানের মেট্রো সংযোগ পাচ্ছে, বিমানবন্দর থেকে প্রধান রেলস্টেশন পর্যন্ত। তৃণমূলের অবদান শূন্য, আর বাংলার প্রাপ্য দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা এবং বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পলকে শুক্রবার হাসপাতালে দেখতে পৌঁছলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার।

নতুন রুটে মেট্রো, স্বস্তি যাত্রী ভাড়ায়, নতুন গতি শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহর জুড়ে মেট্রোর বিস্তারে একের পর এক নতুন দিগন্ত খুলছে যাত্রীদের জন্য। গ্রিনলাইনে সেক্টর ফাইভ থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ১৬.৬ কিলোমিটার পথ পেরোতে সময় লাগবে প্রায় ৩২ মিনিট। সপ্তাহের সাত দিনই এই করিডরে চলবে ট্রেন। ভাড়াও রাখা হয়েছে যাত্রীবান্ধব;প্রথম দুই কিলোমিটার মাত্র ৫ টাকা, পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত ১০ টাকা এবং গোটা রুটে সর্বাধিক ৩০ টাকা।

সময়সূচিও নির্ধারিত হয়েছে অফিসযাত্রীদের সুবিধা মাথায় রেখে। সকাল ন'টা পর্যন্ত ১৫ মিনিট অন্তর মিলবে ট্রেন। ন'টার পর থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অপেক্ষা মাত্র ৮ মিনিট। দুপুর থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত ট্রেন চলবে ১০ মিনিট অন্তর। আর বিকেল ৪টা ৩০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফের মিলবে ৮ মিনিট অন্তর। শেষ পর্যায়ে, রাত ৯টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত আবারও ১৫ মিনিট অন্তর চলবে মেট্রো। অন্য রুটেও স্পষ্ট হয়েছে ভাড়া কাঠামো। ইয়েলো লাইনে এয়ারপোর্ট থেকে দক্ষিণেশ্বর ৩০ টাকা, কালীঘাট ৪০ টাকা এবং সল্টলেক স্টেশন ৫০ টাকা। অরেঞ্জ লাইনে বেলেঘাটা থেকে বরুণ সেনগুপ্ত মাত্র ৫ টাকা, রুবি ১০ টাকা এবং নিউ গড়িয়া পর্যন্ত ২০ টাকা। নতুন ভাড়া তালিকা ও সময়সূচি যাত্রীদের কাছে যেমন স্বস্তির, তেমনই শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায় আনবে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

দীর্ঘ রাজনৈতিক টালবাহানা, অচলাবস্থা ও দ্বিচারিতার সাক্ষী মহানগর

রাজীব মুখোপাধ্যায়

কলকাতা মেট্রোর ইতিহাস ভারতের গণপরিবহণের আঙিনায় গর্বের স্থান অধিকার করে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মেট্রো পরিষেবা হিসেবে ১৯৮৪ সালে যাত্রা শুরু হলেও, প্রকল্পের অগ্রগতি কয়েক দশক ধরে ছিল অত্যন্ত মন্থর। অর্ধশতাব্দীর বেশি পথচলার শেষে আজ একাধিক নতুন করিডর কার্যকর হওয়ায় শহরের যাতায়াত ব্যবস্থা নতুন মাত্রা পেয়েছে। তবে এই দীর্ঘ যাত্রাপথ শুধু উন্নয়নের নয়, রাজনৈতিক টালবাহানা, অচলাবস্থা ও দ্বিচারিতার সাক্ষীও।

সূচনা ও বাম সরকারের ভূমিকা

১৯৬৯ সালে কলকাতা মেট্রোর ধারণা প্রথম বাস্তব রূপ পায়। ১৯৭২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর এস্কেল্টন স্ট্রিট (বর্তমান নেতাজি ভবন) থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ৩.৪ কিমি পথ চালু হয়। ধীরে ধীরে দমদম, টালিগঞ্জ হয়ে নোয়াপাড়া পর্যন্ত পরিষেবা বাড়ানো হয়।

ইস্ট, ওয়েস্ট মেট্রোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল বাম সরকারের আমলে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে। প্রকল্পের নকশা, পরিবেশ পর্যালোচনা, এমনকী এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট; সবই হয়েছিল রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের অধীনে। একাধিক বাম সাংসদ ও মন্ত্রী নিয়মিত প্রকল্প এগিয়ে নেওয়ায় যুক্ত ছিলেন। সেই সময় এটিকে বলা হত রাজ্যের 'ব্রেনচাইল্ড প্রজেক্ট'।

বাধার ইতিহাস তৃণমূলের টালবাহানা

কিন্তু ২০০৯-১১ সময়কালে চিত্র পাল্টে যায়। তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি তোলেন;ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প আর রাজ্যের হাতে নয়, রেল মন্ত্রকের অধীনেই হোক। তৃণমূল এই দাবিকে কেন্দ্র করে রাজ্য-কেন্দ্র টানাপোড়েনের সূচনা করে।

এর ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ঝুলে যায়। নকশা ও রুট একাধিকবার পরিবর্তিত হয়। সল্টলেকের কয়েকটি এলাকায় জমি অধিগ্রহণ নতুন করে করতে হয়। পূর্বে অধিগ্রহণ হওয়া জমির পুনর্বিন্যাস করতে গিয়ে বছর কয়েক কাজ একেবারে থমকে যায়। অর্থ বরাদ্দ আটকে যায়, কারণ রেল ও রাজ্য একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। ফলে সরাসরি প্রকল্প পিছিয়ে যায় কয়েক বছর। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী খরচ ছিল প্রায় ৪৯০০ কোটি, যা টালবাহানার কারণে ফুলে ফেঁপে দাঁড়ায় ৮৫০০ কোটিরও বেশি।

বিভ্রান্তির প্রপোগান্ডা বনাম অতীতের বাস্তবতা

শহরের যাতায়াতে খুলল নতুন দিশা

আজ যখন তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করে; ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত, তখন ইতিহাস তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। যেদিন এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছিল, সেদিন উপস্থিত ছিলেন বাম নেতৃত্ব ও প্রণব মুখোপাধ্যায়; তৃণমূল বরং সে সময় বারবার বাধা সৃষ্টি করেছিল।

শুক্রবার রাজ্য বাম নেতৃত্ব তীক্ষ্ণ ভাষায় তৃণমূলের এই আচরণকে একেবারে 'প্যাথলজিকাল লায়ার' বলেই দাবি করেন। যেসব রাজনৈতিক কারণে একসময় ১৬ কিমির এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ষোলো বছর লেগে যায়, আজ তারাই নিজেদের কৃতিত্ব দাবি করছে।

২০১৪'এর পর গতি কেন্দ্রীয় ভূমিকা

২০১৪ সালে কেন্দ্র পরিবর্তনের পর কলকাতা মেট্রো প্রকল্পকে 'ন্যাশনাল প্রজেক্ট' ঘোষণা করা হয়। এর ফলে অর্থ বরাদ্দ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়, এবং কাজের গতি বাড়তে থাকে। একাধিক নতুন করিডর দ্রুতগতিতে বাস্তব রূপ পায়;

ইস্ট,ওয়েস্ট মেট্রো ২০২০-২৫ এর মধ্যে সল্টলেক থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত ধাপে ধাপে চালু।

জোকা-তারাতলা (পার্পল লাইন) ২০২২ সালে চালু।

নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর সম্প্রসারণ ২০২১ সালে চালু।

নিউ গড়িয়া-এয়ারপোর্ট (অরেঞ্জ লাইন) ২০২৪ সালের শুরুতে আংশিক চালু।

কেন্দ্রীয় অর্থায়ন, ধারাবাহিক মনিটরিং ও রেল মন্ত্রকের অগ্রাধিকার দেওয়াতেই প্রকল্পের অচলাবস্থা ভেঙে যায়। কলকাতা মেট্রোর অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস তাই শুধু প্রযুক্তির উন্নয়নের নয়, রাজনীতির দ্বিচারিতারও আখ্যান। একদিকে বাম আমলে পরিকল্পনার সূচনা, অন্যদিকে তৃণমূলের টালবাহানা ও মিথ্যাচার, আর শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে প্রকল্পের গতি।

অতীতের বিভাজন ভুলে আজকে যাত্রীরা যখন নতুন রুটে ওঠেন, তাঁর কাছে এটি নিছক অবকাঠামো উন্নয়ন নয়; এটি প্রমাণ, অবশেষে যার হাতে কাজ গতি পায়, প্রকৃত কৃতিত্বও তাঁরই প্রাপ্য।

সম্পাদকীয়

ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের মূল্যই কি চোকাচ্ছে মার্কিন শেয়ার বাজার?

ফের বড়সড় পতন মার্কিন শেয়ার বাজারে। গত কয়েকদিন ধরে টানা পড়ছে সূচক। তথ্য বলছে, গত চারদিনে ওয়াল স্ট্রিট থেকে উধাও হয়েছে প্রায় এক লক্ষ কোটি ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৮৭ লক্ষ কোটি টাকার কাছাকাছি। বলা বাহুল্য এর জেরে মাথায় হাত মার্কিন লগ্নিকারীদের। তাঁদের উদ্বেগ বাড়িয়ে সূচক আরও পড়ার পূর্বাভাস দিয়েছে সে দেশের একাধিক ব্রোকারেজ ফার্ম। এখন প্রশ্ন উঠছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্কনীতির মূল্যই কি এভাবে চোকাচ্ছে মার্কিন শেয়ার বাজার? এবার একবার দেখা যাক বাজারের ছবিটা।বুধবার, ২০ আগস্ট ওয়াল স্ট্রিটের বাজার বন্ধ হলে দেখা যায় এসঅ্যান্ডপি-৫০০ নেমেছে ০.২৪ শতাংশ। দিনের শেষে ৬,৩৯৫.৭৮ পয়েন্টে থামে এই সূচক। বাজারে সরচেয়ে ক্ষতির মুখ দেখেছে মার্কিন টেক জায়ান্ট সংস্থাগুলি। প্রথমেই নাম আসবে এনভিডিয়া। তারপর প্যালানটার টেকনোলজুসির মত সংস্থার।এসঅ্যান্ডপি-৫০০-এর পাশাপাশি বুধবার ন্যাসড্যাক-১০০ সূচকও ছিল নিম্নমুখী। ০.৬৭ শতাংশ পড়ে এটি চলে আসে ২১,১৭২.৮৬ পয়েন্টে। তবে ব্যতিক্রম ছিল ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজ। এতে ০.০৪ শতাংশের উত্থান ছিল।মার্কিন টেক জায়ান্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা প্যালানটার টেকনোলজুসির। মাত্র এক সপ্তাহে এই সংস্থার শেয়ার পড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। অন্য দিকে এনভিডিয়া সস্তা হয়েছে ৫ শতাংশ। এর পাশাপাশি অ্যাপ্‌ল, গুগল, অ্যামাজন, মেটা, ইন্টেলের মতো টেক জায়ান্টগুলির শেয়ার দর ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত পড়েছে। ওয়াল স্ট্রিটের এই হালের নেপথ্যে একাধিক কারণ উঠে আসছে। আর্থিক বিশ্লেষকদের সিংহভাগেরই দাবি, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্কনীতি এবং ভারত বিরোধিতা সিলিকন ভ্যালির সংস্থাগুলির উপরে প্রভাব ফেলেছে। তাঁর শুল্কবাণ থেকে বাঁচতে ইতিমধ্যেই বিকল্প বাজারের খোঁজে নেমে পড়েছে নয়াদিল্লি। দেশের টেক জায়ান্টগুলি শীঘ্রই রাশিয়ায় বিকল্প বাজার পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে আমেরিকার সমস্যা আগামীদিন আরও গভীর হতে চলেছে। যদি না প্রেসিডেন্ট এরমধ্যে অন্যরকম ভাবনাচিন্তা শুরু করেন।

শব্দবাণ-৩৬৭

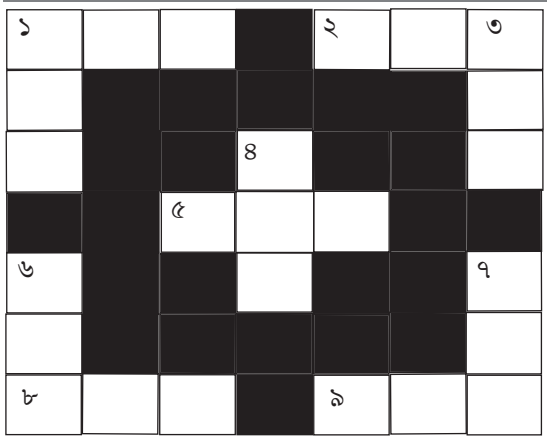

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. জমাট, সরগরম ২. দেঁতো ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য ৮. অভিধান ৯. পাখির বাসা, নীড়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মিথুন, যুগল ৩. বন্ধু ৪. প্রধান ব্যক্তি ৬. দিনের প্রথম বিক্রয় ৭. প্রেম।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৬৬

পাশাপাশি: ১. ড্রাইওয়াশ ৪. তরু ৫. রসদ ৭. পাঠক ৯. সেবা ১১. জঙ্গলবাড়ি।

উপর-নীচ: ১. ড্রাইভার ২. ওগো ৩. শতরূপা ৬. দমবাজ ৮. কড়াকড়ি ১০. ভুল।

জন্মদিন

আজকের দিন

কেকে

১৯২৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বলরাম জাখরের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সায়রাবানুর জন্মদিন।*
১৯৬৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কেকের জন্মদিন।*

ট্রেলার প্রদর্শন ভণ্ডুলে সত্য গোপন করা যাবেনা কিন্তু অসহিষ্ণুতার বার্তা যাবে

শান্তনু রায়

মুক্তি আসন্ন 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবির ট্রেলারটি অতি সম্প্রতি কোলকাতায় প্রদর্শনে বাধা দেওয়ার ঘটনায় অসহিষ্ণুতার চিত্রটিই সামনে এল। ঘটনার পর বিতর্কের প্রেক্ষিতে মুখোশের আড়ালে থাকা এ রাজ্যের 'বুদ্ধিজীবী'দের প্রকৃত রূপও আবার নজরে এল-এক বড় অংশ(রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের মতো ব্যতিক্রমীরা ব্যতীত) বিভিন্ন সমীকরনে প্রতিক্রিয়াহীন নির্বিকার, রাজ্যের শাসকদলের অনুগামী আরেকটি অংশ প্রকারান্তরে সেই অপকর্মের সাফাই দিয়েছেন। অনুমান করা যায় আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর বিবেক অগ্নিহোত্রীর এ ছবিটি সারা দেশের বিভিন্ন হলে মুক্তি পেলেও এ রাজ্যে প্রদর্শনে বাধা দেওয়া হবে বিভিন্ন উপায়ে। অনেকের স্মরণে থাকতে পারে বছর দুই আগে সুদীপ্ত সেনের ছবি 'দ্য কেরালা স্টোরি'কে ঘিরেও বিতর্ক হয়েছিল- সেন্সর বোর্ডের শংসাপ্রাপ্ত সে ছবিটিকেও মুক্তির কয়েকদিনের মধ্যে নিষিদ্ধ করে এরাজ্যের মানুষকে হলে বসে দেখা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল অন্যায়ভাবে তুচ্ছ অজুহাতে এক বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষকে তুষ্ট করতে। এমনকি প্রদর্শন বন্ধের সরকারি নির্দেশ আদালতের আদেশে স্থগিত হলেও সে ছবির হলে যে প্রদর্শন রোখা যায়, সে অভিজ্ঞতা রাজ্যবাসীর তখন হয়েছিল। যদিও প্রমানিত হয়নি যে ওই ছবির ঘটনাবলী বা আখ্যান ছিল মিথ্যা। সেসময়েও বঙ্গীয় সুশীলসমাজের নীরবতা ছিল লক্ষ্যনীয় ।এবারে তো ছবির টিজার/ট্রেলার লঞ্চিং থেকেই বাধা দেওয়া শুরু। এরপরও কণ্ঠরোধের সেই অপকর্মের থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে কতিপয় অন্যসময়ে যারা গণতন্ত্র মতপ্রকাশের অধিকার ইত্যাদি দাবিতে সোচ্চার হন তাদের একাংশ ছবিটি না দেখেই বিরুপ সমালোচনা ও পরিচালকের বিরুদ্ধে বিষেদগার শুরু করেছেন। 'অনুপ্রেরণা'র অপার মহিমা বোধহয় এমনই।

শিল্পীর বা শিল্পের চূড়ান্ত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নয় বোধকরি কোন রাজনৈতিক দলই, বরং তা অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে সময় বিশেষে কিন্তু তবু অনেক শিল্পীদের দেখা যায় ক্ষমতাসীন বা সম্ভাব্য ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকার অত্যুৎসাহ প্রদর্শনে, সে রাজনৈতিক দলের মতাদর্শে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলেও এঁদের দায়বদ্ধতায় সন্দিহান দলীয় নেতৃত্বও বোঝেন যে এরা অনেকেই 'ওয়েদার বার্ড'

কোন ছবির বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু ছবিটি দর্শকরা দেখুক জানুক বুঝুক ভালোমন্দ বিচার করুক এটুকু সহনশীলতাই তো সুস্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাশিত। তবে শাসক বা ক্ষমতা চায় প্রশ্নহীন আনুগত্য ও ভজনা। তবে শাসকের অসহিষ্ণুতায় যেমন শিল্পীর স্বাধীনতা বিঘ্নিত হয় তেমনই দর্শকের দেখার স্বাধীনতাও হয় খর্ব।

মজার কথা যে রাজ্যের ঘটনার প্রেক্ষিতে বা যে রাজ্যে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনাবলীর ছায়া অবলম্বনে নির্মিত কেরালা স্টোরি ছবিটি নির্মিত সেই কেরলের সমাজপরিসরে কিন্তু ছবিটিতে উত্থাপিত বিষয় নিয়ে তেমন কোন বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয়নি -ছবিটিতে প্রদর্শিত বিষয়টি অসত্য এমন কোন দাবি স্থানীয় স্তরেও ওঠেনি।

সারা ভারতে হলে ছবিটির প্রদর্শনে আইন শৃঙ্খলাজনিত কোন সমস্যা না হলেও রাজনৈতিক কারণ ও নির্বাচনী লাভক্ষতির সমীকরনের প্রেক্ষিতে ছবিটির বিরুদ্ধতায় সেখানকার 'বামপন্থী'সরকারও ছবিটি মুক্তি বিরুদ্ধে আদালতের শরনাপন্ন হয়ে সফল না হলেও ছবিটিকে নিষিদ্ধ করার মত অসহিষ্ণুতা প্রকাশে সাহস করেননি। কিন্তু এ রাজ্যের কথা ভিন্ন। বিবিসি-র তথ্যচিত্র বা 'পদ্মাবত'-এ নিষেধাজ্ঞার সময়ে যে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান আগ বাড়িয়ে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, সে রাজ্যে কোন একটি ছবি মুক্তি পাওয়া মাত্র,সাত তাড়াতাড়ি সেটির উপর নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমে আসতে পারে। এবারেও সেন্সর বোর্ডের শংসাপ্রাপ্ত ছবির তিন মিনিটের ট্রেলার প্রদর্শনেও তার কেটে অনুষ্ঠানটি ভন্ডুল করা হয়েছে। তবে এই করেও ট্রেলারটি আটকানো যায়নি। ১৯৪৬ এর সে দিনটির বিবরন ও ইতিহাস জনসমক্ষে এসেছে। সমাজমাধ্যমেও এসব নিয়ে আঁচ লেগেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার এই যে এরকম চরম অসহিষ্ণুতা প্রদর্শনের ঘটনার পরেও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা তো দূরঅস্থ এরাজ্যের কতিপয় 'বিশিষ্টজন' সংশ্লিষ্ট চিত্র পরিচালককে বিজেপির মতাদর্শভাবাপন্ন দাগিয়ে দিয়ে সমালোচনায় নামলেন, কেন পরিচালক এই বিষয় নিয়ে ছবি করতে গেলেন-কেন বিজেপিশাসিত রাজ্য নিয়ে ছবি করেন না ইত্যাদি। ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠান পণ্ড হলেও শাসকদলের রাজনৈতিক কর্মীর মতো এই 'অনুপ্রাণিত' অত্যুৎসাহীরা নিদান দিলেন এই সিনেমার মাধ্যমে নাকি বাংলার ভীষণ অপমান করা হয়েছে। 'পরিবর্তনের'র পর ক্রমে শাসক বৃত্তে ঘনিষ্ট হওয়া জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক তো আবার এক ভিডিও বার্তায় নিজের ইতিহাসবোধের প্রমাণ দিয়ে বললেন- ১৯৪৭ সালে আসলে কি ভারত ভাগ হয়েছিল? ভাগ হয়েছিল বাংলা আর পাঞ্জাব। যে দেশের মানুষরা সব থেকে বেশি লড়াই করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে,তাদের ভাগ করা হল। তিনি এ প্রসঙ্গে আন্দামানে সেলুলার জেলে লম্বা ফলকে প্রায় ৯০ শতাংশ বাঙ্গালি বন্দিদের নাম থাকা উল্লেখ করেছেন।উল্লিখিত শতাংশ নিয়ে কেউ বিতর্কে প্রবৃত্ত না হলেও সেলুলার জেল পরিদর্শনকারী প্রত্যেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন দেশমাতার শৃঙ্খলমোচনে সর্বস্ব পণকরা অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সেই বঙ্গসন্তানদের নাম ও পরিচয়-বিস্তারিত বিশ্লেষন এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য না হলেও অনেক কিছুই সুপরিস্ফুট সে দীর্ঘ ফলকে। অনুমান করা যায় বিষয়টি খেয়াল করেই পরিচালক মহাশয়েরও মনে হয়েছে — বাংলাভাগের অনেক কারণ রয়েছে।কিন্তু সেই কারণগুলো নিয়ে যদি কাজ করতে হয় ,তবে গবেষণা করতে হয়'। যে গবেষণা করেই হয়ত একজন 'অনুপ্রাণিত' পরিচালক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন যে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' 'বাংলাকে অপদস্থ করার চেষ্টামাত্র'। 'দেশবাচাঁও' স্লোগানের আড়ালে শাসকদল ঘনিষ্ঠ 'অনুপ্রাণিত' কতিপয় বিশিষ্ঠজনদেরও দলীয় সুরে সুর মিলিয়ে সোচ্চার ঘোষণা-এ ছবিটি নির্মাণ করে পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী ইতিহাসকে বিকৃত করে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে বাংলাকে অপমান করেছেন ।একজন পরিচালক তো নিজের নম্বর বাড়ানোর লক্ষ্যে আরো এক পা এগিয়ে বিবেক অগ্নিহোত্রীকে চলচ্চিত্র পরিচালক নন, বিজেপির বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্র নির্মাতা আখ্যা দিয়ে তাঁকে গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছেন। ছবিতে টলিউডের যে শিল্পীরা অভিনয় করেছেন তাঁদেরকেও এই উদ্ভুত উত্তপ্ত আবহে কিঞ্চিৎ অস্বস্তিতে দূরত্ব বজায় রাখতে বলতে হচ্ছে ছবির নাম বদল হয়েছে শিল্পীদের অজানতে।আসলে ছবির প্রথমে নাম ছিল দিল্লি ফাইলস— বেঙ্গল চ্যাপ্টার, পরে নাম হয়েছে বেঙ্গল ফাইলস। নামের এই কিঞ্চিৎ পরিবর্তনেও হয়ত বাংলার 'অপমান' খুঁজে পেতে তৎপর অনেকে।কিন্তু তারা কি ভেবে দেখেছেন এই অসহিষ্ণুতা ও তারপরও বিন্দুমাত্র খেদ প্রকাশ না করে উচ্চকণ্ঠে পরিচালকের মুণ্ডপাতে কি বাংলার সম্মান বাড়লো।কি বার্তা গেল বাকি দেশের কাছে?

তবে যাঁরা কিছু প্রাপ্তির আশায় বা প্রাপ্ত কিছু হারানোর আশংকায় কিংবা নিছক ভয়েই নিশ্চুপ থাকেন তাঁরা হয়ত সাময়িক ভাবে বিস্মৃত হন যে স্বাধীনতা অবিভাজ্য, মতপ্রকাশের অধিকারও ।অন্যায় মিথ্যাচার দেখে বুঝেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিশ্চুপ থাকা কিংবা ঘুরপথে সমর্থন যুগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা আসলে যে কিছুই দেয়না, বরং ন্যুব্জ করে শিরদাঁড়া, লুপ্ত করে বিবেকচেতনা আত্মসম্মান-এ উপলব্ধি তো প্রাজ্ঞতারই বোধক।

তিন মিনিটের ঐ ট্রেলার থেকে বোঝা গেল ছবির বিষয়বস্তু ১৯৪৬ এর কোলকাতা কিলিংস এর ঘটনাকে ঘিরে। প্রসঙ্গত ১৯৪০ এর লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের (পাকিস্তান)মুসলীম লীগের দাবি ক্রমশ জোরদার হতে জঙ্গী কায়দায় পাকিস্তান আদায়ে জিন্না 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র হুমকী দিয়েছিলেন এবং অবশেষে ১৯৪৬ এর ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'দিবস পালনের দিন ধার্য হল। ।

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে তৎপূর্বেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফে পাকিস্থান গঠনের দাবিকে ন্যায়সঙ্গত দাবি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী নিদান দিলেন- The demand for Pakidtan – if we look at its progressive essence – is in reality the demand for the self determination of the areas of muslim nationalities of Punjab –Sind . Beluchistan and of the eastern province of Bengal. পার্টির মুসলিম নেতা সাজ্জাত জাহীর আবার 'পাকিস্থান এ জাস্ট ডিম্যাণ্ড ত শিরোনামে একটি প্রবন্ধে(১৯৪৪ এর জনযুদ্ধে প্রকাশিত) সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার উপদেশ দিয়ে বলেন যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার নাকি রাশিয়ার বিভিন্ন জাতির রয়েছে। অদৃষ্টের পরিহাস এই যে সেই সাজ্জাত জাহীরকে পরবর্তীকালে তাঁর সাধের পাকিস্থান থেকে পালিয়ে এসে এই ভারতেই আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

যাহোক জিন্নার ওই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার অন্যতম সদস্য বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর মতে - ঐ সম্মুখসমর (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) কিন্তু বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নয়;তা ছিল প্রধানতঃ হিন্দুর বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য ছিল ঐ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা দেখে অহিংস কংগ্রেস নেতারা আঁৎকে উঠবেন এবং দেশবিভাগ তথা পাকিস্তান, স্বীকারে রাজী হয়ে যাবেন। (পাক-ভারতের রূপরেখা)।

আই সি এস অশোক মিত্রেরও পর্যবেক্ষণ-বৃটিশ সরকার নিশ্চিত হতে চেয়েছিল যে বঙ্গপ্রদেশ জিন্না ভাগে যাবে এবং সেই উদ্দেশ্যেসাধনে যোগ্য যন্ত্র হবেন সুরাবর্দী ও বারেজ (গভর্নর)। তার কারণ বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে ভারত অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও মোটামুটি সম্পূর্ণ,সতেজ ও বলিষ্ঠ থাকবে।তাছাড়া কলকাতা তখনও বৃটিশ শিল্প বানিজ্য ও লগ্নির ঘাঁটি।

(তিন কুড়ি দশ',পাতা-২৮১)

নিজস্ব অভিজ্ঞতায় শ্রী মিত্রের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে মুসলিম লীগ খুব সযত্নে বেশ কিছু সপ্তাহ ধরে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের খুঁটিনাটি ছক সম্পূর্ণ করেছিলেন এবং এ বিশ্বাসও হয় পুলিশ প্রশাসনের ও উচ্চ কর্মচারীরাও তাদের সঙ্গে গোয়েন্দা বিভাগেও কী ধরনের প্রস্তুতি হচ্ছে তার বিশদ বিবরন খবর রাখতেন। ১৫ই আগস্ট রাতে সারা কোলকাতা শহর যখন শুতে গেল তখন বোধকরি কোন নাগরিকের আশঙ্কা হয়নি পরের কদিন কি রকম বেপরোয়া আতঙ্ক ও মর্মান্তিক পরিস্থিতি ঘটবে'।

(পাতা ২৮২)

উল্লেখ্য শ্রী লাহিড়ী বা শ্রী মিত্র কেউই আর এস এস বা বিজেপি কিংবা কোন 'হিন্দুত্ববাদী' সংগঠনের সমর্থক ছিলেন না।

সরকারি মতে প্রায় ৫০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৯৪৬ এ কোলকাতায় সংগঠিত ওই হত্যালীলায়-বেসরকারি মতে সংখ্যাটা দশ হাজারের মত। অশোক মিত্র মহাশয় লিখছেন , যেই মারামারি শুরু হল দেখা গেল ময়দান সমাবেশের বহু লোক আগে থেকেই নানারকম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এসেছে।বেলা দশটা নাগাদ ধর্মতলার মোড়ে চৌরঙ্গীর উপরে একটি বন্দুকের দোকান অবাধে লুঠ হয়ে গেল। কোথাও পুলিশের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না এরপরেই শুরু হল অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব নরককাণ্ড। তিনি এও লিখেছেন-কেবলমাত্র উত্তরে আমহারস্ট স্ট্রীট অঞ্চলে রামমোহন রায় কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের বাড়ির ঐতিহাসিক অঞ্চলে কিছু পরিমানে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরকে রক্ষার চেষ্টা ও সুস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া অন্য সর্বত্র লুঠতরাজ ধ্বংসলীলা, অগ্নিসংযোগ এবং খুঁজে খুঁজে হত্যা চলে । তাঁর বিবরন অনুসারে শহরে ভার সেনার উপর ন্যস্ত হয় ১৭ তারিখে-তার আগে সরকার কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

কিন্তু এত নরমেধ যজ্ঞ করেও কোলকাতায় পরিকল্পনা সম্পূর্ণ না হওয়ায় মাস চারেকের মধ্যেই কোজাগরী লক্ষীপুজোর দিনে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালিতে শুরু হলো দাঙ্গার নামে একমাসব্যাপী পরিকল্পিত একতরফা সাম্প্রদায়িক গণহত্যা যার ভয়াবহ বিবরন প্রকাশ পেয়েছে বিশিষ্ট ব্রিটিশ সমাজকর্মী ম্যুরিয়েল লেস্টারের লেখা থেকেও।

এই সব ঘটনাবলীর প্রেক্ষিত ও আবহেই কেবল শ্যামাপ্রসাদ নন- ইতিহাসবিদ ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার,ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশিষ্ট আইনজীবী ও ইতিহাসবিদ ব্যারিস্টার নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ঘটক, ঈশ্বরদাস জালান এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টরাও ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ অবশ্যম্ভাবী এবং সমগ্র বঙ্গকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার চক্রান্তের প্রেক্ষিতে এগিয়ে এসে বাংলা ভাগেরও দাবি করেন। কারণ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল 'কোলকাতা কিলিংস' এর পরিকল্পনা ও রূপায়নে আংশিকভাবে হলেও যার বিশেষ ভুমিকা ছিল বলে অভিযোগ সেই বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সুরাবর্দী (জয়া চ্যাটার্জীরও তদ্রূপ অভিমত) প্রস্তাবিত ' অখণ্ড বঙ্গে' বাঙ্গালি হিন্দু ও মুসলমান যদি সৌহার্দ্যে বসবাস করতে পারেন তবে অবিভক্ত ভারতে কেন তারা তেমনটি পারবেন না'-যার কোন ব্যাখ্যা 'অখণ্ড বঙ্গে'র প্রবক্তাদের কাছে ছিলনা-আজও বোধকরি নেই ।

প্রসঙ্গত এরাজ্যে নির্বাচনী রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বিরোধী রাজনীতির পরিসরকে দূর্বল করার উদ্দেশ্যে দ্য কেরালা স্টোরি ছবিটি না দেখেই অতি সক্রিয়তায় সাত তাড়াতাড়ি নিষিদ্ধকরনের মতো এবারেও আগামী বছরে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই কোলকাতা কিলিংস এর ঘটনা যা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যগঠনের প্রেক্ষিত, সম্বলিত দ্য বেঙ্গল ফাইলস ছবির ট্রেলার লঞ্চে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে বলেই অনেকের অনুমান। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা শিল্পী/চলচ্চিত্র নির্মাতার স্বাধীনতা এরাজ্যে যে এই প্রথম লঙ্ঘিত হল তাও নয়।অনেকেরই স্মরণে আছে বছর কয় আগে ভিন্ন রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধ পরিচালক অনীক দত্ত পরিচালিত একটি ছবি কি প্রতিকুলতার সম্মুখীন হয়েছিল ।আবার তখন যে 'বামপন্থী' বিশিষ্টজনেরা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন,এবারে তাঁরা প্রায় সকলেই নিশ্চুপ-কারণ সেই রাজনীতি। কিন্তু এই ধরণের দ্বিচারিতাজনিত অনৈক্যে আসলে সুবিধা হয় তাদের যারা শিল্পী ও শিল্পের স্বাধীনতা আগ্রাসী দলীয় নিয়ন্ত্রনে ও শাসকের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করে রাখতে সদা তৎপর।

তবে রাজ্যপ্রশাসনের নিয়ন্ত্রকদের এবিধ আচরণ আবার প্রমান করে যে 'পদ্মাবত' এ রাজ্যে মুক্তির সাদর আহ্বান ও বিদেশি সংবাদ সংস্থার তথ্যচিত্র এদেশে নিষিদ্ধ হলে মায়াকান্না নিছক এক রাজনৈতিক কৌশল-প্রতিদ্বন্দী শক্তিকে চ্যালেঞ্জের এবং প'ড়ে পাওয়া এক সুযোগে আপন 'উদার' ভাবমূর্তির বিজ্ঞাপনের । যদিও সচেতন নাগরিক মননে সঙ্গত প্রশ্ন জাগে, বাকি দেশে যাই হোক এ রাজ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, শিল্পের বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা অটুট- এ দাবি কতখানি সঙ্গত। সেন্সরবোর্ডের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছবি কিংবা কোন ছবির ট্রেলার প্রদর্শনেও বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা আর যাই হোক সহিষ্ণুতার বা সুস্থ গনতান্ত্রিক আবহের বিজ্ঞাপন যে হয় না তা বলাইবাহুল্য।

তবে কেরালা স্টোরি ছবিটি না দেখেও যেমন অনেকে মনে করেছিলেন ওই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিশেষ সম্প্রদায়কে অসম্মান করার কারণে সাত তাড়াতাড়ি নিষিদ্ধ করা হোক তেমনই এবার 'কোলকাতা কিলিংস'সহ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠনের সামগ্রিক প্রেক্ষিত নিয়ে নির্মিত বর্তমান চলচ্চিত্রের ট্রেলারটিও লঞ্চ করতে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও তাদের কাছে অন্যায় নয়। একেই বলে ভাব্রে ঘরে চুরি। এই দ্বিচারিতাই আজকের আত্মবিস্মৃত আত্মঘাতী বাঙ্গালির দস্তুর।

প্রসঙ্গত যদি কেউ কোন বই কিংবা চলচ্চিত্র নিয়ে অকারণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে বা হুমকী দেয় প্রশাসনের কি কর্তব্য নয় তাদের ঐ দুষ্কার্য থেকে কঠোর হস্তে বিরত করা-সংশ্লিষ্ট লেখক/শিল্পীকে হেনস্তা বা ব্রাত্য না করে শিল্পকর্মটিকে নিষিদ্ধ না করে। আর কোন শিল্পকর্মের ফলে সমাজদেহে উদ্ভুত আলোড়ন নেতিবাচক হবে কিনা সে বিচারই বা কে করবে-রাজনৈতিক স্বার্থে একদেশদর্শী ভাবনা? রাজনৈতিক ইন্ধন না যুগিয়ে সে ব্যাপারটায় পরিনত সমাজমনস্কতার উপর ভরসা করা সত্যিই যায় না! ফিরে আসা যাক গোড়ার কথায়। অতি তৎপরতায় , ছবির টিজার লঞ্চিং এ ব্যাঘাত করার ঘটনায় প্রতিক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়াহীনতায় এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃত চরিত্রটি আরও একবার অনাবৃত হলো। দু একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত বাংলার বৌদ্ধিক মহলের অধিকাংশের বিভিন্ন ঘটনায় লজ্জাহীন প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যবাসী বোধহয় আর বিস্মিত হয়না- তবে হয় ব্যথিত ও হতাশ; রাজনীতি নির্ভর বাছাই প্রতিবাদে এঁরা অভ্যস্ত বললে বোধহয় খুব একটা ভুল হবে না।

এবিধ দ্বিচারিতায় ক্ষেত্রবিশেষে হিরণ্ময় নীরবতায় নিজেকে সমস্ত বিতর্ক থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা বা বিষয়টি তত্ত্বকথায় এড়িয়ে যেতে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস কিন্তু সুশীল সমাজের চারিত্রিক অবনমনের সূচক তো বটেই, সুস্থ সামাজিক পরিসর রক্ষারও পরিপন্থী -শুভবুদ্ধির তো নয়। তবে বাংলার উদার সাংস্কৃতিক পরিসরের ঐতিহ্যকে এভাবে বদনাম করেও ইতিহাসের সত্যকে বেশিদিন গোপন রাখা যায় না-যাবে না ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বদলে বোর্ডে লেখা বাংলার আবাস যোজনা

পরিদর্শনে ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: একশো দিনের কাজের প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা, কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন-সহ ৬টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অবস্থা খতিয়ে দেখতে পুরুলিয়াতে এসেছিল দুই সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। শুক্রবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামা গ্রামপঞ্চায়েতে পরিদর্শনে আসেন দলটি। এদিন বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রথমে চেলিয়ামা গ্রাম পঞ্চায়েতে অফিসের মধ্যেই ডেকে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় সরকারের পেনশন প্রাপকদের। তাদের ব্যাঙ্কের বই খতিয়ে দেখেন তারা। ঠিকঠাক কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া পেনশন পাচ্ছেন কিনা জিজ্ঞাসাবাদও করেন। এরপর পঞ্চায়েত অফিস থেকে বের হয়ে চেলিয়ামা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কামারগোড়া গ্রামের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়িগুলি পরিদর্শনে যান। সেখানেই ঘটে যত কাণ্ড। পরিদর্শনের সময় তাঁরা দেখেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ির বোর্ডে বাংলার আবাস যোজনা লেখা। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। এরপর গ্রামপঞ্চায়েতের কর্মী থেকে ব্লক প্রশাসনের কর্তাদের কাছে জানতে চান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রাপকদের বাড়ির বোর্ডে কেন বাংলার আবাস যোজনা নাম লেখা রয়েছে? তার সঠিক উত্তর না পেয়ে আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন তারা। এরপর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা ওই এলাকারই একটি পুকুর খননের কাজ পরিদর্শন করেন। এরপর চেলিয়ামাতে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি করা জিনিস পরিদর্শন করেন ও তাঁদের কাজ দেখে খুশি হন। এরপর পুনরায় চেলিয়ামা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ফিরে এসে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের খতিয়ান খতিয়ে দেখেন। এদিনের ওই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদিদলের সঙ্গে ছিলেন, জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরাও। সূত্রের খবর, ওই সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ কেমন হয়েছে, কোথাও বেনিয়ম হয়েছে কিনা, সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখতেই জেলার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামা গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন আসেন প্রতিনিধি দলটি। এদিনের ওই প্রতিনিধি দলের দায়িত্বে থাকা তপন কুমার ঘোষ জানান, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন ও খতিয়ে দেখেছি। তার রিপোর্ট আমরা, আমাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগে গিয়ে জমা করব।' তবে পরিদর্শন নিয়ে তপনবাবু কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সূত্র মারফত জানা গেছে, জেলার তিন ব্লক রঘুনাথপুর ২ ব্লক, পুরুলিয়া ১ ব্লক, ও বলরামপুর ব্লকের মোট আটটি পঞ্চায়েতে যাবে কেন্দ্রীয় দলটি।

পাড়ায় সমাধান শিবিরে ১৭ হাজার প্রস্তাব জমা পরল সমগ্র নদিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ক্রমশ সাফল্যের দিকে এগোচ্ছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। সমগ্র নদিয়া জেলায় এখনও পর্যন্ত কাজের প্রস্তাব জমা পড়েছে ১৭ হাজার। আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি শুরুর ১৫ দিনের মধ্যেই এত সংখ্যক প্রকল্প সাধারণ প্রস্তাবকদের কাছ থেকে উঠে আশায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলা জুড়ে। নদিয়া জেলা প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী জেলায় মোট ৬০০টি শিবিরে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার মানুষ যোগদান করেছেন। শুক্রবার নদিয়ার জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, 'নদিয়া জেলায় মোট ৪,৬৮৫টি বুথ রয়েছে। যেখানে মোট ১,৭৮৫টি শিবির করার পরিকল্পনা রয়েছে। গত ২ অগস্ট থেকে নদিয়ার বিভিন্ন ব্লকে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বিগত ১৫ দিনে জেলা জুড়ে মোট ৫৮৯টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে ১,৫৫৩টি বুথের ৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৪০ মানুষ এই সমস্ত শিবিরগুলোতে এসেছেন। এখনও পর্যন্ত নদিয়া জেলায় মোট ১৭ হাজার ৩৩টি প্রকল্প জমা পড়েছে। যার মধ্যে কৃষ্ণনগর সদর মহকুমায় ৬,৫২৩টি, তেহট্ট মহকুমা ২,৯৮৯টি, রানাঘাট মহকুমায় ৪,১৩২টি এবং কল্যাণী মহকুমায় ৩,৩৮৯টি প্রকল্পের জমা করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জেলা জুড়ে এখনও পর্যন্ত ১৬,৯০টি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। যার মধ্যে ১০,৮৩৮টি প্রকল্পের ক্ষেত্রে স্ক্রুটিনির কাজ শেষ হয়েছে। প্রতি বুথ থেকে গড়ে ১১টি করে প্রকল্প জমা পড়েছে প্রশাসনের কাছে। প্রকল্পের ধরণ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, ৫,৬০৮টি প্রকল্প রাস্তা সংক্রান্ত, ৫,৫২৫টি প্রকল্প বিদ্যুৎ সংক্রান্ত, ২৩১৩টি প্রকল্প শৌচাগার সংক্রান্ত, ২৯৬টি স্কুল সংক্রান্ত সমস্যার কথা প্রশাসনকে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।' জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে যেভাবে সাধারণ মানুষের সারা মিলেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। কিন্তু কতটা বাস্তবায়ন হয়, সেটাই দেখার।

শ্রমশ্রীতে কাজের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন আরামবাগের পরিযায়ী শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্য সরকারের শ্রমশ্রী প্রকল্পের ঘোষণার পরেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। বাংলা থেকে ভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকেরা কী আদৌ বাংলায় ফিরবেন? এই প্রকল্পের সুবিধা কী নেবেন তাঁরা? প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। আরামবাগ মহকুমার পরিযায়ী শ্রমিকদের সাফ জবাব, এই প্রকল্পের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। আরামবাগ মহকুমাতেও কয়েক লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আছে। তাদের দাবি, ভিন্ন রাজ্যে থেকে পরিযায়ী শ্রমিকেরা যা আয় করেন পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসে তার মোট আয়ের ২৫ শতাংশও আয় করতে পারবেন না। জব কার্ডে নাম লিখিয়ে ভিক্ষারীর মতো জীবন কাটাতে হবে। ছেলে মেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে। বাবা ও মা'র চিকিৎসা করারও পয়সা থাকবে না। এমনটাই বলছেন আরামবাগের পরিযায়ী শ্রমিকরা। প্রসঙ্গত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি মাসে ৫০০০টাকা করে পাবেন এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা। এই নিয়ে আরামবাগ মহকুমা থেকে ভিন্ন রাজ্যে কাজে যাওয়া শ্রমিক নবকুমার, রুপো, মধু, শীতল, মহম্মদ আসিফ, রফিক, মাধব, প্রদ্যুৎ, সুমন্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা সকলেই জানান, 'খানাকুল, গোঘাট, আরামবাগ ও পুরশুড়া থেকে বহু যুবক গুজরাট, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশায় কাজ করেন। সেখানে সংসার চালিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা পশ্চিমবঙ্গে বাবা ও মার জন্য পাঠান। এমনকি বাড়তি আয় সঞ্চয় করে জায়গা জমি কেনেন। স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে জীবন যাপন করেন। তাই বাংলায় ফিরে আসার কোনও প্রশ্নই নেই।' এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের এই সব ভাঁওতাবাজি প্রকল্প বাংলার মানুষ জেনে গেছে। পরিযায়ী শ্রমিকেরা জানেন বাংলায় কোনও শিল্প নেই, কাজও নেই। এই তৃণমূল সরকার না-যাওয়া পর্যন্ত কোনও শিল্প পশ্চিমবঙ্গে হবে না।' পালটা তৃণমূলের রাজ্য সেক্রেটারি স্বপন নন্দী বলেন, 'বিজেপি সরকার দুই কোটি চাকরি দেবে বলেছিল। কিন্তু দেয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন, তা বাস্তবে করে দেখান। আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে আছি। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য এই প্রকল্প করা হয়েছে।' সবমিলিয়ে এখন দেখার এই শ্রমশ্রী প্রকল্প কতটা বাস্তবায়িত হয়।

মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম: মাখাল্ডী, পোস্ট: ইটাচুনা, জেলা: হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা: 48HG :: Dated: 04.09.1976

পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গন কে জানানো হচ্ছে যে গত ইংরাজি ২৭/০৭/২০২৫ তারিখে যে বিশেষ সাধারণ সভায় সমবায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যা অনিবার্য কারনবশত স্থগিত রাখা হয়েছিল তা আগামী ৩১.০৮.২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

তারিখ: ২২/০৮/২০২৫
স্থান: মাখাল্ডী
স্বা:/-সমীর মুখার্জি
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম: মাখাল্ডী, পোস্ট: ইটাচুনা, জেলা: হুগলী
নিবন্ধন সংখ্যা: 48HG :: Dated: 04.09.1976

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গন কে জানানো হচ্ছে যে গত ইংরাজি ২৭/০৭/২০২৫ তারিখে যে বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, যা অনিবার্য কারনবশত স্থগিত রাখা হয়েছিল তা আগামী ৩১.০৮.২০২৫ তারিখ রবিবার সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
বিষয়:পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন

তারিখ: ২২/০৮/২০২৫
স্থান: মাখাল্ডী
স্বা:/-সন্দীপ নিয়োগী
সমবায় পরিদর্শক,
মাখাল্ডী গুরজালা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
(অর্থ মন্ত্রক, ভারত সরকার)
[illegible]
ফর্ম নং ১৪ (রেগুলেশন ৩৩(২) দ্রষ্টব্য)

ওরিজিনাল অ্যাপ্লিকেশন নং	৫৫১/২০১৯	৩৬ নং	৬০১/২০২৫
ওরিজিনাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স (বর্তমানে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক)		সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্ক	
	বনাম		
মেসার্স নেহা হেলথ অ্যান্ড বিউটি সার্ভিস এবং অন্যান্য		সার্টিফিকেট ডেটর	

দাবি নোটিশ

[illegible]

উক্ত বকেয়ার অতিরিক্তে আপনারা আরও যা প্রদানে দায়বদ্ধ :
ক) রিকভারি সার্টিফিকেট এর নিয়ম মোতাবেক প্রদেয় সুদ এবং শুল্ক।
খ) সমুদয় ব্যয়, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া যা বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য গৃহীত।

নিজ হাতে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ০২.০৫.২০২৫।

পরবর্তী তারিখ : ২১.০৮.২০২৪
SEAL
(অনুভা দুবে)
রিকভারি অফিসার-১
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, আমেদাবাদ

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড
৭ম তল, ইউনিট নং ৬১১, অ্যাডভেন্টেজ ইনফিনিটি @৫, স্ট্রিট নং ১৮, বিএন-ব্লক
সেক্টর - ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯১
CIN : L65921WB1989PLC047091
ই-মেইল- npr1@nprfinance.com ওয়েবসাইট www.nprfinance.com ফোন নং - ০৩৩ ৪৮৪৯ ৬৪৯০

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
১০০ দিনের প্রচারণা- সক্ষম নিবেশক, কেওয়াইসি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত হালনাগাদ এবং শেয়ারহোল্ডারগণকে সচেতন করা অপ্রদেয়/অদাবিকৃত মুনাফা আইইপিএফ তে স্থানান্তরে প্রতিরোধে

এতদ্বারা এনপিআর ফিনান্স লি. এর শেয়ারহোল্ডারগণকে অবগত করা হচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (আইইপিএফএ) সার্কুলার তারিখ ১৬.০৭.২০২৫ অনুযায়ী আপনাদের কোম্পানি ১০০ দিনের প্রচারণা অভিযান 'সক্ষম নিবেশক' শুরু করেছে ২৮.০৭.২০২৫ থেকে ০৬.১১.২০২৫ পর্যন্ত। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এই প্রচারণার উদ্দেশ্য শেয়ারহোল্ডারগণকে অপ্রদেয় বা অদাবিকৃত মুনাফা দাবির জন্য সচেতন করা। যে সকল শেয়ারহোল্ডার তাদের কেওয়াইসি এবং অন্যান্য বিস্তারিত হালনাগাদ করেননি তাদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের নিকট কেওয়াইসি নথিভুক্ত/হালনাগাদ করতে যদি আপনার শেয়ার ডিমেটারিয়ালাইজড আকারে বা ২) কোম্পানি বা আমাদের রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের - নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ৮ম তল, রুম নং ৭এ এবং ৭বি, কলকাতা ৭০০০১৭ (যোগাযোগ নং (০৩৩) ২২৮০ ৬৬১৬/১৭/১৮, ই-মেল nichetechpl@nichetechpl.com) সংশ্লিষ্ট ফর্ম দাখিল করে, যদি আপনি ভৌত আকারে শেয়ার অধিকার করেন। আরও, সকল বিস্তারিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ফর্ম, উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.nprfinance.com)।
প্রাথমিক উদ্দেশ্য ১) অদাবিকৃত এবং অপ্রদেয় মুনাফা সমস্যা সমাধান; ২) শেয়ারহোল্ডারদের কেওয়াইসি, ব্যাঙ্ক আবশ্যকতা, নমিনি এবং যোগাযোগের তথ্য হালনাগাদ করা; ৩) তৃতীয় পক্ষ ব্যতীত সরাসরি দাবির প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য বিনিয়োগকারীদের ক্ষমতায়ন এবং স্বচ্ছতার উন্নয়ন।
উক্ত সার্কুলার তারিখ ১৬.০৭.২০২৫ এর বিস্তারিত পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (https://nprfinance.com/) থেকে।

এনপিআর ফিনান্স লি. এর পক্ষে
ঋতিকা বর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং এফ১০২৯১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২১.০৮.২০২৫

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২
জীবন সুধা বিল্ডিং, ৮ম তল, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
কেস নং : আরসি/১০২/২০১৯
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম মেসার্স নিউ মডার্ন অ্যাকুয়াকালচার প্রোজেক্ট ও অন্যান্য
বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এলডি. রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা, কর্তৃক জারি করা **১৩-০৮-২০২৫ তারিখের আদেশ** অনুসারে নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।
১) মৌজা- রঘুনাথপুর, জেএল নং-৬৭, তৌজি নং- ২৬৩৯, দাগ নং-৯৯৮, রাজস্ব জরিপ নং-১১৫৭, আরএস খতিয়ান নং- ২৩৫, এলআর খতিয়ান নং-২৯৮/১, তমলুক পরগনা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **২০০৭ সালের দলিল নং- (আই-১৫৮৬)** শিরোনামে আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হয়েছে, কমবেশি ০১.৬৬৬ ডেসিমেল পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
২) মৌজা- পাকুরিয়া, জেএল নং-৯১, তৌজি নং-২৬৩৯, দাগ নং-২৭২, ২৭৩,১৮০ এবং ১৮১, এলআর খতিয়ান নং-৭১৪, আরএস খতিয়ান নং-২০৩ এবং ১৯৮/২, এডিএসআর-তমলুক, পোস্ট-দেমারি, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, **১৯৬৮ সালের দলিল নং-১০৪৫৩** শিরোনামে আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কমবেশি ৭৪ ডেসিমেল পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল।
৩) মৌজা- গোপালচক, জেএল নং-১৫৮ সাহেক খতিয়ান নং-২/৪ রায়ত দখলি স্বত্ব, দাগ নং-১৬০, ১৬১,১৬৩,১৬৫,১৬৬,১৬৭,১৬৮,১৬৯,এলআর খতিয়ান নং - ২৬২১,২৬২২,৪৯০,১০০১/১, আরএস খতিয়ান নং-২০৩,১৯৮/২, ৭০৭, ১৩৯২, ১৪৭/১, বেয়াল- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, পোস্ট- পূর্ব গোপালচক, থানা- নন্দীগ্রাম, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৬৫৬, আরও সম্পূর্ণভাবে বর্ণিত ২০০৭ সালের **দলিল নং- আই - ১০৪৬**, ১৯৯৪ সালের **আই-৪৫৬**, ১৯৯২ সালের **আই-১৬২২** এবং **আই- ১৬২০**, ১৯৯২ এবং **৪৯২৮, আই-০০০১** সাল-১৯৯৩, ১৯৯৮ সালের **আই-৫০১৫** এবং ১৯৯৪ সালের **আই-৪৫৭** তে জমি এবং জলাশয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল পরিমাপ কমবেশি ২৭৩.৪ ডেসিমেল।
ই-অকশনের মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে** পাবলিক নিলামের মাধ্যমে এবং ট্রাইব্যুনালের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে। ইচ্ছুক ক্রেতাদের ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডার আকারে সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের @ ১০% একটি বায়না অর্থ জমা করতে হবে শুধুমাত্র রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতার অনুকূলে বা সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাংকের পরামর্শ নিয়ে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। উল্লিখিত আমানত সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে এবং ই-নিলাম প্রতিবেদন প্রাপ্তির পরে অন্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে বিক্রয়ের পরের দিন বিকাল ৪টার মধ্যে বায়নার অর্থ সমন্বয় করার পর বিক্রয় আয়ের ২৫ জমা করতে হবে। পরের দিন ছুটির দিন বা রবিবার হলে প্রথম কার্যদিবসে, তা না হলে বায়না বাজেয়াপ্ত করা হবে।
ক্রেতাকে নিলাম বিক্রয়ের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% জমা করতে হবে। যে রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না তা হল **সম্পত্তি নং ১ -এর জন্য ১৯,৩৮,০০০/- টাকা (উনিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) সম্পত্তি নং ২ -এর জন্য ৩৩,০৮,০০০/- টাকা (তেত্রিশ লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) এবং সম্পত্তি নং ৩ -এর জন্য ১৯,২৮,০০০/- টাকা (উনিশ লক্ষ আঠাশ হাজার টাকা মাত্র)** এবং সংরক্ষিত মূল্যের ১% হবে বিডের বর্ধিত পরিমাণ। অন্যান্য শর্তাবলী এই মামলার জন্য নিম্নস্বাক্ষকারী কর্তৃক জারি করা বিক্রয় ঘোষণার **RC/102/2019** তারিখ **১৯.০৮.২০২৫** অনুরূপ থাকবে
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন অকশনের (ই-অকশন) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে যা **২৫.০৯.২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০টা থেকে বিকাল৪.০০টা** পর্যন্ত **http://drt.auctiontiger.net ওয়েবসাইট** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ৩ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। সম্ভাব্য দরদাতাকে **http://drt.auctiontiger.net** থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবে এবং **২৩.০৯.২০২৫** তারিখে বা তার আগে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/পে অর্ডারের মাধ্যমে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা কলকাতায় প্রদেয় তাদের অফার ও বায়না অর্থ সহ নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে।
তবে, নিলামের সময় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না।
ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতাকে ই-অকশন প্রদানকারী কোম্পানি মাধ্যমে, যদি থাকে, লগইন করার জন্য এবং অন-লাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আরও নির্দেশনা সহ পাঠানো হবে।
অনুমোদিত নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এর বিশদ - ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড এর মোবাইল নম্বর ৯৯৭৮৫৯১৮৮৮, **ই-মেইল- support@auctiontiger.net** ।
বিস্তারিত পদ্ধতি, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং ই-নিলামের ক্ষেত্রে অন্য কোন সাহায্য/সহায়তার জন্য আগ্রহী দরদাতারা **http://drt.auctiontiger.net ওয়েবসাইট** ভিজিট করতে পারেন এবং ই-অকশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের সহায়তার জন্য **শ্রী অর্জুন কুমার নস্কর, ডেপুজি ম্যানেজার, সিসিও, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫২০ এবং ইমেল আইডি- sbi.15196@sbi.co.in** -এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০.০৮.২০২৫
স্বা/-
(ওম কুমার)
রিকভারি অফিসার
কলকাতা ডিআরটি - ২

পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা - ৭০০০২০, পব, ভারত
ফোন : +৯১ ৩৩ ৪০৭০৩২৩৮, ইমেল আইডি : cs@purvflexipack.in CIN L25202WB2005PLC103086

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেডের **২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বেলা ১১.৩০টায়** অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, স্যুট - ১সি, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, **২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখের** নোটিশে উল্লেখ করা বিষয়সমূহ সম্পাদনের জন্য।
এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার বইগুলি **মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** (উভয় দিন সহ) বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে বন্ধ থাকবে।
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১০৮ ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলসের রুল ২০-এর বিধান মেনে সংশোধিত মতো সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন ২০১৫-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এবং রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানি তার সদস্যদের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে সন্তুষ্ট যেটি এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. (পূর্বতন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি.) কর্তৃক প্রদত্ত।
ই-ভোটিং, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং আর্থিক বছরের ২০২৪-২৫-এর জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি, যার মধ্যে রয়েছে ই-ভোটিং নির্দেশাবলী, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্দেশাবলী, সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের সাথে অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত।
সদস্যরা নিম্নলিখিত বিষয়ে অবগত হবেন :
বিজ্ঞপ্তিটি সমস্ত সদস্যদের কাছে পাঠানো/ইমেল করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
ই-ভোটিং নির্দেশাবলীর ফর্মটি ২০তম এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ যা কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.purvflexipack.in**-এ এবং মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হয় **https:/in.mpms.mufg.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com**।
দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল **বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বিকাল ৫টায়।** উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের বাইরে দূরবর্তী ই-ভোটিং অনুমোদিত হবে না।
যে সকল সদস্যরা এজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারা সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না।
ইলেকট্রনিক ভোটিং/ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাটিও এজিএম-এ এমন সদস্যদের জন্য উপলব্ধ করা হবে যারা ইতিমধ্যেই মিটিংয়ের আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। এজিএম-এ লেনদেন করা ব্যবসার আইটেম সম্পর্কিত নথিগুলি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকবে, এজিএমের তারিখ পর্যন্ত সকল কার্যদিবসে এবং এজিএমের স্থানেও।
সদস্যদের ভোটদানের অধিকার কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে হবে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫**। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে নথিভুক্ত করা হয়েছে কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ, **সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫**-এ সুবিধাভোগী মালিকরা কেবলমাত্র এজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
যে কোনো ব্যক্তি যিনি সভার নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫**-এ শেয়ার ধারণ করেন, তাদের ই-ভোটিংয়ের জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত যেমনটি এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যা কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত। যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি. এর সাথে নিবন্ধিত তারা তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য।
আপনার যদি ই-ভোটিং সম্পর্কিত প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, সদস্যরা সাহায্য বিভাগের অধীনে **www.purvflexipack.in**-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি উল্লেখ করতে পারেন বা **cs@purvflexipack.in**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা শ্রীমতি বন্দনা ঠাক্কর, কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে।
কোম্পানি **শ্রী কুলদীপ বোথরা (কে. বোথরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস-এর স্বত্বাধিকারী), প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (পিসিএস), (সদস্য নম্বর এসিএস ৩৭৪৫২)** কে সুষ্ঠু এবং স্বচ্ছভাবে ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করেছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
পূর্ব ফ্লেক্সিপ্যাক লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
বন্দনা ঠাক্কর
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৫

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN L01222WB1983PLC59695
রেজিস্টার্ড অফিস : আরিহান্ট বিল্ডিং
৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
সদস্যগণের প্রতি নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ২০১ অধীনে শ্রী ওয়াংচুক দোরজি কে কোম্পানির সর্বক্ষণের নির্দেশক হিসেবে ২০. মে ২০২৫ থেকে পুনরায় নিয়োগ এবং পারিশ্রমিক প্রদান কোম্পানির - ২৭ মে ২০২৫ তারিখে ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় কোম্পানি এবং শ্রী ওয়াংচুক দোরজির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক অনুমোদিত মতে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের তপশিল ৫ এবং ধারা ১৯৬, ১৯৭, ২০৩(১) এবং (২০১৪ সালের অ্যাপয়েনমেন্ট অ্যান্ড রেমুনারেশন অব ম্যানেজেরিয়াল পার্সোনেল রুলস) কোম্পানি রুলসের রুল ৭ অধীনে অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী, কোম্পানির সদস্যগণের অনুমোদনের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় সংশ্লিষ্ট পেশ করা হবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
তাই ইন্ড্রাস্ট্রিজ লিমিটেড
(স্নিগ্ধা খেতন)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ অধিকারিক
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ আগস্ট ২০২৫

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজি অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন: +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ৯৮০৮, ২২৪৮৮১৭৩ ফ্যাক্স: +৯১-৩৩-২২৪৩০০২১
ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com,
ইমেল: jaibalaji@jaibalajigroup.com

কোম্পানির সদস্যদের ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পর্কিত সূচনা

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, **কোম্পানির ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা** (''এজিএম'') **১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৩০ (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') অথবা আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে, যা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এর সাথে পঠিত হবে, যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (''এমসিএ'') দ্বারা জারি করা হয়েছে এবং এমসিএ কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলার (সম্মিলিতভাবে 'এমসিএ সার্কুলার' হিসাবে উল্লিখিত) এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') কর্তৃক জারি করা হয়েছে, যা সেবি কর্তৃক এই বিষয়ে জারি করা পূর্ববর্তী সার্কুলারগুলির সাথে একত্রে পঠিত হয়েছে (সম্মিলিতভাবে 'সেবি সার্কুলার' নামে পরিচিত)। বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য, যা যথাসময়ে প্রচারিত হবে।
প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানির ২৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (ডিপি) রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে নিবন্ধিত। অধিকন্তু, সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৬(১)(বি) অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক পথ সহ ওয়েবলিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি, যার মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ সহ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোথায় পাওয়া যাবে, সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/আরটিএ/ডিপিতে নিবন্ধিত নয়। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.jaibalajigroup.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথাক্রমে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং বিএসই লিমিটেড যথাক্রমে **https://www.nseindia.com** এবং **https://www.bseindia.com**-এ পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য কোম্পানিতে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করতে পারবেন
ক) বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা **contact@mdplcorporate.com/ jaibalaji@jaibalajigroup.com** এই ঠিকানায় ইমেল করে নিম্নলিখিত তথ্য পাঠাতে পারেন- সদস্যের ঠিকানার প্রমাণ হিসেবে তাদের নাম, ফোলিও নম্বর, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি, ফর্ম আইএসআর ১ (কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়) এবং যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি) উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র। খ) ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা তাদের ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে নিবন্ধন করতে পারেন। সদস্যদের তাদের কেওয়াইসি বিবরণ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডেটোমেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১ এর সাথে যথাযথভাবে পূরণ করা বিনিয়োগকারী পরিষেবা অনুরোধ ফর্ম (আইএসআর ফর্ম) এবং স্বাক্ষরিত সংযুক্তি পাঠিয়ে আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
কোম্পানিটি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) কে তার সকল সদস্যকে এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত সকল রেজোলিউশনে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং সুবিধা (''রিমোট ই-ভোটিং'') প্রদানের জন্য নিযুক্ত করেছে। এছাড়াও, কোম্পানি এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধাও প্রদান করবে। ভিসি-র মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণের নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া, যার মধ্যে রয়েছে যে সদস্যরা তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি বা যারা ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করেন তারা কীভাবে ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন, তা এজিএমের নোটিশের অংশ হিসাবে প্রদান করা হবে। এজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট(গুলি) দেননি তারা এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। যে সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএমে যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন, তবে তারা সভায় ভোট দিতে পারবেন না। বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভার সময় ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে প্রদান করা হবে।
উপরোক্ত বিষয়ে আরও তথ্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, সদস্যরা উপরে উল্লিখিত ঠিকানায়/ই-মেইলে কোম্পানি/আরটিএ-কে লিখতে পারেন।
সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বিশেষ করে বার্ষিক সাধারণ সভার যোগদানের নির্দেশাবলী এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং বা বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের মাধ্যমে ভোটদানের পদ্ধতি মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
অজয় কুমার তাঁতিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২২ আগস্ট ২০২৫

কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল,
ফ্ল্যাট নং - ১সি, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, CIN : L27101WB2015PLC208523

১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার সকাল ১১.০০ টায়** কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস, অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩, শরৎ বোস রোড, ২য় তল, ফ্ল্যাট-১সি, কলকাতা-৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত **২২ আগস্ট, ২০২৫** তারিখের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।
এছাড়াও বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই **মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর বিধান অনুসারে, সংশোধিত। সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড-২ এবং রেগুলেশন ৪৪, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তের উপর এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি (পূর্বে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি) দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি, যার মধ্যে রয়েছে ই-ভোটিং নির্দেশাবলী, উপস্থিতি স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্দেশাবলী, সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল আইডি রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্টদের সাথে অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত।
সদস্যরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করুন :
বিজ্ঞপ্তিটি সকল সদস্যের কাছে প্রেরণ/ইমেল করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াটি **শুক্রবার, ২২ আগস্ট, ২০২৫** তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
ই-ভোটিং নির্দেশিকা ফর্মটি দশম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা কোম্পানির ওয়েবসাইট **http://www.coolcapsindustries.in** এবং মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি) ওয়েবসাইট **https://in.mpms.mufg.com/** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড **www.nseindia.com**-এ প্রদর্শিত হবে।
রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার সকাল ৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রবিবার বিকেল ৫.০০ টায়** শেষ হবে। রিমোট ই-ভোটিং নির্দিষ্ট তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না।
যেসব সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় বার্ষিক সাধারণ সভার সময় তাদের ভোটদানের অধিকারী হবেন না।
যেসব সদস্য সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় ইলেকট্রনিক ভোটিং/ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে। বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক বিষয় সম্পর্কিত নথিপত্র বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কর্মদিবসে সকাল **১১.০০ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা** পর্যন্ত কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির ইকুইটি পরিশোধিত শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের অনুপাতে থাকবে, যা কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখে প্রযোজ্য। যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখে সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, কেবল তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
সভার নোটিশ প্রেরণের পর এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ **সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫** তারিখে শেয়ারধারী যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হন এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লেখিত ই-ভোটিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা. লি. (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রা লি) এর সাথে ইতিমধ্যেই নিবন্ধিত সদস্যরা তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত যদি আপনার কোন প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে সদস্যরা **www.coolcapsindustries.in**-এ উপলব্ধ এফএকিউ এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সাহায্য বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা **cs@coolcapsindustries.in**-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসের কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার শ্রী অরিজিৎ ঘোষের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
কোম্পানি ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য শ্রী কুলদীপ বোথরা (কে. বোথরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের স্বত্বাধিকারী), অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব (পিসিএস), (সদস্যপদ নং এসিএস ৩৭৪৫২) কে স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে।
কোম্পানি ভোটদান এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য **শ্রী কুলদীপ বোথরা (কে. বোথরা অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের স্বত্বাধিকারী)**, (সদস্যপদ নং এসিএস ৩৭৪৫২) কে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
কুল ক্যাপস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
অরিজিৎ ঘোষ
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৩.০৮.২০২৫

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড
CIN : L65993WB1970PLC027781
রেজি অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা - ৭০০ ০১৬,
ফোন নং (০৩৩) ২২৮৭-৯৩৫৯/৯৩৬০, ফ্যাক্স নং : (০৩৩) ২২৮৭-২০৪৭
ইমেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

কোম্পানির ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ইউনাইটেড ক্রেডিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (''কোম্পানি'') এর ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম/সভা'') ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবার সকাল ১১.০০ টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স ('ভিসি')/আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সদস্যদের কোনও সাধারণ স্থানে উপস্থিতি ব্যতীত।
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন সার্কুলার এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সার্কুলার, সর্বশেষ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের ০৯/২০২৪ অনুসারে, কোম্পানিটি ২২ আগস্ট ২০২৫, শুক্রবার, ৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য আর্থিক বিবৃতি এবং অন্যান্য বিধিবদ্ধ প্রতিবেদন সম্বলিত বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এবং সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদনের নোটিশ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অথবা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত। এছাড়াও, কোম্পানি কর্তৃক একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে যেখানে ওয়েব-লিঙ্ক প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বিজ্ঞপ্তি এবং সমন্বিত প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ কোথায় পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে যারা কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট/ডিপোজিটরি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি।
উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ পাওয়া যাবে। ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমন্বিত বার্ষিক প্রতিবেদন সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস ইন্ডিয়া লিমিটেড ('সিডিএসএল) এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে। নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিতে উল্লেখিত নথিগুলি এই নোটিশ প্রচারের তারিখ থেকে বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পর্যন্ত ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পরিদর্শনের জন্য উপলব্ধ থাকবে। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা উল্লিখিত নথিগুলি পরিদর্শনের জন্য unitedcreditltd.com-এ কোম্পানিকে চিঠি লিখুন। ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে ই-ভোটিং কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধি, ২০১৪ (সংশোধিত) এর বিধি ২০ সহ পঠিত আইনের ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় মান এবং সংশোধিত সেবি (তালিকাবদ্ধকরণ ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) বিধি, ২০১৫ এর বিধি ৪৪ এবং এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানিটি বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেনের জন্য তার সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, এটি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য এনএসডিএল কে নিযুক্ত করেছে। রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়কালে উপলব্ধ থাকবে :

রিমোট ই-ভোটিং শুরুর তারিখ এবং সময়	**বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯টা)**
রিমোট ই-ভোটিং শেষের তারিখ এবং সময়	**রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫টা)**
রিমোট ই-ভোটিং এর যোগ্যতা নির্ধারণের কাট অফ ডেট	**সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫**

সদস্যদের মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র সেইসব ব্যক্তিদের নাম যাদের নাম সদস্যদের নিবন্ধনে, অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এবং সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) দ্বারা প্রদত্ত সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় উল্লেখিত তারিখ অর্থাৎ সোমবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রদর্শিত হবে, তারাই নোটিশে উল্লেখিত সিদ্ধান্তগুলিতে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। একবার কোনও সদস্য কোনও সিদ্ধান্তে ভোট দেওয়ার পরে, তিনি পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। নোটিশ পাঠানোর পর, যারা বাস্তব আকারে শেয়ারধারী এবং ব্যক্তিগত নয় এমন শেয়ারহোল্ডার, যারা কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অনুসারে শেয়ারধারী, তারা evoting@cdslindia.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই এনএসডিএল-তে রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। ই-ভোটিং পদ্ধতি ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের পাশাপাশি সদস্যদের কাছে প্রেরিত ইমেলে পাওয়া যাবে। কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট https://www.evotingindia.com/-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ 'প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন' (এফএকিউএস) এবং 'ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল' দেখতে পারেন।
সদস্যরা মনে রাখবেন যে সেবি মাস্টার সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 তারিখ ৭ মে ২০২৪ এর সাথে পঠিত সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 তারিখ ১০ জুন ২০২৪ অনুসারে, তালিকাভুক্ত সত্তার সকল ভৌত সিকিউরিটিজ ধারকদের জন্য তাদের প্যান, যোগাযোগের বিবরণ (পিন এবং মোবাইল নম্বর সহ ডাক ঠিকানা), ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর ('কেওয়াইসি বিবরণ') রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') এর কাছে আপডেট করা বাধ্যতামূলক, যদি তারা আপডেট না করে থাকেন। ১ এপ্রিল ২০২৪ থেকে কার্যকর সেবি সার্কুলার অনুসারে, আরটিএ অর্থাৎ, সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা) লিমিটেড শেয়ারহোল্ডারদের সমস্ত পরিষেবা অনুরোধ রেকর্ডে কেওয়াইসি বিবরণ আপডেট করার পরেই পূরণ করবে। পূর্বোক্ত সেবি সার্কুলার অনুসারে, বাস্তব আকারে সিকিউরিটি ধারণকারী সদস্যরা মনে রাখতে পারেন যে, কেওয়াইসি বিবরণ আরটিএ-এর সাথে আপডেট না করা হলে তাদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্রদেয় ভবিষ্যতের যেকোনো লভ্যাংশ আটকে রাখা হবে। কেওয়াইসি বিশদ আপডেট করার উদ্দেশ্যে, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা প্রয়োজনীয় ফর্মগুলি (আইএসআর -১ এবং আইএসআর-২ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.exideindustries.com-এ উপলব্ধ, যথাযথভাবে পূরণ করে, উক্ত ফর্মগুলিতে উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সংযুক্তি সহ) সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (প্রা) লিমিটেড-এর কাছে তাদের নতুন চিঠিপত্রের ঠিকানায় অর্থাৎ রসোই কোর্ট, ৬ষ্ঠ, ২০, স্যার আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ পাঠান। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের আবাসিক অবস্থা, প্যান এবং বিভাগ তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে পূরণ করুন এবং/অথবা আপডেট করুন অথবা যদি শেয়ারগুলি বাস্তব আকারে থাকে, তাহলে rta@cbmsl.com ই-মেইলে নথিপত্র পাঠিয়ে অথবা আরটিএ-এর ওয়েবসাইট www.cbmsl.com-এ নথিপত্র আপলোড করে ২২ আগস্ট ২০২৫ তারিখের মধ্যে-আরটিএ-তে জমা করুন।

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
দীপালি গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি
(মেম্বারশিপ নং এ৬৫৬৫২)
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২.০৮.২০২৫

ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেড
CIN : L26102WB1972PLC028352
ঠিকানা ৮৮সি, লেক ভিউ রোড, কলকাতা ৭০০০২৯
ই-মেইল : cs@indobell.com | ওয়েবসাইট : www.indobell.com

৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা, রিমোর্ট ই-ভোটিং এবং রেকর্ড ডেটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেড কোম্পানির তিপান্নতম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.৩০টায় (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্স (''ভিসি'')/ আদার অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (''ওএভিএম'') সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'') এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাবদ্ধকরণ প্রবিধান') কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে পঠিত প্রযোজ্য বিধান, ৫ মে, ২০২০ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ২০/২০২০ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৯/২০২৪ এবং এই বিষয়ে জারি করা অন্যান্য সার্কুলার (''এমসিএ সার্কুলার'') এবং আরও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (''সেবি'') ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের সার্কুলার (''সেবি সার্কুলার'') অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে উপস্থিতি ব্যতীত। সদস্যরা তাদের লগইন শংসাপত্র ব্যবহার করে www.evoting.nsdl.com এর মাধ্যমে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন।
এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, ২২ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সেইসব সদস্যদের কাছে ইমেল করা হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের(দের) কাছে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলারের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের প্রকৃত অনুলিপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। অধিকন্তু, তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৩৬(১)(বি) বিধি অনুসারে, যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের কাছে একটি চিঠি পাঠানো হচ্ছে। ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.indobell.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে। ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (''এনএসডিএল'') এর ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

১. রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (সকাল ৯টা আইএসটি)থেকে শুরু হবে এবং মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বিকাল ৫টা আইএসটি) এ শেষ হবে। ভোটদানের জন্য পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না;
২. রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোটদানের জন্য সদস্যের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
৩. যে কোনও ব্যক্তি, যিনি ইমেলের মাধ্যমে নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in অথবা cs@indobell.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন।
৪. যে সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভায় পূর্বে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না;
৫. বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী এবং যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন;
৬. যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা আমানতকারীদের দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে কাট-অফ তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে, তিনিই রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।
৭. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা ০২২-৪৮৮৬-৭০০০ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা pritamd@nsdl.com/ evoting@nsdl.com ঠিকানায় ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের কাছে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

এজিএমের কারণে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ইন্দোবেল ইনসুলেশনস লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
সঞ্জয় আগরওয়াল
কোম্পানির সেক্রেটারি
মেম্বারশিপ নং : এ১৫৭৮৫
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২২ আগস্ট, ২০২৫

বৈষ্ণবনগরে রহস্যজনক মৃত্যু একই পরিবারের তিন জনের

জলদূষণের অভিযোগ নস্যাৎ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনকভাবে একই পরিবারের শাশুড়ি, পুত্রবধূ এবং নাতনির মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার বৈষ্ণবনগরে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বাড়ির গৃহকর্তাও। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে দফায় দফায় ওই পরিবারের বালিকা-সহ দুই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকবাহাদুরপুর এলাকায়। মৃতরা হলেন পুষ্প মণ্ডল (৬৫), তার পুত্রবধূ বুল্টি মণ্ডল(৩৫) এবং নাতনি পিউ মণ্ডল (১০)। অসুস্থ রয়েছেন চুয়াল্লিশ বছরের স্বপন মণ্ডল, তিনি চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজে। বাড়িতেই চারজন একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বৈষ্ণবনগরের বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় চিকিৎসকরা তাঁদের মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। মালদা মেডিক্যাল কলেজে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় নাতনি পিউ মণ্ডলের। অপর দু'জনকে মালদা মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। তাঁরাও রাতে মারা যান। পরিবারের পাশাপাশি পুলিশেরও প্রাথমিক অনুমান, বিষক্রিয়ায় তাঁদের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ঘটনায় অসুস্থ গৃহকর্তা স্বপন মণ্ডল বলেন, 'এদিন দুপুর থেকেই বাড়ির সবাই অসুস্থবোধ করছিলাম। যদিও রাতে মাংস, ভাত খেয়েছিলাম সকলেই। কিন্তু তার আগে থেকেই শরীরের ব্যথা ও চুলকানি হচ্ছিল। এরপরেই একে একে অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের ধারণা প্লাবিত এলাকায় নলকূপগুলি ডুবে থাকার জন্যই বিষক্রিয়া তৈরি হয়েছে। সেই জল পান করেই এমন ঘটনা।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তদন্তে পৌঁছায় বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। অন্যদিকে, মণ্ডল পরিবারের দাবি মানতে নারাজ জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। মালদার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুদীপ্ত ভাদুড়ি বলেন, 'ওই এলাকায় আরও অনেক পরিবার রয়েছে। সেখানেও নদীর জল প্লাবিত হয়েছে এবং নলকূপ ডুবে রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা শুধু ওই পরিবারটির ক্ষেত্রে কিভাবে হলো? তাহলে আশেপাশের মানুষও পানীয় জলের সংক্রমণ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু তেমনটা হয়নি।' একই যুক্তি দেন কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূলের এক সদস্য হৃদয় মণ্ডলও। মালদা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'অসুস্থরা শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যাথা নিয়েই মালদা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। এখানে সংক্রমণজনিত কোনও অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি।' তবে ময়নাতদন্তে রিপোর্টের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বলা সম্ভব। পুরো বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করে দেখছে।

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠের তারা মাকে সাজানো হয়েছে।

স্কুলের সমস্যা তুলে ধরে 'হিরো' ইন্দাসের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: নজির সৃষ্টি বললেও বোধহয় কম বলা হয়। 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে উপস্থিত মন্ত্রী-সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকদের কাছে নিজেদের স্কুলের সমস্যার কথা তুলে ধরে এখন এলাকায় রীতিমতো 'হিরো' ইন্দাসের তেঁতুলমুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র

শেখ আয়ান আহমেদ। তার এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ওই এলাকার মানুষ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ইন্দাসের ফতেপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওই এলাকার ১৩০ ও ১৩১ নম্বর বুথকে নিয়ে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায় চৌধুরী, বিষ্ণুপুরের মহকুমাশাসক, ইন্দাসের বিডিও-সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা। এলাকার মানুষ তাদের সমস্যার কথা মন্ত্রী-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরার মাঝেই মাইক হাতে তুলে নেয় ছোট্ট শেখ আয়ান আহমেদ। তারপর উপস্থিত সকলের কাছে তেঁতুলমুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র তাদের স্কুলে মিড ডে মিলের শেড না-থাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে। এমনকি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যার সমাধানের অনুরোধও জানায় সে। পরে ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিতকে ওই ক্ষুদে ছাত্রের বক্তব্য বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

পাড়ায় সমাধান শিবিরে বিক্ষোভের মুখে দুই মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: শুক্রবার ঝাড়গ্রামের বিনপুর ১ নম্বর ব্লকের বাঁদরবনি জুনিয়র হাইস্কুলে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শনে গিয়ে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা ও চন্দ্রনাথ সিনহা। শিবির চলাকালীন একটি কক্ষে দুই মন্ত্রীকে ঘিরে ধরে এলাকার উন্নয়নের প্রশ্নে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

তাঁদের অভিযোগ, চার বছর পরেও একবারের জন্যও তাঁর নির্বাচিত এলাকায় এসে মানুষের এবং এলাকার সমস্যার কোনও খোঁজ খবর নেননি মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। রাস্তাঘাট এবং স্কুলের সমস্যার কথা বারবার জানানো হলেও কোনও রকম পদক্ষেপ করেননি বন প্রতিমন্ত্রী বীরবাহা। মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভের কথা এদিন চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শোনেন দুই মন্ত্রী। সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ সামাল দেন কারা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। এদিন শিবিরে পৌঁছানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বীরবাহাকে ঘিরে ধরেন গ্রামবাসীরা। এলাকার রাস্তা এবং আইসিডিএস সেন্টারের বেহালদশার কথা জানাতে থাকেন। বারবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তা জানতে চান তাঁরা। বছরের পর বছর যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও কেন দেখা পাওয়া যায়নি? সেই প্রশ্ন করেন গ্রামবাসীরা। কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার সামনেই বেহাল রাস্তা এবং আবাস যোজনায় কারচুপি-সহ একাধিক সমস্যার কথা ও অভিযোগ তুলে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শেষে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা গ্রামবাসীদের বোঝাতে গেলে গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে বীরবাহার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ করেন। কারা মন্ত্রী তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, এতদিন কী হয়েছে তা তার জানা নেই। এবার রাস্তার কাজ হবে। রাস্তার টেন্ডার হয়ে গেছে বলে আশ্বাস দেন। একইসঙ্গে গ্রামবাসীদের চাপে বাঁদরবনি থেকে কেন্দডাংরি পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার কাদা ভর্তি বেহাল রাস্তাটি পায়ে হেঁটে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী বীরবাহা এবং চন্দ্রনাথ।

বৃষ্টিতে রেকর্ড গড়ল পানাগড়, একদিনে ডুবল একাধিক অঞ্চল

জল থৈ থৈ ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয়েছিল বৃষ্টি। মাঝে মাঝে থামলেও সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় ফের বৃষ্টি। রাত যত বারে ততই বাড়তে থাকে বৃষ্টির পরিমাণ। প্রবল বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে যায় পানাগড়-সহ কাঁকসার বিভিন্ন এলাকা। কোথাও রাস্তার ওপর জল জমে যায়। আবার কোথাও জল বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। রাতভর বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে যায় পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। সারা রাত ধরে চরম ভোগান্তিতে পড়েন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। হাসপাতালের পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড থেকে শুরু করে সমস্ত বিভাগে জল ঢুকে যায়। নিকাশি নালার জল বৃষ্টির সঙ্গে মিশে গিয়ে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে পড়ায়, হাসপাতাল জুড়ে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। শুক্রবার সকালে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ায় জল কিছুটা কমলেও, হাসপাতাল চত্বরে জমা জলের ওপর দিয়েই হাসপাতালে প্রবেশ করেন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। ফলে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় সকলকে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীরা জানিয়েছেন, 'এমন বৃষ্টি তারা বিগত দিনে দেখেননি। সারারাত ধরে বৃষ্টির জেরে হাসপাতালের বেডের ওপরে বসে রাত পার করতে হয়েছে। কখনও সাপ, কখনও ব্যাঙ ঢুকে পরে হাসপাতালে। চিকিৎসক থেকে নার্স সকলেই চেয়ারের ওপর পা তুলে বসে রাত পার করেন।' যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাসপাতালের জমা জল নিষ্কাশনের কোনও রকম উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রোগী ও পরিজনদের। এদিন শিশুদের ওয়ার্ড জলমগ্ন থাকায় ও বেশ কিছু রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসক রথীন মুখার্জি জানিয়েছেন, 'প্রবল বৃষ্টির জলের সঙ্গে নিকাশিনালার জল হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। তবে শুক্রবার সকাল থেকে কিছুটা হলেও জল কমে। কিছু ওয়ার্ডের ভিতরে জল জমে থাকে। তারই মধ্যেই তাঁরা পরিষেবা দিতে থাকেন।' কেউ জলে দাঁড়িয়ে নিলেন ওষুধ। কেউ চেয়ারের পা তুলে নিলেন লিমুলাইজার, আবার কেউ জলে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের কাছে করালেন চিকিৎসা। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি নেতা রমন শর্মা বলেন, 'এটাই উন্নয়ন। নিকাশি নালাগুলো সাফাইয়ের কোনও উদ্যোগ নেয়নি পঞ্চায়েত। যার কারণে সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে মানুষকে। অন্তত পাম্প চালিয়ে জল নিষ্কাশন করা উচিৎ ছিল।'

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank / ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক গড়িয়া বাজার শাখার জন্য লিজে প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, গড়িয়া বাজার কলকাতা সিটি, জেলা ২৪ পরগনা, দক্ষিণ, পশ্চিমবঙ্গ পরিমাণ ১১০০ থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া একতলায়, প্রধান সড়ক ব্যবসায়িক ব্যস্ত এলাকা ভালো দৃশ্যমানতা এবং পার্কিং স্পেস সহ ন্যূনতম ১৫ বছরের লিজের মেয়াদে ব্যাঙ্ক শাখা এবং আনুমানিক ১০০ বর্গফুট এটিএম স্থাপনের জন্য আগ্রহীদের কাছ থেকে লিজের ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই তৈরি/নির্মীয়মান প্রেমিসেস) দিতে ইচ্ছুক মালিকগণের কাছ থেকে দুই ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল বিড) টেন্ডার আহ্বান করছে।
নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে টেন্ডার ফর্ম ২৩.০৮.২০২৫ দুপুর ১২টা থেকে ০৮.০৯.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি এর আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর অনুকূলে প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে সংগ্রহ করতে পারেন। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৮.০৯.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে www.indianbank.in ওয়েবসাইট থেকে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

যূকো বৈংক UCO BANK

ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা
৫, লালা লাজপৎ রায় সরণি
২য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০

লকার ভেঙে খোলার বিজ্ঞপ্তি

ইউকো ব্যাঙ্ক ব্যবস্থিত সেফ ডিপোজিট লকারস সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত লকার হোল্ডাদের অধীনে, লকার ভাড়া দীর্ঘদিন প্রদান করা হয়নি ফলে জরিমানা বিলম্ব/না আদায় দেওয়ার জন্য অধিক বকেয়া রয়েছে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারদের প্রতি সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অনাদায়ী ভাড়া প্রদানের জন্য নোটিশ ইস্যু করেছে।

ক্রম নং	শাখার নাম (সোল আইডি)	লকার নং	লকার ভাড়াকারী(গণের) নাম	অধিক বকেয়া পরিমাণ(টাকায় জিএসটি ব্যতীত)	বকেয়া
১.	বিটি রোড (০৬৭৬)	এএ০২১	প্রিয়দর্শিনী সিনহা	১৭৪৪৫	২৬.০২.২০২০
২.	বিটি রোড (০৬৭৬)	সিএ০১৬	কৃষ্ণা মিত্র	১৩৬০৬	২০.০৮.২০২০
৩.	বিটি রোড (০৬৭৬)	সিএ০৪৭	শতবীর সিং	১৫৪৭৩	২৯.০৯.২০২০

লকার হোল্ডারগণের উত্তরদানে অনীহার কারণে ব্যাঙ্ক উল্লিখিত লকারগুলি ৩০.০৮.২০২৫ তারিখের পর ভেঙে খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লকারে, যদি কিছু থাকে, অংশত/সম্পূর্ণ নিলাম করা হবে প্রয়োজন মতো এবং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি মোতাবেক বকেয়া সমন্বিত হবে। লকারের অবশিষ্ট দ্রব্যাদি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট লকার হোল্ডারগণের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং ব্যয়ে ব্যাঙ্ক নিজের হেফাজতে রাখবে। কোনও কারণে লকারে থাকা দ্রব্যাদির দ্বারা ব্যাঙ্কের বকেয়া উশুলে অপর্যাপ্ত হয় তবে লকার হোল্ডারগণ বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। লকার হোল্ডারগণ তাদের লকারগুলি পুনরায় পেতে আগ্রহী হলে, সংশ্লিষ্ট শাখার সঙ্গে ২৯.০৮.২০২৫ যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ : ২৩.০৮.২০২৫, স্থান : কলকাতা — ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank / ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
২য় ও ৩য় ফ্লোর,১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১
পাইকপাড়া শাখা

পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

১. **শ্রী তারকেশ্বর দুবে,** পিতা - রামফের দুবে, মঙ্গল ভবন, ফ্ল্যাট নং - ১বি, হোল্ডিং নং - আর.জি.এম. ১১/২৪৫২ আর.জি.এম. ১৬৯৭/৯৬, তেঘরিয়া, চিনার পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭।
২. **শ্রীমতী সুমন দুবে,** স্বামী- শ্রী তারকেশ্বর দুবে, মঙ্গল ভবন, ফ্ল্যাট নং - ১বি, হোল্ডিং নং - আর.জি.এম. ১১/২৪৫২ আর.জি.এম. ১৬৯৭/৯৬, তেঘরিয়া, চিনার পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭।

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার **১১.০৪.২০২৫** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা- **শ্রী তারকেশ্বর দুবে,** পিতা - শ্রী রামফের দুবে এবং **শ্রীমতী সুমন দুবে,** স্বামী - শ্রী তারকেশ্বর দুবে, ফ্ল্যাট নং ১বি, মঙ্গল ভবন, তেঘরিয়া চিনার পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭, আমাদের পাইকপাড়া শাখার, -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া **২৯,৭৮,৩৮৯.০০ টাকা (উনত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশো উননব্বই টাকা মাত্র)** পরিশোধ করার জন্য তাদেরকে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন ঢ তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৩০,৬৫,৩২৯.০০ টাকা (ত্রিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো উনত্রিশ টাকা মাত্র)** ২১.০৮.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল :

সম্পত্তির বিশদ	চতুর্সীমার বিবরণ
স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এর সকল, যার নং ১বি, প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ১১৮৮ বর্গফুট, এতে আছে ৩টি শয়নকক্ষ, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১টি পূজা ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি বাথরুম ও পায়খানা, ১টি টয়লেট এবং ২টি বারান্দা, সাথে আছে উক্ত বহুতল ভবন **'মঙ্গল ভবন'** এর জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা আগ্রহ, যা মৌজা - তেঘরিয়া, পরগনা কলিকাতা, জে.এল. নং - ৯, আর.এস. নং - ১১৬, তৌজি নং - ১৯১, আর.এস. খতিয়ান নং - ২৩০ ও ২৩১, আর.এস. এল.আর. দাগ নং - ১৯৩, ১৯৫, **মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং - আর.জি.এম.-১৬৯৭/৯৬, তেঘরিয়া, ওয়ার্ড নং - ১১, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি, থানা বর্তমানে বাগুইহাটি (আগে রাজারহাট), জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, নিবন্ধিত দলিল নং - আই-১৯০৪-১১৭৬৭/২০১৬, তারিখ ২২.১২.২০১৬ অনুসারে। সিইআরএসএআই বিবরণ- সম্পদ আইডি- ২০০৭৯৪১০৪১৭, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি- ৪০০৭৭৭৭৭৯৪৪।**	**উত্তরে-** ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, **দক্ষিণে-** ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, **পূর্বে-** পরেশ নাথ রাই এবং অন্য একটি প্রকল্পের জমি, প্লট নং ই/৯, **পশ্চিমে-** প্লট নং 'কে' প্রকল্পের দাগ নং ১৯৫ এর অংশ, প্লট নং ই/১০বি।

তারিখ: **২১.০৮.২০২৫**, স্থান: **কলকাতা** — স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838 ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল,
কলকাতা - ৭০০০১৭ ফোন নং - (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১))
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ /আইনি উত্তরাধিকারীগণ** এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১. ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২. অ্যাকাউন্ট নাম্বার	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখলের তারিখ গ. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**১. ঋণগ্রহীতা** বীরেন্দ্র চৌধুরী **সহ-ঋণগ্রহীতা -** শেষ নাথ চৌধুরী ২) ২৫৬৬৭৫১০০০০১৭৩১	**ক. ০৯.০৪.২০২৫** **খ. ১৮.০৮.২০২৫** **গ. ৬,০৩,৮৫৪.৪৫ টাকা** (ছয় লাখ তিন হাজার আটশ চুয়ান্ন টাকা এবং পঁয়তাল্লিশ পয়সা) **৩০.০৯.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি ফ্ল্যাট প্রেমিসেস ফ্ল্যাট নং বি, দোতলায়, পরিমাপ ৯৮০ বর্গফুট এবং একটি কার পার্কিং গ্যারাজ একতলায় সৌহার্দ্য ভবনে নির্মিত জমির পরিমাপ ১১ ডেসিমেল, মৌজা : আসানসোল, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৮৮৪,৮৮৫, এবং ৮৮৬, আরএস খতিয়ান নং ৬৬৯, ৪১০ এবং ৭৭৭, এডিএসআর এবং পুরসভা আসানসোল, থানা : আসানসোল দক্ষিণ, জেলা : বর্ধমান।

তারিখ : ২৩.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল ৮(১)]

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহীদ সূর্য সেন রোড
পোস্ট-বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক /**পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক**-এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে দাবি বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/গণকে আহ্বান জানিয়ে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিরুদ্ধে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক উক্ত বিজ্ঞপ্তি(সমূহ)-র তারিখ/বিজ্ঞপ্তি(সমূহ) গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও কমনভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা জানানো হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে উল্লিখিত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক এবং তদুপরি সুদ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্টের নাম খ) শাখার নাম	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স রুচিমা ফুড প্রোডাক্টস, অংশীদারগণ:** শ্রী ত্রিদিব ভাটিয়া এবং শ্রীমতী নিতা ভাটিয়া **খ) বহরমপুর (০২২৯২০)**	আবাসিক জমি এবং ভবন এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার পরিমাপ ১০ ডেসিমেল, যার উপর ১১৬৭ বর্গফুট (গ্রাউন্ড ফ্লোর ও ১ম ফ্লোর প্রতিটি) পরিমাপের দোতলা ভবন অবস্থিত, যার আর.এস. প্লট নং ৩৯, এল.আর. প্লট নং ৬১, এল.আর. খতিয়ান নং ৫২০, মৌজা বারামগঞ্জ, জে.এল. নং ২২, চুনাখালী আমতলা, ডাকঘর- গোপীনাথপুর, থানা- মুর্শিদাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তিটি **শ্রীমতী নিতা ভাটিয়ার** নামে আছে ২০০৮ সালের আই-১৪৬২ নং দানপত্র দলিল অনুযায়ী। **চতুর্সীমা: উত্তরে:** ত্রিদিব ভাটিয়ার খালি জমি, **দক্ষিণে:** ত্রিদিব ভাটিয়ার আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, **পূর্বে:** বহরমপুর- লালগোলা রোড, **পশ্চিমে:** ত্রিদিব ভাটিয়ার গুদাম।	ক) ১৯/০৫/২০২৫ খ) ২১/০৮/২০২৫ গ) ৭৬,৬০,৪৮৪.৯৪ টাকা **(ছিয়াত্তর লক্ষ ষাট হাজার চারশো চুরাশি টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা মাত্র)** ৩০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী, এর সাথে অতিরিক্ত সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ইত্যাদি যুক্ত হবে।

তারিখ: ২১.০৮.২০২৫
স্থান: চুনাখালি, আমতলা মোড়, মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার,
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

HINDUJA HOUSING FINANCE

হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড
৭/১, লর্ডস বিল্ডিং, লর্ডস সিনহা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৭১

পরিশিষ্ট ৪
দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু, নিম্ন স্বাক্ষরকারী হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড -এর একজন অনুমোদিত অফিসার হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (উক্ত আইন) -এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ (উক্ত রুলস) এর সেকশন ১৩(১২) এবং রুল ৩ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, উক্ত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নিচে কলম (৩) -এ উল্লিখিত তারিখে নোটিশ জারি করেছেন, যেখানে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা এবং অন্যদেরকে, নিচে প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী, নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকরা তাদের বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এই নোটিশের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকদের এবং সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, স্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নিচে উল্লিখিত তারিখে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির প্রতীকী দখল গ্রহণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/সম্পত্তির মালিকদের এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা যেন এই সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো প্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তিগুলির সাথে কোনো লেনদেন করলে তা নিচে উল্লিখিত অর্থের জন্য হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিমিটেড -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপধারা (৮) এর বিধানের প্রতি, যেখানে সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/সহ- ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা/ ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নং	বকেয়া পরিমান (টাকায়) বর্তমান তারিখ অনুযায়ী	ক) ১৩ (২) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ	স্থাবর সুরক্ষিত সম্পত্তির বিবরণ
শ্রী প্রশান্ত মণ্ডল, পিতা - অনল চন্দ্র মণ্ডল, ঠিকানা - জদুজা আইজি ফন্নান্স দিয়াড়া, খেয়াদহ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা - সোনারপুর, ল্যান্ডমার্ক - অলোক ভারতী মডেল স্কুল সেমি আরবান, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০। **...ঋণগ্রহীতা** পঞ্চমী দাস, পিতা - গোপীনাথ দাস, নয়াবাদ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা- সোনারপুর, ল্যান্ডমার্ক- অলোক ভারতী মডেল স্কুল, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৫০। **...সহ-ঋণগ্রহীতা**	WB/KLK/KLKT/A000 000303	১২,১৩,২৬৯/- টাকা (বারো লক্ষ তেরো হাজার দুশো উনসত্তর টাকা মাত্র)	ক) ১২.০৩.২০২৫ খ) ২০.০৮.২০২৫	০১ কাঠা এবং ০৮ ছটাক পরিমাপের জমির সকল যার আর.এস. দাগ নম্বর ১৩২, এল.আর. দাগ নম্বর ২০৪, আর.এস. খতিয়ান নং ৭২ এবং ৭৪ (দলিল অনুযায়ী), এল.আর. খতিয়ান নং ২০৩ এবং ১৩৮৪ (এল.আর. পর্চা অনুযায়ী), জে.এল. নং ৫, তৌজি নং ৩৯, মৌজা- আটঘরা, থানা- সোনারপুর, পঞ্চায়েত - খেয়াদহ, পিন - ৭০০১৫০।

তারিখ: ২৩.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার,
হিন্দুজা হাউজিং ফাইনান্স লিঃ

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ শ্রাচী টাওয়ার, ৪র্থ তল, ৬৮৬, আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০১০৭।	**মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ** গ্রাম : খুরামপুর, তহসিল - ফারুক নগর, জেলা: গুরগাওঁ, হরিয়ানা, পিন- ১২২৫০৬	
শ্রী আশিস কুমার মৈত্র, (মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর কাম গ্যারান্টর) এডি-৩৪১, সল্টলেক, সেক্টর-১, কলকাতা-৭০০০৬৪।	**শ্রী অলোক কুমার ব্যানার্জি, (মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর কাম গ্যারান্টর)** এফই-৮৮, সল্টলেক, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯১।	**শ্রী কমলেন্দু নাথ সান্যাল, (মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর কাম গ্যারান্টর)** এ/৫, মিগ বিল্ডিং, ওয়ার্ড নং ৪৭, ব্যাঁটরা, হাওড়া-৭১১ ১০৪।

রেফা. নং- SARB/SB/2025-26/KK/431 — তারিখ: ১৮.০৮.২০২৫
প্রিয় মহাশয় / মহাশয়া,
বিষয়:- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
ঋণগ্রহীতা : মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ, সিআইএফ-৮০৩৯৪৪৫৯৮২১
এ/সি নং- (১) ৩৮৩৫৩২৮২১৬৩, (২) ৩৮৩৫৩৩১১২৭৫, (৩) ৩৮৩৫৩৩২৩৮৫৮, (৪) ৩৮৩৫৩৩৬১২৪৮ (এইউসিএ)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **০৯/০৬/২০১৫** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২৩/১১/২০২১** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে । কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিনের** মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে:
অফিস স্পেস নং ৩ডি, ৪র্থতলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭৪৪ বর্গফুট কমবেশি সংশ্লিষ্ট ভবনে পরিচিত শ্রাচি টাওয়ার, এবং ২টি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং বি-৭ এবং বি-৮, বেসমেন্টে উক্ত ভবনে এবং অবিভক্ত লিজ অধীন সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অধিকার জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪৩.২৪ কাঠা , প্লট নং ১-২৫/বি/১ , পূর্ব কলকাতা অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প অনুযায়ী প্রেমিসেস নং ৬৮৬, আনন্দপুর, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস, থানা : কসবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত **মেসার্স অনঙ্গ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ** -এর নামে উল্লেখ্য হস্তান্তর তথা নিযুক্ত দলিল নং আই-১২৯১০।
সংরক্ষিত মূল্য : ১.৮৯ কোটি টাকা।
এতদ্বারা আবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) সংস্থানের প্রতি আপনাদের মনোযোগ অকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ: ২৩.০৮.২০২৫, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI

এসবিআই, এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া,
টেলি. নং: ০৩৩-২৬৬১০২২৭, ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ:- নাম: শ্রী রোহান এন্ডো, মোঃ- ৯৬৭৪৭০০২৮৫, ই-মেইল আইডি: sbi.16822@sbi.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৮.০৯.২০২৫ সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি দেববাণী সেনগুপ্ত,** স্বামী- স্বর্গীয় সব্যসাচী জাভেদ আরমান সেনগুপ্ত, জে.বি./১৩০২, সুখবৃষ্টি, শাপোরজি পালোঞ্জি হাউজিং কমপ্লেক্স, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া- ৩, রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৩৫	সর্বসাকুল্যে ১৩৮০.৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকা সহ ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত সি-১ এবং সি-২ ফ্ল্যাট, যার মধ্যে রয়েছে ৪টি শয়নকক্ষ, ১টি বসার ও খাবার ঘর, ১টি ঠাকুর ঘর, ১টি রান্নাঘর, ২টি শৌচাগার এবং ১টি বারান্দা। ফ্ল্যাটটি **"শ্রদ্ধা অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক ভবনে অবস্থিত, যার ঠিকানা ১১৫, ক্রাইপার রোড (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী রোড), মৌজা - কোন্নগর, খতিয়ান নং - ১৭৬১, দাগ নং- ১৬৬৫, হোল্ডিং নং - ৪২৭/৩৬১, থানা - উত্তরপাড়া, কোন্নগর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং - ১৪, জেলা - হুগলী। **সম্পত্তিটি শ্রী সব্যসাচী জাভেদ আরমান সেনগুপ্তের নামে আছে।**	৭,৩৩,০৭৪/- টাকা (সাত লক্ষ তেত্রিশ হাজার চুয়াত্তর টাকা মাত্র) যা **২৮.০১.২০২৫** অনুযায়ী, এর সাথে চুক্তি অনুযায়ী সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি যুক্ত হবে।	২৩,৯৪,০০০/- টাকা / ২,৩৯,৪০০/- টাকা / ১০,০০০/- টাকা; **পরিদর্শনের তারিখ ০২.০৯.২০২৫**

দখলের ধরন: বাস্তবিক
ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- https://baanknet.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।
● নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৩.০৮.২০২৫
স্থান: রাজারহাট, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৯(১) এর শর্তাবলী দেখুন যা রুল ৮(৬) এর সাথে পঠিতব্য]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০৯.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো হচ্ছে যে, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/চার্জ হিসেবে থাকা নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া -এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, তা "যেমন আছে যেখানে আছে", "যেমন আছে ঠিক তেমন" এবং "যা আছে তাই" ভিত্তিতে **২৫.০৯.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে। এই বিক্রি **(১) শ্রী পলাশ দেব (মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউসের স্বত্বাধিকারী ও গৃহ ঋণের সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা শ্রী সুবোধ চন্দ্র দেব, **(২) শ্রীমতী রিনা দেব (মেসার্স নয়ন শাড়ি হাউসের জামিনদার ও গৃহ ঋণের ঋণগ্রহীতা),** স্বামী শ্রী পলাশ দেব, উভয়ের ঠিকানা- গ্রাম ও ডাকঘর ফুলিয়া বেলেমাঠ, থানা শান্তিপুর, জেলা নদীয়া ৭৪১৪০২ -এর থেকে সিকিউরড ক্রেডিটর-এর প্রাপ্য **৭৪,৬৮,১৮৫.০০ টাকা (২২.০৮.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী)** এবং তার সাথে ভবিষ্যৎ সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, চার্জ ইত্যাদি আদায়ের জন্য করা হচ্ছে। সংরক্ষিত মূল্য হবে : **৮৫,৮৩,০০০.০০ টাকা,** আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে: **৮,৫৮,৩০০.০০ টাকা** এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ হবে **২৫,০০০.০০ টাকা।**

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
১. স্বয়ং সম্পূর্ণ জমি ও ভবন (গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্রথম ফ্লোর এবং দ্বিতীয় ফ্লোর) এর সকল যার পরিমাপ ৩৯২০.৪০ বর্গফুট (৫.৪৪৫ কাঠা), মৌজা- উদয়পুর, জে.এল. নং - ৭৩, আর.এস. নং ও এল.আর. দাগ নং - ৪৭১, ৪৭১/১৪২২, এল.আর. খতিয়ান নং - ২৪৬২, থানা - শান্তিপুর, ফুলিয়া বেলেমাঠ গ্রামে নদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ডাকঘর ফুলিয়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৪০২। **দলিল নং - আই-২৬১৭** তারিখ ২০.০৭.২০০৫ এবং **দলিল নং - আই-২৬১৮** তারিখ ২০.০৭.২০০৫ অনুযায়ী নিবন্ধিত, যা এ.এস.এস.আর. শান্তিপুর-এ নিবন্ধিত। **চতুর্সীমা:-** উত্তর- শ্রী সত্যেন পালের একতলা ভবন, দক্ষিণ- মালিকের জমি এবং শ্রী বিদ্যুৎ দাসের একতলা ভবন, পূর্ব- শ্রী দুর্গা চরণ পালের জমি, পশ্চিম- রাস্তা এবং শ্রী চন্দন বিশ্বাসের দোতলা ভবন।
২. স্বয়ং সম্পূর্ণ খালি জমি (সীমানা দেওয়া) এর সকল যার পরিমাপ ১০৭৮.১১ বর্গফুট (১.৫০ কাঠা) মৌজা- উদয়পুর, জে.এল. নং - ৭৩, আর.এস. নং ও এল.আর. দাগ নং - ৪৭১, এল.আর. খতিয়ান নং - ২৪৬২, পি.এস. - শান্তিপুর, ফুলিয়া বেলেমাঠ গ্রামে নদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, ডাকঘর ফুলিয়া, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪১৪০২। **দলিল নং - আই-৫৭১২** তারিখ ১২.১২.২০১২ অনুযায়ী নিবন্ধিত, যা এ.এস.এস.আর. শান্তিপুর-এ নিবন্ধিত। **চতুর্সীমা:-** উত্তর- মালিকের তিনতলা ভবন, দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্ব- শ্রী বিদ্যুৎ দাসের জমি, পশ্চিম- শ্রী আগমণী ঘোষের একতলা ভবন।
উভয় সম্পত্তি একটি একক সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ, তাই এটি একটি একক সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৯.২০২৫ — **বাস্তবিক দখল** — যোগাযোগ নং ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ২৩.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফের দিল্লির স্কুলে বোমা-হুমকি, আতঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: বিগত কয়েকদিন ধরে দিল্লির একাধিক স্কুলে বোমাতঙ্কের জেরে রীতিমতো আতঙ্কে পড়ুয়া ও অভিভাবকরা। শিকেয় উঠেছে পঠনপাঠন। এমতাবস্থায় শুক্রবার ফের দিল্লির স্কুলে বোমাতঙ্ক! স্কুলে বোমা রয়েছে, এমনই ইমেল পাঠানো হয়। হুমকি ইমেল পাওয়ার পর স্কুলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল। তবে, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লির দ্বারকা সেক্টর-৭-এর একটি স্কুলে ইমেলের মাধ্যমে বোমা হামলার হুমকি পাওয়া গেছে। সকাল ৭টায় দিল্লি ফায়ার সার্ভিস এই তথ্য পায় এবং পুলিশ ও দমকল বাহিনী বর্তমানে ঘটনাস্থলে রয়েছে।

গয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা
১৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস

গয়া, ২২ অগস্ট: বিহারের গয়ায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। শুক্রবার গয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠান থেকে ১৩-হাজার কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন রাম মানঝি ও মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার।

এদিন রোড শো করে সভাস্থলে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী এদিন বিদ্যুৎ, সড়ক, স্বাস্থ্য, নগর উন্নয়ন এবং জল সরবরাহের জন্য প্রায় ১৩,০০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য গঙ্গা নদীর ওপর আউন্টা-সিমারিয়া সেতু প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন। তিনি গয়া ও দিল্লির মধ্যে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং বৈশালী ও কোডারমার মধ্যে বৌদ্ধ সার্কিট ট্রেনেরও উদ্বোধন করেন।

ভোটার অধিকার যাত্রার ষষ্ঠ দিন, জামালপুরে মুসলিম বিদ্বানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রাহুল ও তেজস্বীর

জামালপুর, ২২ অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুক্রবার ষষ্ঠ দিনে পড়ল। এদিন সকালে বিহারের জামালপুরে মুসলিম বিদ্বানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন রাহুল গান্ধি ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী শুক্রবার সকালে মুঙ্গেরের জামালপুরে এসে পৌঁছন। সেখান থেকেই শুরু হয় 'ভোটার অধিকার যাত্রা'।

এরই ফাঁকে জামালপুরে মুসলিম বিদ্বানদের সঙ্গে কথা বলেন রাহুল ও তেজস্বী। কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল এদিন ভোটার অধিকার যাত্রা-য় অংশ নিয়ে বলেন, 'আমি মনে করি সুপ্রিম কোর্ট বিহারকে ন্যায়বিচার দেবে। এটাই সাধারণ অনুভূতি। বিহারে এসআইআর সম্পর্কিত প্রকৃত সমস্যা রয়েছে। রাহুলজি এবং তেজস্বী জি যখন বিহারে যাত্রা করছেন, তখন জনগণ তাঁদের কাছে পোক্ত প্রমাণ-সহ অভিযোগ করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি কতজন প্রকৃত ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করছি।'

রাষ্ট্রসঙ্ঘ মহিলা সামরিক আধিকারিক কোর্স ২০২৫-এ অংশগ্রহণকারী মহিলা শান্তিরক্ষীদের সঙ্গে কথা রাজনাথের

নয়াদিল্লি, ২২ অগস্ট: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং শুক্রবার ভারত সহ ১৬টি দেশের মহিলা আধিকারিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় যোগ দেন। এরা সকলেই নতুন দিল্লির মানেকশ সেন্টারে প্রায় দু সপ্তাহের রাষ্ট্রসঙ্ঘ মহিলা সামরিক আধিকারিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় সেন্টার ফর ইউনাইটেড নেশনস পিসকিপিং ১৮-২৯ অগস্ট এই কোর্সের আয়োজন করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মিশনগুলিতে মহিলা সামরিক আধিকারিকরা যাতে আরও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেজন্য তাদের পেশাদারি সক্ষমতা বাড়ানো এই কোর্সের লক্ষ্য। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

পিআইবির তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলির বৃহত্তম অংশগ্রহণকারী হিসেবে ভারত চায় মহিলারা আরও বেশি সংখ্যায় এই সব মিশনে অংশগ্রহণ করুন। এই ধরনের উদ্যোগ মহিলা আধিকারিকদের জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে তুলবে।

রাজনাথ সিং বলেন, সশস্ত্র বাহিনী এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। তারা যাতে কাজ করার এবং নেতৃত্ব দেওয়ার সমান সুযোগ পান তা নিশ্চিত করা হবে। এই বিষয়ে ভারত, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং অন্য অংশীদার দেশগুলির সঙ্গেও একযোগে কাজ করতে আগ্রহী। এই কোর্সে ভারতের ১২ জন মহিলা আধিকারিক ও ৫ জন শিক্ষানবিশ ছাড়াও আমেরিকা, কঙ্গো, মিশর, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, লাইবেরিয়া, মালয়েশিয়া, মরক্কো, নেপাল, সিয়েরা লিয়ন, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া, উরুগুয়ে এবং ভিয়েতনামের মহিলা সামরিক আধিকারিকরা যোগ দেওয়ায় এটি প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময়ের এক প্রাণবন্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

রাজনাথ সিং বলেন, মহিলা আধিকারিকরা শান্তিরক্ষা মিশনগুলিতে এক অমূল্য দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেক্ষাপট এনেছেন। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে তাঁরা অনেক সহজে মিশতে পারেন, তাঁদের আস্থা আর্জন করতে পারেন। বিশেষত মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে তাদের বোঝাপড়া অনেক সহজ হয়। সংঘর্ষদীর্ণ কোনও সমাজের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মহিলা আধিকারিকদের উপস্থিতি যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে সহায়ক হয়, মানবিক সহায়তার নাগাল পেতে সাহায্য করে। এছাড়া মহিলা শান্তিরক্ষীরা স্থানীয় মহিলা ও শিশু কন্যাদের কাছে রোল মডেল হয়ে ওঠেন। তাঁদের দেখাদেখি মহিলা ও শিশুরাও শান্তি ও সুরক্ষা প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এই উপলক্ষে 'ব্লু হেলমেট ওডিসি সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ ইন্ডিয়ান পিসকিপিং' শীর্ষক একটি জার্নালের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। এতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষা মিশনে ভারতের ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার বিশদ বিবরণ রয়েছে। চিফ অফ আর্মি স্টাফ জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ও অন্য পদস্থ সামরিক আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প

উশুয়া, ২২ অগস্ট: দক্ষিণ আমেরিকা ও অ্যান্টার্কটিকার মাঝামাঝি ড্রেক প্রণালীতে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৫। তবে এ ঘটনায় কোনও সুনামি সতর্কতা নেই বলে জানিয়েছে প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার। যদিও এর আগে তারা চিলির উপকূলীয় এলাকায় স্বল্প সময়ের জন্য সুনামি সতর্কতা জারি করেছিল। ভারতীয় সময় অনুসারে, শুক্রবার সকাল ৭টা ৪৬ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থা ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে। ইউএসজিএস আরও জানায়, ভূমিকম্পের কেন্দ্র আর্জেন্টিনার উশুয়া শহর থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে। শহরটিতে প্রায় ৫৭ হাজার মানুষের বসবাস।

পাঁচিল টপকে সংসদ চত্বরে অনুপ্রবেশ ব্যক্তির: কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপের মধ্যেই গাছ বেয়ে, পাঁচিল টপকে সাতসকালে সংসদ চত্বরে ঢুকে পড়ল এক যুবক। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার এই ঘটনা সংসদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ফের প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, রেল ভবনের দিক থেকে দেওয়াল টপকে নতুন সংসদ ভবনের গরুড় দরজায় প্রবেশ করেন অনুপ্রবেশকারী।

ময়দান

ঘুষ-কাণ্ডে সাসপেন্ড দেবব্রত দাস
ওম্বুডসম্যানের শুনানির আগে সিএবির পালটা যুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার ক্রিকেট প্রশাসনে বড়সড় বিতর্ক তৈরি হয়েছে সিএবির যুগ্মসচিব দেবব্রত দাসকে কেন্দ্র করে। অ্যাপেক্স কাউন্সিল তাঁকে সাসপেন্ড করেছে এবং এই সিদ্ধান্ত নিয়েই আগামিকাল ওম্বুডসম্যানের শুনানি হবে। অভিযোগ উঠেছে, দেবব্রত দাস নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ক্রিকেটারদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছেন, দলের সুযোগ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন ইভেন্টের টিকিট বিক্রির টাকা সিএবিকে না-দেওয়ার মতো আর্থিক অনিয়মের কথাও সামনে এসেছে। ফলে বিষয়টি শুধুই ব্যক্তিগত অভিযোগে সীমাবদ্ধ নেই, বরং রাজ্যের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার ভাবমূর্তিতেও ধাক্কা দিয়েছে।

সবচেয়ে আলোচিত অভিযোগ এসেছে বাংলার প্রতিভাবান পেসার সৌম্যদীপ মণ্ডলের পরিবারকে কেন্দ্র করে। সৌম্যদীপের বাবার কাছ থেকে দেবব্রত দাস প্রায় ৩ কোটি টাকা নিয়েছেন বলে দাবি। টাউন ক্লাবের সভাপতি সিএবিকে একটি চিঠিতে অভিযোগ করেন, শুধু সৌম্যদীপ নয়, গীত পুরীর মতো আরও কয়েকজন ক্রিকেটারকে টাউন ক্লাবে খেলতে বাধ্য করেছিলেন দেবব্রত। এর বিনিময়ে তাঁদের অভিভাবকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা নিয়েছিলেন। প্রতিশ্রুতি ছিল বাংলা দলে সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হন। এমনকি ক্লাবে খেলার পরেও অনেক ক্রিকেটারকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেননি বলে অভিযোগ জমা পড়ে।

প্রশ্ন উঠছে, ঘুষ নেওয়া যেমন অপরাধ, দেওয়া তেমনই অপরাধ। তা হলে ক্রিকেটারের পরিবার যদি টাকা দিয়ে থাকে, তাঁদের দায় নেই? সিএবির অভ্যন্তরে অবশ্য পাল্টা মত দেওয়া হচ্ছে, এখানে ব্ল্যাকমেলকারী এবং ব্ল্যাকমেলড ব্যক্তি সমান অপরাধী হতে পারে না। সৌম্যদীপ নিজে কোনও টাকা দেননি, বরং নিজের যোগ্যতায় বাংলা দলে জায়গা করে নিয়েছেন। গত মরশুমে প্রথম ডিভিশনের সেরা উইকেটশিকারীদের মধ্যে প্রথম পাঁচে ছিলেন তিনি। তাই একজন প্রতিভাবান বাঙালি ক্রিকেটারের মনোবল ভাঙার চেষ্টা অযৌক্তিক বলেই মনে করছেন সিএবির কর্তারা।

এখানে আরেকটি তুলনাও টানা হচ্ছে। কোষাধ্যক্ষ প্রবীর চক্রবর্তী সম্পর্কেও অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সিএবির ব্যাখ্যা, প্রবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁর নিজস্ব ক্লাব উয়াড়িকে ঘিরে। সেখানে সিএবির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তাই বিষয়টি আদালতের মাধ্যমে তিনি সামলাবেন। ফলে তাঁর অবস্থান দেবব্রতের মতো নয়। দেবব্রত দাস নিজের পদ ব্যবহার করে একাধিকবার প্রতারণা করেছেন, যার মধ্যে ক্লাব অনুমোদন করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। অ্যাপেক্স কাউন্সিলে ভোটাভুটিতেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। ১৯ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ জন দেবব্রত দাসকে সমর্থন করেছেন। বাকি ১৬ জন তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দেন। এর থেকেই বোঝা যায়, সংস্থার ভেতরে তাঁর প্রতি আস্থা নেই বললেই চলে। তাই তাঁকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ওম্বুডসম্যান।

রাজধানী দিল্লিতে বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নির্বাচনে যুগ্মসচিব হিসাবে নির্বাচিত হলেন বাংলার স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৬৬টি ভোটের মধ্যে ৩৯টি ভোট পেয়ে তিনি নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে পুনরায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হন অজয় সিং, সচিব পদে প্রমোদ কুমার এবং কোষাধ্যক্ষ পন ভাস্করন।

নর্থ-ইস্টকে থামাতে তৈরি কিবুর মগজাস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডুরান্ড কাপে স্বপ্নের দৌড় চলছে কিবু ভিকুনার ডায়মন্ড হারবারের। অভিষেকেই ডুরান্ড ফাইনালে পৌঁছেছে তারা। সেমিফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী কিবু ভিকুনার দল। ডায়মন্ডকে এই পথে নিয়ে আসার পিছনে রয়েছে স্প্যানিশ কোচ কিবুর ক্ষুরধার মস্তিষ্ক। মাত্র পাঁচ বছরের যাত্রাপথে ডায়মন্ডের সাফল্য চোখে পড়ার মতো। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ফাইনালের আগে ডায়মন্ড কোচ কিবু ভিকুনা আরও একবার মনে করালেন সেই সাফল্যের কথা। ফাইনালের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ডায়মন্ড হারবার কোচ কিবু ভিকুনা বলেন, আমরা ফাইনালে পৌঁছতে পেরে খুবই খুশি। তবে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব এবং নিজেদের একশো শতাংশ দেব। আমার দলের নতুন ছেলেরা দুর্দান্ত লড়াই করছে। নতুন মানে এই নয় যে তারা ভালো নয়।

OFFICE OF THE
BANNYESWAR GRAM PANCHAYAT
P.O- BANNYESWAR
DIST:- MURSHIDABAD
UNDER SAGARDIGHI DEVELOPMENT BLOCK. Tender are invalid through online Bid System under following. 1) NIT NO:-03/BANNYESWAR GP/15TH CFC/ 2025-26, (2nd call) DATE:-22.08.2025.
The last date for submission of all tender is 25.08.2025 up to 18.00 Hours.
For details please visit web site htpp://wbtenders.gov.in as office notice.
Sd/- Prodhan
Bannyeswar Gram Panchayat.

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এমসি_এসসি_রোড আর্ট_আর২০২৫, তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নম্বর ৪২, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে 'টু প্যাকেট সিস্টেমে' সিলকরা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম/বিবরণ ঃ ৩ বছর সময়কালের জন্য লাইনচ্যুতি/দুর্ঘটনার অবস্থানে বিপর্যয় সম্পর্কিত সামগ্রী পরিবহনের জন্য যান (ক্যাপ-৫/৮ এমটি) ভাড়া করা। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৯৮,৮৯,৯৯৪.৬০ টাকা। বায়নামূল্য ঃ ২,৪৯,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ ০ টাকা। চুক্তির মেয়াদঃ ০৩ বছর। বিড শুরুর তারিখ ঃ ২৭.০৮.২০২৫। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং কাজের জন্য যোগ্যতার শর্তাবলী সমেত টেন্ডার নথিপত্র www.ireps. gov.in (ওয়েবসাইট URL)-এ দেখা যাবে এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (SDAH-179/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

Howrah Municipal Corporation Employees' Co-operative Credit Society Ltd.
Memo No : C.S.56/25-26
Date : 21/08/2025
Notice
Howrah Municipal Corporation Employees' Co-operative Credit Society Ltd., 4 Mahatma Gandhi Road, Howrah-711101 requires 1(one) daily wages basis "Group-D" male worker (wages Rs. 400/- per day) must be H.S. Pass with Knowledge of computer, maximum age limit 40 yrs. Updated C.V. with current photograph and attested copy of related all documents must be submitted to the drop box at aforesaid address on any office working days within 12.00 noon to 04.00 P.M. on or before 20.09.2025.
Sd/-
Chairman
Howrah Municipal Corporation Employees' Co-operative Credit Society Ltd.

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/298/25-26 Dated 22.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110 Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in GARIA PLACE, AT WARD NO.29 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation: 23.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1,07,295.37/-, c) Documents download starting date & time: 01.09.2025 at 11-00 hrs.d)Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 01.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 03.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/297/25-26 Dated 22.08.2025
E-Tenders are being Invited for : Installation of 1(ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP192 LED 110 CW) in Dakshin Kumrakhali Near House of Sahabuddin Mondal, AT WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a)Date of uploadation: 23.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1,07,295.37/-,c) Documents download starting date & time: 01.09.2025 at 11-00 hrs.d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 01.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 03.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/296/25-26 Dated 22.08.2025
E-Tenders are being Invited for: Installation of 1 (ONE) no of 9 mtr long octagonal mini mast Street light each having 5nos of 110Watts LED Flood light fitting (MODEL BVP 192 LED 110 CW) in Pratapgarh more near Udayan Sangha, AT WARD NO.27 UNDER RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY. a) Date of uploadation : 23.08.2025 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs: 1, 07, 295.37/-, c) Documents download starting date & time: 01.09.2025 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 01.09.2025 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 03.09.2025 at 11-05 hrs. f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT, Section-6.5
NIT No: 006/ADHGP/2025-26 Dated 22.08.2025
Published Date: 23.08.2025
No. of work - 01
Document download start date From 23.08.2025, 9.00A.M. (or as per e-Tender site). Bid submission start day On 23.08.2025, 9.00 A.M. (or as per e-Tender site). Bid submission closing day On 29.08.2025 up to 3.00 P.M. (or as per e-Tender site). Bid opening date & time On 02.09.2025 (after 12.00 P.M) OR on any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place - ADHATA GP
Sd/- Prodhan
Adhata Gram Panchayat

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 02/2025-26, dated- 20.08.2025.
Vide Memo No. 015/004/03/04/777(10), dated-20.08.2025.
WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of Supply, fitting & fixing of Furniture's at Newly Constructed Office Building under WBCADC Debra Project, Paschim Medinipur during the F.Y. 2025-26 vide E-NIT No. 02/2025-26, dated-20.08.2025. The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within 04.09.2025 up to 6:30 P.M. by downloading through web site: www.wbtenders.gov.in using DSC and submitted online through our e-Portal up to 6:30 P.M. on 04.09.2025.
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 03/2025-26, dated- 20.08.2025.
Vide Memo No. 015/004/03/04/778(10), dated-20.08.2025.
WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of Construction of M.S. Fencing at Pond No. 8 Under WBCADC Debra Project, Dist.-Paschim Mednipur, F.Y. 2025-26 vide E-NIT No. 03/2025-26, dated- 20.08.2025. Estimated Cost for the work : ₹ 9,62,352.00. The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within 04.09.2025 up to 6:30 P.M. by downloading through web site: www.wbtenders.gov.in using DSC and submitted online through our e-Portal up to 6:30 P.M. on 04.09.2025.
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

NOTICE INVITING E-TENDER
No. 04/2025-26, dated- 20.08.2025.
Vide Memo No. 015/004/03/04/779(10), dated-20.08.2025.
WBCADC Debra Project under P & RD Department, Govt. of West Bengal is inviting e-tender for the work of Construction of protective work by Eucalyptus-bullah piling at pond side under WBCADC Debra Project Campus during the year of 2025-26 vide E-NIT No. 04/2025-26, dated- 20.08.2025. Estimated Cost for the work : ₹ 3,32,865.00. The intending tenderer will have to collect the Tender Documents within 04.09.2025 up to 6:30 P.M. by downloading through web site: www.wbtenders.gov.in using DSC and submitted online through our e-Portal up to 6:30 P.M. on 04.09.2025.
Sd/-
Deputy Project Officer, WBCADC Debra Project
Vill.-Dalapatipur, P.O.- Debra Bazar, Dist. – Paschim Medinipur

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/269/25-26 Dated 21.08.25	Road restoration work Khelaram sarani Length - 420 m, Width-5 m In Ward no.01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 11,94,341
WBMAD/ULB/ RSM/270/25-26 Dated 21.08.25	Construction of Coverd Drain at Natunpally Middle Road from Milan Kanti Guha House to Radhakrishna Ray House in Ward No. 12 within Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 21,54,688
WBMAD/ULB/ RSM/274/25-26 Dated 21.08.25	Repairing & Renovation Of Blacktop Road At Ramdhan Bose Road From Paschato Para Main Road Connecting To M.N.Road Connecting At Ward No.-16 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 31,65,671

Bid Submission end date: 08.09.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/271/25-26 Dated 21.08.25	Construction of Concrete Road from H/O Ashraf Ali Majhi to H/O Sheikh Sabir and H/O Samshuddin to H/O K.C. Dan at Jagannathpur Mallickpara in Ward No.- 8, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,51,878.00
WBMAD/ULB/ RSM/273/25-26 Dated 21.08.25	Construction of Concrete Road near Morning Bell School at Ward No- 16 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 2,84,201.00

Bid Submission end date: 01.09.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 69/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 13.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Covered Hydraulic Trailor. Last date of submission of tender: 04.09.2025 up to 12 noon. The detail tender notice may be seen in the www.wbtenders.gov.in, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 125(2nd Call)/ 2025-2026 and NIeT- 247 to 256/2025-2026
Dated- 22-08-25
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, Uttar Dinajpur, Murshidabad, Purulia, North 24 Parganas, Bankura and Paschim Medinipur District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- 23-08-2025 after 9.00 am. Bid submission end date- 09-09-2025 upto 3.00 pm
Date: 22.08.2025 Sd/- Executive Engineer

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/268/25-26 Dated 21.08.25	Construction of Surface Drain & Culvert 1)From H/O Tarak Shaw To Boro Thakur Mandir 2) From H/O Anil Chandra To H/O Ashok Sharma 3)From H/O Gunadhar Sarkar To H/O Nirmal Das 4) From Madam School To H/O Sukesh Via H/O Kaliram, In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 6,56,591.00
WBMAD/ULB/ RSM/272/25-26 Dated 21.08.25	Construction of Concrete Road near Blooming Buds School at Ward No-16 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 7,26,200.00
WBMAD/ULB/ RSM/275/25-26 Dated 21.08.25	Repairing & Renovation Of Blacktop Road At Srabani Complex Block-D At Ward No.- 16 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 8,47,047.00

Bid Submission end date: 01.09.2025 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — ই-টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/৩২, তারিখ ২১.০৮.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ 'ই'-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।

ক্রনং	টেন্ডার নং	নির্ধারিত তারিখ	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	ইএমডি (টাকায়)
১	৩৮২৫৩১৭২	১৭.০৯.২০২৫;	বিওবিআরএন ওয়াগনের ডোর অ্যাসেম্বলি (ডবল লিঙ্ক)।	১৯০ সংখ্যক	১,৮১,৬০০/-
২	৩৮২৫৩০২৮	০৬.১০.২০২৫	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের কাপলার রড।	২০৫০০ সংখ্যক	২,১০,৪৫০/-
৩	৩৮২৫৩১৮৫	০৮.১০.২০২৫	ফ্ল্যাপ ডোর ব্যবস্থার জন্য লকিং বোল্ট ও তার ব্র্যাকেট।	৭৯৪৪০ সংখ্যক	১,৩৬,৪৮০/-
৪	৩৮২৫১৫০৭	২৭.১০.২০২৫	ক্যাসনাব ২২এইচএস বগির বোলস্টারের আউটার স্প্রিং।	১৫৯০০ সংখ্যক	৩,৭৫,২৪০/-
৫	৩৮২৫৩৯১৭	৩০.১০.২০২৫	বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের ক্রিব/এন্ড অ্যাঙ্গেল।	৭৩০০ সংখ্যক	২,২৩,৯৬০/-
৬	৬০২৫৫৩৩৮	০৮.০৯.২০২৫	পিএসসি স্লিপারের উপর ইত্যাদি ৬০ কেজি রেলের গ্লুড জয়েন্ট।	১৭৭০ সংখ্যক	১৬,০৪,০৪০/-
৭	৬০২৫০০১৫	১৫.০৯.২০২৫	পিএসসি স্লিপারের উপর ইত্যাদি বিজি. ৬০ কেজি (ইউআইসি) রেলের ১ ইন ১২ সিএমএস ক্রশিং-এর উৎপাদন ও সরবরাহ।	১০০০ সেট	২০,০০,০০০/-
৮	৫৬২৫৫১৮৬	১২.০৯.২০২৫	সরবরাহ, পরিবর্তন, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ ইত্যাদির জন্য রানিং চুক্তি।	ওয়েবসাইট অনুযায়ী	৩,৯১,০০০/-
৯	২৯২৫৩২২৯	১২.০৯.২০২৫	টিথ পিনিয়ন ইত্যাদি।	৪০৮ সংখ্যক	২,৩৮,৫৫০/-
১০	২৯২৫৩৬৯৫	১৬.০৯.২০২৫	IV কাপলার সকেট অ্যাসেম্বলি।	৭৯ সেট	১,২৯,৫৬০/-
১১	২৫২৫১১৯৮	০৬.১০.২০২৫	ডব্লুএজি৭ লোকো ইত্যাদির ইক্যুইলাইজার (পরিবর্তিত)।	৩৯১ সংখ্যক	১,৮৩,৭৩০/-
১২	২৫২৫১২১১	১৩.১০.২০২৫	ড্রাইভারের অটো ব্রেক ভাল্‌ভ এ৯।	১০৬ সংখ্যক	১,০৪,৬৮০/-
১৩	৪৭২৪৫০১৪এ	১৮.০৯.২০২৫	যাত্রী লিফ্টের সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ সঙ্গে সামগ্রিক এএমসি।	০৩ সংখ্যক	২,৯৮,৯৪০/-
১৪	৪০২৫৩১১৯	২৩.০৯.২০২৫	২ x ১৫০ বর্গ মিমি, এক্সএলপিই ইনস্যুলেটেড, ১১০০ ভোল্ট গ্রেড ইত্যাদির রানিং চুক্তি।	১২৫০০০ মিটার	৮,৬২,৫০০/-
১৫	৭৭২৫৫০০১	১১.০৯.২০২৫	কোচ (আইসিএফ/এলএইচবি) ইত্যাদির বহির্ভাগের সাইড ওয়ালের জন্য অ্যান্টি-গ্র্যাফিটি ক্লিয়ার কোটিং সরবরাহ ও প্রয়োগ।	১৯৫০ সেট	৮,৭৩,৮৭০/-
১৬	৬০২৫০১৩০	১৯.০৯.২০২৫	৬০ কেজি রেল ইত্যাদির গ্লুড জয়েন্টের জন্য ফিশ প্লেট উৎপাদন ও সরবরাহ।	৬০০০ সংখ্যক	২,৭৪,৫৬০/-
১৭	৭২২৫৩০৫৩এ	১৫.০৯.২০২৫	টি.সি. ইন্সার্ট নিউট্রাল আপএন্ডেড, ৩০ মিমি দীর্ঘ।	১১৬৩০ সংখ্যক	২,২৭,৫৩০/-

আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। দ্রষ্টব্য ঃ অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-550)

Printed and Published by Krishnanand Singh on behalf of Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd. Printed at LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015 and Published at 1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404, Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com Editor: Santosh Kumar Singh

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ২৩ অগস্ট ২০২৫ • পেজ ৮

শান্তির নোবেল নন্দিতা বন্দিনী নার্গিস মোহম্মদী

পুরুষশাসিত রক্ষণশীল সমাজে নারী স্বাধীনতার জীবন্ত প্রতিভূ !

স্বপনকুমার মণ্ডল

একদিকে যখন ইজরায়েল-ফিলিস্তিনের যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে চলেছে, অন্যদিকে তেমনই ইরানের কারাগারের অন্ধকার নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে থেকে এক নাছোড় বন্দিনী নীরবে নিভৃতে অন্য এক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন । ধর্মীয় রাষ্ট্রশক্তি কোনো কিছুতেই তাঁকে বাগে আনতে পারেনি। সেই অশান্ত নারীকেই সেবার (২০২৩) শান্তির নোবেল পুরস্কারে মনোনীত করা হয়েছিল। যুদ্ধকবলিত বিশ্বের মধ্যে অন্য এক স্বাধীনতার যুদ্ধ এখনও জারি। সেই যুদ্ধের অপরাজেয় যোদ্ধাকেই এবারে নোবেল কমিটির কুর্নিশ। আসলে আত্মত্যাগের নেপথ্যে থাকে ত্যাগের মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসজাত সংস্কার। সেখানে আত্মসমর্পণ আরও কঠিন আত্মত্যাগ, আরও কঠোর অবিরত আত্মপীড়ন। জীবন দানের চেয়েও আত্মনিবেদিত আত্মসমর্পণ আসলে নিজের সঙ্গে নিজেরই আত্মঘাতী লড়াই। এজন্য অনেকেই আত্মত্যাগ করে, কেউ কেউ আত্মসমর্পণ। সেখানে বিশ্বাসের বাতিঘর নিজেকেই জ্বালিয়ে রাখতে হয়। সংস্কারের অন্ধমোহে নয়, আত্মনিবেদনের নৈবেদ্যে সচেতন লড়াই জারি রাখার ব্রত উদযাপনই তার লক্ষ্য। তার মহার্ঘ্য আত্মত্যাগে নয়, আত্মবিস্তারে। আর সেখানেই এবছর অশান্তির লড়াইয়ে শান্তির নোবেলে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে নার্গিস মহম্মদির নাম। ইরানের মানবাধিকার কর্মী নার্গিস বর্তমানে নারীজীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হয়ে স্বদেশের শাসকের রোষানলে পড়ে দেশের কুখ্যাত এভিন জেলে বন্দি। ইতিমধ্যে তাঁকে ১৩ বার গ্রেফতার করা থেকে ৫ বার দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। শাস্তি হিসেবে নির্ধারিত রয়েছে ১৫৪ ঘা চাবুক, ৩১ বছরের কারাদণ্ড । বিগত বছর নভেম্বর (২০২২)-এ শেষ গ্রেফতার হয়ে জেলের নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে তাঁর জীবন অন্ধকারে আলোর প্রতীক্ষায় নিমগ্ন । ধর্মান্ধ স্বৈরাচারী শাসক নার্গিসের জীবন থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাঁকে নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। ২০০৯-এ জেলে যাওয়ায় তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চাকরি চলে যায় । তাঁর স্বামী তাঘি রহমানিও সক্রিয় আন্দোলনে সামিল হয়ে ১৪ বছর জেল খেটে ১৬ বছরের দুই যমজ ছেলেকে নিয়ে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হয়ে ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছেন। ৮ বছর ধরে নার্গিস তাঁর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন । সেদিক থেকে নারীজীবনের স্বাধীনতার ব্রতে তাঁর আত্মসমর্পণ আপোসহীন যোদ্ধাতেই শুধু সমুজ্জ্বল নয়, সেই আন্দোলনের আলোর মশাল হয়ে ওঠাটাও অত্যন্ত জরুরি মনে হয় ।

আসলে বাঁচার জন্য লড়াই বা লড়াই করে বাঁচার চেয়ে লড়াই করার জন্য বেঁচে থাকার জীবনপণ শুধু কঠিনই নয়, সাধনাসাপেক্ষ। সেই সাধনায় তন-মন-ধনই যথেষ্ট নয়,চাই সদা সতর্ক সত্যনিষ্ঠ একাগ্রতা,অফুরান জীবনীশক্তি। একে প্রায় সব ধর্মের মধ্যেই পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের শাসনে-শোষণে অনুগত রাখার বিধি-বিধান নানাভাবে সক্রিয়তা লাভ করে। সেখানে নারীজীবনের স্বাধীনতা হরণেই পুরুষের আধিপত্য বিস্তার স্বাভাবিকতা লাভ করে। নারীজীবনের স্বাধীনতাকে অস্বীকারের প্রবণতায় শুধু পুরুষশাসিত সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা বেরিয়ে পড়ে না, তাতে তার বৈষম্যবোধের পরিচয়ও উগ্র হয়ে ওঠে। সেখানে নারীর প্রতি অমানবিক দমনপীড়নের আয়োজন প্রশ্নহীন আনুগত্য লাভ করে । সমাজে তার পরাধীন অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-বিধান,রীতিনীতিও সেক্ষেত্রে সংস্কারে পরিণত হয়। যেন তা মেনে চলাতেই সমাজের মঙ্গল আর তা নারীদের আদর্শ।

আসলে ধর্মীয় বাঁধনে বেঁধে রাখার মধ্যেই নারীজীবনে বন্দিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। নিয়ন্ত্রিত নারীজীবনেই সুস্থ সমাজের কল্যাণের ধারণায় শুধু রক্ষণশীলতা নেই,আছে পুরুষের অবদমিত শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও আধিপত্যকামী হেয় মানসিকতা। সেখানে দেহসর্বস্ব নারীচেতনায় তার স্বাধীন মনের অস্তিত্বকে স্বাভাবিক ভাবেই অস্বাভাবিক করে তোলে। ধর্মীয় পরিসরে নারীজীবনের দাসত্বকেই সুরভিত করে, কন্যা-বধূ-মাতার ছকবন্দি জীবনে সেই পরাধীনতাতেই জীবনের সার্থকতা প্রদর্শিত হয়। স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় শক্তিতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে বা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ধর্মীয় অস্তিত্ব প্রাধান্য পেলে নারীজীবনের স্বাধীনতায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় রক্ষণশীলতাই সংরক্ষণের বিষয়-আশয় হয়ে ওঠায় নারীদের দুর্বিষহ জীবন নিবিড় হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে মানবতামুখী আধুনিকতায় মুক্তিকামী হাতছানি যত প্রকট হয়, ততই তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে । ইরানের ক্ষেত্রেও তার পরিচয় স্পষ্ট। সেখানে ১৯৭৯-তে বিপ্লবের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে, ইসলামী শাসন কায়েম করে। স্বাভাবিক ভাবেই তাতে নারীদের প্রতি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় । নারীদের মুক্ত পরিসর রুদ্ধ হয়ে যায়, তাদের পর্দানসীন জীবনে বোরখা বা হিজাব পরা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। শুধু ইরানিদের জন্যই নয়, বিদেশিনীদেরও সেখানে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক। প্রতিবাদের আকাশে মেঘও জমতে থাকে, একুশ শতকের সূচনা দশকে মেঘ থেকে বৃষ্টি শুরু হয় । সেখানকার আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী শিরিন এবাদি 'Defender of Human Rights Centre' নামে সংগঠন গড়ে তুলে প্রতিবাদী আন্দোলনে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে সাড়া ফেলে দেন। ২০০৩-এ এজন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই মানবাধিকার আন্দোলনই নারীজীবনের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলে। আর সেখানেই নার্গিস মোহম্মদির অতুলনীয় ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

শিরিন এবাদির মানবাধিকার সংগঠনের কর্মকাণ্ড বহুমুখী ও বহুধাবিস্তৃত। সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে শিশুশ্রম, উদ্বাস্তু সমস্যাও রয়েছে। নার্গিস মোহম্মদি ছাত্রজীবনেই সেই মানবাধিকার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ড-বিরোধী আন্দোলনের জেরেই তাঁকে ১৬ বছর জেল খাটতে হয়েছে। শিরিন এবাদির গড়ে তোলা সংগঠনের সক্রিয় কর্মী থেকে তিনি তার ভাইস প্রেসিডেন্টের গুরুদায়িত্ব দায়িত্ব পালন করে চলেছেন । সেক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার মধ্যেও অপরাজেয় যোদ্ধার পরিচয় শ্রদ্ধা আদায় করে নেয়। বারবার গ্রেফতার হয়েছেন, জেলে গিয়েছেন। অথচ তাঁর জীবনপণ লড়াই আরও তীব্রতর করে তুলেছেন। বিপজ্জনক লড়াইয়ে তাঁর আত্মসমর্পণ বিস্ময়কর। তেহরানের কুখ্যাত এভিন জেলে শুধু শারীরিক নয়,চূড়ান্ত অমানুষিক মানসিক অত্যাচার করা হয়। মুক্তি পাওয়ার পরেও তার রেশ দেহ-মনে থেকে যায়। বাকি জীবনেও তার প্রতিবন্ধিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ২০২০-তে ১৪৭ জন 'সলিটারি কনফাইনমেন্ট'-এর সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা মানবাধিকার সংগঠনটির কাছে 'বিচার, সাজা ও ভবিষ্যৎ' নিয়ে দ্বারস্থ হয়েছিলেন । সেই বন্দি অবস্থাতেই গোপনে ১২ জন নারীর সাক্ষাৎকার নিয়ে জেলের মধ্যের নারকীয় অত্যাচারের কথা নার্গিস তাঁর 'White Torture Interviews with Iranian Women Prisoners' (নভেম্বর,২০২২) বইটিতে তুলে ধরেছেন। বইটির ভূমিকা লিখেছেন শিরিন এবাদি। সেক্ষেত্রে জেলে গিয়েও তাঁর সক্রিয়তা থেমে থাকেনি,বরং আরও বেশি লক্ষ্যভেদী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তাঁর লক্ষ্য যে নারীজীবনের স্বাধীনতা ছিশ,তা অচিরেই তাঁর শ্লোগানেই প্রতীয়মান। ফারসিতে বলা 'জান-জিন্দগি-আজাদি'র মানেই নারীজীবনের স্বাধীনতা। নোবেল কমিটিও জীবনাদর্শে অবিচল ও নাছোড় মনোভাবের জন্যই ৫১ বছর বয়সী (জন্ম ১৯৭২-এর ২১ এপ্রিল) নার্গিসকে নোবেল পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছে। সেখানে মেয়েদের সম্মানের সঙ্গে বাঁচার অধিকার, পর্দাপ্রথার অবসান ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

অন্যদিকে আধুনিক চেতনাতেই স্বাধীনতাকামী শৃঙ্খলমোচনের দুঃসাহস জেগে ওঠে । সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতোই তার প্রস্তুতি চলে। সময়ের প্রতীক্ষায় তার সক্রিয় ভূমিকা শুধু অগ্নিসংযোগের মতো মুখিয়ে থাকে। এজন্য ধর্মীয় রাষ্ট্রের শাসকের রক্তচক্ষুর মধ্যেও প্রতিবাদ নিঃস্ব হয়ে পড়ে না । বরং সময়ান্তরে তার বিস্ফোরণ ঘটে। গত বছরেই তার ২০২২-এর ১৬ সেপ্টেম্বরে তারই অগ্নিসংযোগ ঘটে। ইরানের ২২ বছরের তরুণী মাহসা আমিনি হিজাব না পরার জন্য গ্রেফতার হয়ে পুলিশ হেফাজতে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে তার মৃত্যুর খবর রটে যেতেই সারা দেশ জুড়ে ৮০টি শহরে তীব্র প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। জনৈক নারী তার চুল কেটে নেড়ে হয়ে প্রতিবাদ জানায় যা আন্দোলনের প্রতীক হয়ে ওঠে। মাস তিনেক ধরে চলা এই প্রতিবাদী আন্দোলনে প্রায় পাঁচশো মানুষের মৃত্যু ঘটে, দেশ থেকে দেশান্তরে তার খবর ছড়িয়ে পড়ে। এবছর মাহসা আমিনির মৃত্যুবার্ষিকীতেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ইরানের নারীজীবনের স্বাধীনতা আন্দোলনে নার্গিসের প্রভাব যে তীব্রতর হয়ে সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে, তার পরিচয় এবারের নোবেল পুরস্কারেও প্রতীয়মান। ইরান সরকার স্বভাবতই নার্গিসকে নোবেল পুরস্কার দেওয়ায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। শুধু তাই নয়, তা যে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ তাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। দেশে যে নার্গিসের পরিচিতিই নেই, তাও উল্লেখ করেছে ইরান সরকার। অথচ নোবেল কমিটি তাঁকে ঠিক চিনেছে! ধর্মীয় অনুশাসনে বা রাষ্ট্রীয় শাসনে নারীদের যে আর দমনপীড়ন করে বশে রাখা যাবে না, তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করে অবমানব করা চলবে না,তারই পথে মশাল হাতে নার্গিস মোহম্মদি। রাষ্ট্রীয় পীড়নের সেই নরকযন্ত্রণার বন্দিশালাকেই নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্য পূরণে নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে সদা সক্রিয় তিনি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাহসা আমিনির মৃত্যুকে কেন্দ্র তীব্র প্রতিবাদী আন্দোলনের মধ্যেই তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইটি প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারের বইটিতে তাঁর লক্ষ্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে, 'Nothing can stop me from continuing my struggle against solitary confinement'। সেখানেই শেষ নয়, আরও বলেছেন, òI will not rest until it is abolished'। সেদিক থেকে এবার তাঁর পরিচয়ের আলো শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও সুদূরপ্রসারী হবে, তা অনায়াসেই বলা যায়। সেইসঙ্গে স্বদেশের ধর্মীয় রাষ্ট্রের মৌলবাদী স্বরূপকেও চিনিয়ে দেওয়ার অবকাশ পেলেন তিনি । নারীকে কারাগারের নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে বন্দি রেখে জনবিচ্ছিন্ন করেও যে তাকে বশে আনা যায় না, উল্টে তার লক্ষ্যভেদী অর্জুনের দৃষ্টি আরও সক্রিয় ও সজীবতা লাভ করে, সেকথার মূর্তিমান দীপশিখার নামই নার্গিস মোহম্মদি। নোবেল পুরস্কার তাঁকে মূর্তি থেকে প্রতিমার আলো প্রদান করেছে। তাঁর মধ্যেই নারীজীবনের স্বাধীনতার উৎসারিত আলোর নতুন ভোর,সোনালি সকালের হাতছানি শুধু ইরানেরই নয়,আবিশ্বের মানুষের মনেই বিশ্বাসের বাতিঘর হয়ে উঠেছে। জান-জিন্দগি-আজাদি'র অপর নামই যে নার্গিস মোহম্মদি!

প্রকৃত সবল মানসিকতার স্বাবলম্বী মহিলারা পরের দায়ে বেঁচে থাকাকে লজ্জা মনে করে

শুভজিৎ বসাক

ভারতীয় সংবিধান ও আইনে সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে কর্মস্থলে মহিলাদের জন্য সুরক্ষা, তাদের সাথে ব্যবহার করার বিধি বলবৎ থাকলেও পুরুষদের জন্য বলবৎ নেই কোনও আইন। তাদের জন্য বরাদ্দ শুধুই বিধিনিষেধ আর সেই সুযোগে বহু কর্মস্থল যেখানে মহিলাদের আধিক্য বেশি সুযোগ নেয় তারা এবং পুরুষেরা সেই ভুল দেখিয়ে কথা বললেই নিয়মের বেড়াজালে পড়ে চুপ থাকতে বাধ্য হয়।

এরকম মহিলা আধিক্য কর্মস্থলের মধ্যে অন্যতম হল স্বাস্থ্যে নার্সিং পরিসর এছাড়াও আস্তে আস্তে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফতরে মহিলাদের আধিক্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা অবশ্যই নারী শিক্ষার অগ্রগতির একটা ইতিবাচক দিক কিন্তু এই এই ইতিবাচক দিককে ভুলে তার থেকে অযাচিত সুযোগ তুলতে বদ্ধপরিকর বহু মহিলা কর্মী। বহুক্ষেত্রেই এই মহিলা কর্মীদের মধ্যে নিজেদের কাজের তুলনায় বিশেষ করে নিজ বা অন্য পরিসরের পুরুষ কর্মীদের কাজের গতিবিধি লক্ষ্য করতে, নিজের কাজের দায়ভার এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবেই অন্য পরিসরের পুরুষ কর্মীদের ওপরে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিজ পরিসরের আওতাভুক্ত নয় জানিয়ে সেই পুরুষকর্মীরা প্রথমে আপত্তি করলেও লাভ না হলে সেই একই কাজের পুনরাবৃত্তি বেশি হওয়ার কারণে পুরুষ কর্মীরা প্রতিবাদ জানালে উল্টে হুমকির মুখে পড়ছে তারা। কারণ কর্মস্থলে মহিলা কর্মীরা উঁচু ডেসিবেলে কথা বলার সুযোগ পেলেও তাদের সাথে পুরুষ কর্মীদের উঁচু গলায় কথা বলে বাগবিতণ্ডায় জড়ানো যায় না তাই বারংবার নিঃশব্দে বহুক্ষেত্রে মহিলা কর্মীরা এসকল সুযোগ নিয়ে উচ্চ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি করে অন্যায়ভাবে স্বার্থসিদ্ধি করছে। সমীক্ষা মতে, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের এমন অশোভনীয় আচরণের প্রবণতা বিগত কুড়ি বছরে ৩.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যে সংখ্যা

অতীতে ছিল মাত্র ০.১০ থেকে ০.২৭ শতাংশ এবং পুরুষ কর্মীরা এই অভব্যতার জন্য চাকরি ছেড়েছে সেটাও শতাংশের নিরিখে ৫.৪৪ শতাংশ।

একথা সত্যি যে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আবশ্যক, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রেও একই আইন নিশ্চিত করা প্রয়োজনীয়। কর্মক্ষেত্রে সব পুরুষ যেমন খারাপ নয় একইভাবে বহু মহিলা কর্মী সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রায় ৫৭.৮৮ শতাংশ মহিলা কর্মীরা পারিবারিক, সাংসারিক বিভিন্ন কাজ সামলে কর্মক্ষেত্রে এসে সেখানকার নিজের কাজ অন্য মহিলা কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার তুলনায় পুরুষ কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া সুবিধাজনক মনে করে কারণ আইন মহিলাদের পক্ষে রায় দেওয়া নিশ্চিত করেছে। সেখানে সুবিধা করতে না পারলে বহুক্ষেত্রে বয়সে ছোট মহিলা কর্মীদের দিয়ে অন্য পরিসরের বয়সে বড় পুরুষ কর্মীদের অন্যায়ভাবে কথা শুনিয়ে প্রভাবিত করে অশান্তি সৃষ্টির প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। একইভাবে এই মহিলা কর্মীরা নিজের পরিবারেও পুরুষ সদস্যদের ওপরে কর্তৃত্ব দেখাতে গিয়ে গুরুত্ব হারিয়ে বসে আবার কোথাও সংসার ভেঙে বসে আর সেই হতাশাই তারা কর্মক্ষেত্রে এসে জাহির করে সেখানকার পরিবেশকে জটিলতর করে তুলেছে ক্রমশঃ। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে বেশ কিছু পদমর্যাদা সম্পন্ন রুচিহীন পুরুষ কর্মীরা তাদের প্রতি দুর্বল হয়ে অন্য পুরুষ কর্মীদের ওপরে অবিচার করে বসে এতে কর্ম সংস্কৃতি নষ্ট হয়। আবার রাতে মহিলা কর্মীদের দিয়ে কাজ করানো যাবে না সরকারি তরফে এমন ভাবনাও তাদের প্রতি প্রশাসনের নমনীয়তা দর্শিয়ে অনেকেই নিজেদের দুর্বল দেখিয়ে পুরুষ কর্মীদের ওপর তার দায়ভার চাপিয়ে কাজ হাসিল করার প্রবণতা দেখিয়ে চলেছে। অর্থাৎ কর্মক্ষেত্রে একটি বিশেষ লিঙ্গের প্রতি সহমর্মিতা অন্যদের হতাশ করছে।

সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখে সংশ্লিষ্ট দফতর ও প্রশাসনিক স্তরেও ভাবা প্রয়োজন যে এভাবে চলমান কর্ম সংস্কৃতির ফলে বহু পুরুষকর্মীদেরও মানসিক অবস্থায় চির ধরছে যার প্রভাব পড়তে বাধ্য তার ব্যক্তিগত জীবনে এবং এভাবে পরোক্ষে কর্মক্ষেত্রে তৈরি করা মানসিক অস্থিরতায় পুরুষদের ঘর ভাঙ্গার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কেউ কেউ চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের দাবি যে মূলতঃ কর্মরত মহিলাদের এমন মানসিকতা তাদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাকেই প্রকট করছে কারণ প্রকৃত সবল মানসিকতার মহিলারা স্বাবলম্বী এবং পরের দায়ে বেঁচে থাকাকে লজ্জা মনে করে, কাউকে অপদস্থ করে সে অন্তত উন্নতির বড়াই করার যোগ্যতা হারায়।

মুঘল যুগে নারী শিক্ষা

শুভেন্দু চ্যাটার্জী

নাগসেন রচিত মিলিন্দপঞ্হো গ্রন্থটিতে নারীদের সম্বন্ধে উল্লেখ আছে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আহুত গণসভায় সকলেই আসতে পারেন, কেবলমাত্র শূদ্র ,নারী ,শূকর ছানা ও মহিষ ছাড়া। সুতরাং সেই সময়ে নারীদের শূকর ছানা ও মহিষের সাথে তুলনা করা হতো। প্রাচীন যুগে বিশেষত পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে মহিলাদের বিদ্যা চর্চা থেকে পুরোপুরি বিরত রাখা হয়। কিন্তু মধ্যযুগে বিশেষত মুঘল যুগের বিদ্যাচর্চায় নারীদের কিছুটা হলেও অগ্রগতি অবশ্যই ঘটেছিল।মুঘল যুগের প্রধানত রাজ পরিবারের মনীষীরাই বিদ্যা চর্চা করতেন।

মুঘল যুগের শিক্ষার হাল হাকিকত জানতে গেলে তৎকালীন শিক্ষার যে কাঠামো সেটি আগে জানা প্রয়োজন। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার জন্য যে বিদ্যালয় ছিল তার নাম ছিল মক্তব। এরপর সামান্য উচ্চ শিক্ষা, বিশেষত যা ছিল ধর্মীয় শিক্ষা, সেটা যেখানে সেখানে হত তার নাম ছিল মাদ্রাসা। তার ওপরের উচ্চশিক্ষার জন্য যে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান ছিল সেটির নাম ইনসারা লিখন। সেখানে হিসাব শাস্ত্র, ফরমান , নানাবিধ হুকুমের মুসাবিদা ইত্যাদি শেখানো হতো। এই সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা আসলে কর্মচারী বা আমলা হতে গেলে প্রয়োজন হতো। মক্তব স্তরে ছাত্রীদের সংখ্যা মুঘল যুগের ছাত্রদের থেকে ছিল বেশি। ১৪৬৮ খ্রিস্টাব্দের রচিত মিস্তা উল-ফজ- লব নামক গ্রন্থে দেখা যায় একজন বালিকা তার ভাইয়ের পাশে বসে একটি কাস্ঠ খন্ডে তার নাম লেখার চেষ্টা করছে। তাদের পাশে রয়েছে একজন শিক্ষক তিনি পুরুষ। সেই সময় কোরান পাঠ পবিত্র বলে মনে করা হতো। উপরের বর্ণনা থেকে এটি বোঝা যায় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ে সে লেখাপড়া করছে।

মুঘল যুগে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই যার কথা বলতে হয়, তিনি হচ্ছেন হুমায়ুনের ভগিনী গুলবদন বেগম। তার বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম হুমায়ুননামা। যেটি সম্রাট হুমায়ুন সম্বন্ধে জানতে গেলে আবশ্যিক পাঠ্য।গুলবদন বেগমের একটি গ্রন্থাগার ছিল। সেই গ্রন্থাগারটি সরকারি গ্রন্থাগারের থেকেও বৃহৎ ছিল আকারে এবং পুস্তকের সংখ্যায়। সেই সময় যে কোন লেখককে তাঁর লেখা দুখানি গ্রন্থ গুলবদন বেগমকে পাঠাতে হতো, একটা গ্রন্থ গুলবদন বেগম নিজের কাছে রাখতেন পড়ার জন্য। অন্যটি অন্যান্য ব্যক্তিদের যাতে সুবিধা হয় তার জন্য গ্রন্থাগারে রাখতেন। গুলবদন বেগমের ছোট ভাই কামরান যখন তাঁর আরেক ভাই হুমায়ূনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তখন কামরান গুলবদন বেগমকে বলছেন তাঁর স্বামীকে বলতে তিনি যেন কামরানকে সাহায্য করেন, উত্তরে গুলবদন বেগম বলছেন আমি লিখে কি করব? আমার স্বামী তো নিরক্ষর। তিনি তো পড়তে পারেন না। এর থেকে বোঝা যায় সেই সময় নারীরা পুরুষদের থেকে শিক্ষিত ছিলেন। অর্থাৎ গুলবদন বেগমের স্বামী হয়তো ভালো সৈনিক বা সেনাপতি ছিলেন কিন্তু নিরক্ষর ছিলেন। এছাড়াও নুরজাহান ও মমতাজের কথা ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নুরজাহান জাহাঙ্গীরের পত্নী ছিলেন তিনি সম্রাটের সাথে বাঘ শিকারে যেতেন। অস্ত্রশিক্ষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। একবার নুরজাহান ছটি গুলি দিয়ে চারটি বাঘ শিকার করেছিলেন। অনেক কবির কবিতায় নুরজাহানের বীরত্বের কথা উল্লেখিত আছে। সম্রাটের একজন সভাসদ নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখেছিলেন — নুরজাহান গরচে বা সুরৎ জন অস্থ/দর সফ- ই- মর্দান জন-ই-শের আফকন অস্ত/

নুরজাহান জাহাঙ্গীর সম্রাট থাকলেও তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক। পাটনার টাকশালের নুরজাহানের নামাঙ্কিত রুপার মুদ্রা পাওয়া যায় (১৬২৭)। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ শিক্ষিতা নারী। নুরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অগ্রগতি ঘটেছিল পাশাপাশি নুরজাহানের উদ্যোগে স্থাপত্য ভাস্কর্যেও মুঘল যুগ সেই সময় উন্নতির শিখরে আরোহন করেছিল। মুঘল সম্রাজ্ঞী মমতাজ ও ছিলেন সংস্কৃতি মনস্ক মানুষ। মমতাজের আরবি ও ফারসি ভাষায় গভীর জ্ঞান ছিল। এই ভাষাগুলিতে তিনি অনেক কবিতাও লিখেছিলেন। এক কথায় তিনি একজন বিদুষী ও সংস্কৃতিমনা নারী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়।

মুঘল যুগে আর একজন মহীয়সী ছিলেন শলিমা সুলতান বেগম। তার অধ্যায়ন স্পৃহা ছিল যেমন বলবতি , তেমনি তাহার অধীত পুস্তকের সংখ্যা ও বৈচিত্র তেমনি বিশাল। তিনি ' বত্রিশ সিংহাসন' পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলেন। সলিমা মখফী ছদ্মনাম দিয়ে বহু ফার্সী কবিতা রচনা করেছিলেন।

এছাড়া আকবরের হারামে আরেকজন ছিলেন মাহম আনগা। তিনি সম্রাট আকবরের প্রধান ধাত্রী ছিলেন। মুঘল যুগে যে সমস্ত সুশিক্ষিতা রমণী শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য। তিনি দিল্লিতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মাদ্রাসাটি 'মাহম আনগার মাদ্রাসা ' নামে পরিচিত ছিল। আর একজন শিক্ষিত মহিলার কথা মুঘল যুগের অবশ্যই উল্লিখিত তার নাম জাহানারা । ধর্মজ্ঞান ও মানসিক মাধুর্য বিকাশে দেশ কাল পাত্রের যে শুভ সংযোগ তাহার কিছুরই অভাব তাঁর হয় নাই। বিখ্যাত জনৈক ফার্সি কবি জাহানারা সম্পর্কে হিন্দু এন্টিগনি নামে একটি প্রশংসার পূর্ণ কবিতা রচনা করেছেন। এরপর যে নাম করতে হয় তিনি হলেন সিত্তি উন্নিষা। তিনি খুব সুন্দর কোরান পাঠ করতে পারতেন। পারস্য গদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। এমনকি চিকিৎসা শাস্ত্রেও তার ব্যুৎপত্তি ছিল। এই সর্বমুখী জ্ঞান গরিমার জন্য তিনি জাহানারার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ কন্যা জেব উন্নিষা উচ্চশিক্ষিত মহিলা ছিলেন। তার কোরান কণ্ঠস্থ ছিল। তিনিও আরবি ও ফারসি উভয়ে ভাষাতেই লেখনি পরিচালনা করতে পারতেন। আরবি ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর বুৎপত্তি ছিল। অনেক কবি সাহিত্যিককে তিনি আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করতেন। ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় কন্যা ছিলেন বদরুন্নিসা। সমগ্র কোরান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

এছাড়া জোহান জেববানু সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশুকোর কন্যা ছিলেন। তিনিও খুব শিক্ষিত ছিলেন। সামরিক বিদ্যাতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

তবে এই সময় বদাউনি ও আবুল ফজলের রচনায় জানা যায় অনেক মধ্যবিত্ত নারীরা প্রথাগত শিক্ষা না পেলেও তারা কবিতা লিখতে পারতেন। বদাউনি বলেছেন 'নেহানি' নামে সেই সময় একজন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি ছিলেন, যার খ্যাতি সেই সময় কবি মহলে উচ্চশিত প্রশংসিত ছিল। তাঁর দোহা গুলি থেকে জানা যায় যে তিনি একজন প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। এছাড়াও সেই সময় অনেক মহিলা চিত্রকর ছিলেন। এই চিত্র করেরা আপন সাক্ষর বিশিষ্ট ছবি রেখে গেছেন। জাহাঙ্গীরের সময় মহিলা চিত্রকর ছিলেন ' নাদরা বানু'। জাহাঙ্গীরের সময় আতেলিওর' তাঁর আঁকা একটি বিখ্যাত ছবি।

গুজরাট ,ক্যাম্বে,ব্রোচ সুরাট প্রভৃতি স্থানের দলিল দস্তাবেজ দেখলে বুঝতে পারব অনেক মহিলাই সেই সময় আইনি ব্যক্তি অর্থাৎ উকিল হিসেবে কাজ করছেন। দেওয়ানী অর্থাৎ সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মহিলারা আইনি সহায়ক ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন।অনেক সময় মহিলারা কাজীর সামনে গিয়ে আসামীর পক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদান করছেন তার উল্লেখও আছে। মুঘল যুগে অনেক নারী আরবী ফার্সির পাশাপাশি সিন্ধি লিপিও পাঠ করতে পারতেন। আবার মুঘল যুগের ব্রাহ্মণ নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ থাকলেও নিম্ন বর্ণের নারীরা কিছুটা হলেও শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। যেমন এই সময় দক্ষিণ ভারতের দেবদাসীদের সাক্ষর হওয়া আবশ্যিক ছিল।

তাই আমরা সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই মুঘল যুগে রাজ দরবারে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। অনেক সম্রাজ্ঞী কবিতা লিখতে পারতেন। আরবি ফার্সি ভাষায় পাণ্ডিত্য ছিল। অতএব লেখাপড়ার প্রচলন রাজ দরবারে পুরোপুরিভাবেই প্রবর্তিত ছিল।